পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 344 Saturday, 8 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪৪ সংখ্যা ❋ ২১ কার্তিক ১৪৩২, শনিবার, ৮ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## হাইকোর্টের 'ডেডলাইন'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** বেঁধে দেওয়া হল সময়। ১০০ দিনের কাজ শুরু নিয়ে তৎপর হাইকোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালতের থেকে 'গ্রিন সিগন্যাল' পেতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। বকেয়া টাকা নিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে এক মাসের সময় বেঁধে দিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। দীর্ঘ টালবাহানা কাটিয়ে সম্প্রতি ১০০ দিনের কাজ শুরু ও বছর ধরে আটকে থাকা 'প্রাপ্য' টাকার মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্য। কেন্দ্রের অভিযোগ ছিল, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মোট ৫ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, মালদহ, হুগলি-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় সমীক্ষা করে দুর্নীতির সাক্ষ্য প্রমাণও তুলে ধরেছিল তাঁরা। বন্ধ রেখেছিল ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ টাকা। অন্যদিকে, দুর্নীতি অভিযোগকে নস্যাৎ করেই সরব হয়েছিল রাজ্য। শাসকশিবিরের অভিযোগ, কেন্দ্র রাজ্যের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে। যার জেরে দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। রোজগার হারিয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষের বিবাদ ওঠে উচ্চ আদালতে। রাজ্যের পক্ষেই রায়দান করেন তকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কোনও প্রকল্পকে দিনের পর দিন 'ঠান্ডা ঘরে বন্দি রাখা যায় না' বলেই পর্যবেক্ষণ তাঁর। পাশাপাশি, দুর্নীতির তদন্ত চলতে পারে, কিন্তু প্রকল্প চালু রাখতে হবে বলেই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এরপরই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয় কেন্দ্র। কিন্তু সেখানে গিয়েও জোটে অস্বস্তি। কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ। এরপর শুক্রবার নতুন করে কেন্দ্রকে ১০০ দিনের কাজ চালু করার প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। অবিলম্বে কাজ শুরু করতে হবে বলেই নির্দেশ প্রধান বিচারপতি বেঞ্চের। পাশাপাশি, রাজ্যের যে টাকা পাওয়ার কথা অর্থাৎ বকেয়া নিয়েও এক মাসের মধ্যে কেন্দ্রকে একটি হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আর এই গোটা প্রক্রিয়ায় কোনও অসুবিধা নেই বলেই আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্র। এদিন তাঁদের আইনজীবী বলেন, ''প্রকল্পের কাজ শুরু করতে কোন অসুবিধা নেই।''

## মমতার বাড়িতে ৪০টি ফর্ম!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির ঠিকানা। বুধবার সেখানে এনুমারেশন ফর্ম দিতে গিয়েছিলেন বুথ লেভেল অফিসার(বিএলও)। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফর্ম নেন বলে একাধিক সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল। তা নস্যাৎ করে দেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এবার কমিশন সূত্রে খবর, ওই বাড়িতে ৪০টি ফর্ম দিয়ে এসেছেন বিএলও। অর্থাৎ ওই বাড়ির সদস্য সংখ্যা ২০। কমিশন সূত্রে খবর, গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জির বাড়িতে গিয়েছিলেন বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজার। মমতার পরিবারের সদস্যসংখ্যা, কত জন ভোটার ওই বাড়িতে থাকেন, তা জানতে চান বিএলও। সেইমতো ৪০টি ফর্ম দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার জয়দীপ জানা স্বাক্ষর করে ফর্মগুলি নিয়েছেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের এক সদস্য। বিএলও তাঁদের বুঝিয়ে দেন, ফর্ম কীভাবে পূরণ করতে হবে। যেহেতু দুটি করে ফর্ম এক জনের জন্য নির্দিষ্ট, তাই ২০ জনের জন্য চল্লিশটি ফর্ম দেওয়া হয়। কমিশনকে দেওয়া রিপোর্টে বিএলও জানিয়েছেন, ফর্ম ফিলাপের বিষয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর আগে বুধবার বিএলও মুখ্যমন্ত্রীর রেসিডেন্ট অফিসে ফর্ম দিয়ে আসার পর একাধিক সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়, নিজের হাতে ফর্ম নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও তা নস্যাৎ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ''বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, 'আমি বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে বিএলও-র কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করেছি!' এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।''

## 'বন্দে মাতরম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল স্তবক'

### শতবর্ষে দেশভাগের দায় ঠেললেন মোদি

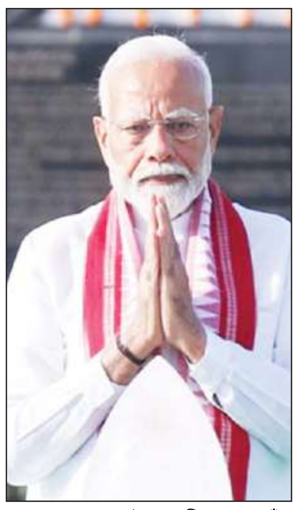

**নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ** জাতীয় গান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্তবক। শুক্রবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সুরেই তোপ দাগলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই স্তবক বাদ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে দেশভাগের বীজ বপন করা হয়েছে বলে মত তাঁর। কিন্তু স্তবকগুলি ঠিক কী? আর কোন সূত্র ধরেই বন্দে মাতরমকে ফের দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন তিনি? শুক্রবার বন্দে মাতরম গানের ১৫০ বছর পূর্তিতে নয়াদিল্লির বুকে ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল একটি অনুষ্ঠান। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। শতবর্ষ উদযাপনের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, ''১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। বন্দে মাতরম গানকে খণ্ডে খণ্ডে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। বলা চলে, দেশভাগের বীজটাও ঠিক সেই সময় বপন করা হয়েছিল। এমন বিভাজনমূলক মানসিকতা আজও দেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।'' এদিন বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষকে স্মরণ করে একটি স্মারক স্ট্যাম্প এবং কয়েন প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''বন্দে মাতরম শুধু একটা গান নয়, বরং একটা মন্ত্র। এই গানের আবেগ ভারতমাতাকে ঘিরে তৈরি। যা প্রতিটি দেশবাসীর মনে বিশ্বাস জোগায়, লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।'' কিন্তু কী এমন গুরুত্বপূর্ণ স্তবক বাদ দিয়েছিল কংগ্রেস? ১৮৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর লেখা হয়েছিল বন্দে মাতরম। লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে এটিকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখেন তিনি। যাতে মোট ছয়টি স্তবক ছিল। এরপর ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় গান হিসাবে কংগ্রেস বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি স্তবককেই গ্রহণ করেছিল। এই দুই স্তবককে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' বলে উল্লেখ করেছিল তাঁরা। তাঁদের ব্যাখ্যা, এর পরের স্তবকগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর কথা তুলে ধরায়, সেগুলিকে ধর্ম নিরপেক্ষ বলা যায় না। বন্দে মাতরম নিয়ে যখন চড়েছে রাজনীতি, কাঠগড়ায় টানা হয়েছে কংগ্রেস। সেই আবহে চুপ থাকেননি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারকে একযোগে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ''দেশের স্বাধীনতায় তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। স্বাধীনতার ৫২ বছর ওরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেনি। কখনও বন্দে মাতরম গান গায়নি। ওঁদের কার্যালয়ে কোনও জাতীয় সঙ্গীত পর্যন্ত চলেনি।''

## জন গণ মন নাকি 'ইংরেজ বন্দনা'! বিজেপি সাংসদের মন্তব্যের নেপথ্যে বড় অভিসন্ধি দেখছেন ব্রাত্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** রবি ঠাকুরের লেখা 'সোনার বাংলা'-কে রাষ্ট্রদ্রোহীতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। সেই বিতর্কের আগুন এখনও নিস্তেজ হয়নি। তার আগেই সূত্রপাত আরও এক বিতর্কের। রবি ঠাকুরের গানকে নিশানা করলেন আরও এক গেরুয়া শিবিরের নেতা। জুড়ে দিলেন 'ইংরেজ বন্দনার' কথা। যা ঘিরে ক্ষোভ চড়ল বাংলাতেও। ঘটনা কর্নাটকের। সেখানে একটি ভরা

সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীতকে 'এংরেজ বন্দনার' সঙ্গে জুড়ে দিলেন কর্নাটকের উত্তরা কন্নড় লোকসভার কেন্দ্রের সাংসদ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেড়ি। তিনি বলেন, ''ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জন গণ মন লেখা হয় ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে।'' মূলত ভরা সভা থেকে 'বন্দে মাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত করার প্রস্তাব দিয়েছেন এই বিজেপি সাংসদ। আর সেই প্রস্তাব দিতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'জন গণ মন' নিয়ে বির্তকিত মন্তব্য করে বসেন তিনি। জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে পারদ চড়েছে বঙ্গের রাজনীতিতে। দুই মণীষীকে ঘিরে কার্যত দ্বিধা বিভক্ত দুই শিবির, এমনটাই মত একাংশের। এদিন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গোটা জীবন ধরে শুধুই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বলে গিয়েছেন। যা বিজেপির একেবারে পছন্দ নয়। যে ভাবে ওরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করেছে, আমরা তার বিরোধিতা জানাই। জন গণ মন গানের সঙ্গে পঞ্চম জর্জের আসা বা যাওয়ার কোনও সম্পর্ক নয়। এটা তাঁর জানার কথাও নয়। উনি তো বিজেপির লোক।'' সম্প্রতি নিজের মন কি বাত অনুষ্ঠান থেকে 'বন্দে মাতরম' গানের দেড়শো বছর পূর্তিতে দেশজুড়ে উদযাপনের বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামনেই বাংলার ভোট। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, তার আগে রাজনীতির আঙিনায় 'বন্দে মাতরম বনাম জন গণ মন'। একই সুর ব্রাত্যরও। তাঁর কথায়, ''এটা একটা সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি। বন্দে মাতরম গানের সঙ্গে জন গণ মন গানকে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিশ্বেশ্বরের মন্তব্য সেই অভিসন্ধিরই অংশ।'' উল্লেখ্য, কর্নাটকের বিজেপি সাংসদের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কথায়, ''এই মন্তব্য ওনার ব্যক্তিগত।''

## জন্মদিনে অভিষেকের ঘোষণা

# আবার শুরু হবে 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্যশিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** বিধানসভা নির্বাচনের মাস ছয়েক আগে ফের সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির শুরু হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) নিজের জন্মদিনে 'সেবাশ্রয়-২' চালুর ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে স্বাস্থ্য শিবির। চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভাগুলিতে কোথায় কতদিন এই স্বাস্থ্য শিবির চলবে, তা জানিয়েছেন অভিষেক। এছাড়াও ৭ দিন মেগা ক্যাম্প হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। চলতি বছরের ২ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির শুরু হয়েছিল। চলেছিল ৭৫ দিন। এর মধ্যে ৫ দিন মেগা ক্যাম্প হয়েছিল। ১২.৩ লক্ষ মানুষের কাছে এই স্বাস্থ্য শিবিরের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল বলে তৃণমূলের বক্তব্য। প্রথমবার সেবাশ্রয়ের সেই উদ্যোগ নিয়ে এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লেখেন, ''মানবসেবার কর্তব্যকে শিরোধার্য করে, স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করতে আমি 'সেবাশ্রয়'-এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। ডায়মন্ড হারবার

লোকসভার সকল নাগরিক-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিতে পেরে আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে খুশি হয়েছিলাম। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসার নির্ভরযোগ্য সেবাস্থল হয়ে উঠেছিল 'সেবাশ্রয়'। কথা দিয়েছিলাম, আবারও এই 'সেবশ্রয়' ফিরবে। সেই 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য শিবির ফের শুরু হচ্ছে বলে নিজের জন্মদিনে ঘোষণা করলেন অভিষেক। কতদিন পর্যন্ত 'সেবাশ্রয়-২' চলবে সেকথা জানান তিনি। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড জানান, ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিবিরগুলি চলবে। আর ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের সমস্ত বিধানসভায় চলবে মেগা ক্যাম্প। স্বাস্থ্য শিবিরগুলি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চালু থাকবে। তিনি বলেন, ''সাধারণ মানুষের সেবা এবং আর্ত-দুঃস্থ মানুষের আশ্রয়-এই আদর্শকে পাথেয় করেই দ্বিতীয়বারের 'সেবাশ্রয়' ফিরছে আপনাদের জন্য।'' সব শেষে তিনি লেখেন, ''সকলের সুস্বাস্থ্য, আমাদের অঙ্গীকার।'' সেবাশ্রয়-২ নিয়ে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''সেবাশ্রয়ের পয়সাটা কোথা থেকে আসছে? উনি তো বলেছেন, ওঁর রোজগার নেই। কোন কোন জায়গা থেকে রোজগার করেন, সেটা বাংলার মানুষকে জানাবেন না? তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। তবে তার চেয়েও আমাদের কাছে বড় বন্দেমাতরমের ১৫০তম বর্ষপূর্তি।''

## নিজের নামে কোনও হিসেব নেই অথচ অ্যাকাউন্টে ১৩০ কোটি!

বালি পাচার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** বৃহস্পতিবার বালি পাচার কাণ্ডে রাজ্যে প্রথমবার কোনও ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছেন। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি গ্রেফতার করেছে জি ডি মাইনিং কোম্পানির প্রধান অরুণ শরাফকে। শুক্রবার তাঁকে বিচার ভবনে হাজির করানো হলে ইডি আদালতে জানায়, অরুণ বেআইনি ভাবে বালি খনন ও বিক্রির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ইডির দাবি, তিনি নিজে কিছু না রেখে নির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার বালি বিক্রি করতেন। চমকপ্রদ তথ্য হল- যেখানে বিক্রির পরিমাণ ১০৩ কোটি টাকা বলা হয়েছিল, সেখানে অরুণের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। অরুণ কলকাতার এক নামী মাইনিং সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত। তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, ভুয়ো ই-চালান ব্যবহার করে বালি খনন ও বিক্রির পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতেন তিনি। সরকারি অনুমোদন ছাড়াই বালি বিক্রির মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সংস্থা জানিয়েছে, ২০২০ সাল পর্যন্ত অরুণ এবং তাঁর মা ওই সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন। পরবর্তীতে যাঁরা পদে এসেছেন, তাঁরাও অরুণের নির্দেশেই কাজ করতেন। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে, সংস্থার যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনিই নিতেন। রাজ্য পুলিশের কাছে ইতিমধ্যেই বালি পাচার সংক্রান্ত চারটি পৃথক মামলা রয়েছে। সেই মামলার ভিত্তিতেই ইডি ইসিআইআর করে তদন্ত শুরু করেছে। ইডির দাবি, সংস্থার নামে ভুয়ো ই-চালান তৈরি করে বালি খোঁড়া ও বিক্রি করা হত। প্রতিটি চালানে কিউআর কোড থাকলেও, রাজ্য পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে সেগুলি আসলে জাল নথি। অভিযোগ, ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকার কোনও হিসাব সংস্থা দিতে পারেনি। অরুণকে তিনবার তলব করেছিল ইডি। প্রথমবার হাজিরা দিলেও দ্বিতীয়বার তিনি এড়িয়ে যান। তৃতীয়বার হাজিরা দিতে এলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার আদালতে ইডি অরুণের ১৩ দিনের হেফাজত চায়। তাঁর আইনজীবী ইডির দাবির বিরোধিতা করলেও জামিনের আবেদন করেননি। প্রসঙ্গত, গত ৭ সেপ্টেম্বর বালি পাচারের তদন্তে প্রথমবার অভিযান চালায় ইডি। বেহালা, ঝাড়গ্রাম-সহ রাজ্যের ২২ জায়গায় তল্লাশি অভিযান করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

## এসআইআর ফর্ম নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বিচারিতায় সরব শশী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ নির্দেশক ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর বক্তব্যের মধ্যে তীব্র অসঙ্গতি তুলে ধরে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি অভিযোগ করেছেন, ভোটার যাচাইযের ক্ষেত্রে কমিশন নিজেই বিভ্রান্তি তৈরি করছে। ফলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। ২৭ অক্টোবর এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঘোষণা করেছিলেন ভোটার তালিকার এনুমারেশন ফর্ম পূরণের সময় একজন ব্যক্তি চাইলে তাঁর আত্মীয়ের বিবরণ ব্যবহার করতে পারেন, কাকা বা অন্য কোনো রক্তের সম্পর্ক। অর্থাৎ ভোটার হিসেবে নথিভুক্তির ক্ষেত্রে কাকা বা অন্য রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে লিঙ্ক করা বৈধ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহৃত বিএলও সফটওয়্যার এবং ইসিআই-এর নির্দেশিকা ম্যানুয়াল-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র বাবা-মা বা দাদু-ঠাকুমার মাধ্যমে ভোটার ম্যাপিং বৈধ। ফলে সারা রাজ্যের ব্লক ও বুথ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। মন্ত্রী শশী পাঁজা আজ সাংবাদিকদের বলেন, ''একদিকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলছেন, আত্মীয়ের তথ্য ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে কমিশনের বিএলও সফটওয়্যার সেই তথ্য গ্রহণই করছে না। এটি সম্পূর্ণ সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ও ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা।'' তিনি আরও বলেন, ''গ্রামীণ এলাকায় বহু মানুষ বাবা-মায়ের পরিবর্তে চাচা বা মামার মাধ্যমে ভোটার লিংক করতে চেয়েছেন, কিন্তু বিএলও তা গ্রহণ করেননি। এতে বহু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।'' ইসিঅই-এর এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দেশের ফলে ভোটার যাচাই প্রক্রিয়া জটিল হয়ে পড়েছে। বিএলও-দের একাংশ জানিয়েছেন, ''আমাদের সফটওয়্যারে এমন কোনো অপশনই নেই যেখানে অন্য আত্মীয়ের তথ্য যুক্ত করা যায়।'' ফলে অনেক আবেদনকারীকে ফর্ম ফেরত দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বিভ্রান্তি ইতিমধ্যেই এসআইআর নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ভয় এবং গুজবকে আরও উস্কে দিচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে, যেখানে ভোটার শনাক্তকরণ নিয়ে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা রয়েছে। শশী পাঁজা অভিযোগ করেছেন ''এটি নিছক প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক দ্বিচারিতা। একদিকে কমিশন গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার কথা বলে, অন্যদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রোটোকল সাধারণ নাগরিকের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে।'' তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানান, অবিলম্বে নতুন সার্কুলার জারি করে সিইসি-এর বক্তব্যের সঙ্গে বিএলও ম্যানুয়াল ও সফটওয়্যারের কার্যপ্রণালী সমন্বয় করা হোক। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দলের এক মুখপাত্র বলেন, ''কমিশনের এই দ্বিমুখী নীতি ভোটার তালিকায় গোপনে বাছাই প্রক্রিয়া চালানোর পথ খুলে দিচ্ছে।'' অন্যদিকে বিরোধী বিজেপি এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে নির্বাচন পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে, এই বিতর্ক আগামী নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে উঠতে পারে।

# চিকেনস নেকে সুরক্ষা বাড়াতে নয়া পদক্ষেপ ভারতীয় সেনার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বরঃ** চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডোরে বাড়ছে উত্তেজনা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস গ্রেটার বাংলাদেশের মানচিত্রে চিকেনস নেক সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় এই মানচিত্র পৌঁছেছে এবং তুরস্ক সরকারের হাতে। তাই এই শিলিগুড়ি করিডোরে সুরক্ষা বাড়াতে নয়া পদক্ষেপ নিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তে তিনটি নতুন অপারেশনাল গ্যারিসন স্থাপন করেছে-বামুনি, চোপড়া ও কিষাণগঞ্জে। এই পদক্ষেপটি ক্রস-বর্ডার নিরাপত্তার প্রতি ভারতের দৃঢ় অবস্থানের স্পষ্ট সংকেত। সীমান্তের এই নতুন শক্তিবৃদ্ধি শুধুমাত্র সামরিক কৌশল নয়, বরং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া। পূর্ব ভারতের সংবেদনশীল 'চিকেন নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরকে সুরক্ষিত করতে এই গ্যারিসনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই করিডরটি মাত্র ২২ কিলোমিটার চওড়া একটি সরু জমির ফালি, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূল ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে। যদি এখানে কোনো হুমকি দেখা দেয়, তাহলে পুরো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোকে এই উদ্যোগটি ভারতের সতর্কতার প্রমাণ। সবচেয়ে আগে বুঝে নেওয়া যাক, এই তিনটি গ্যারিসন কোথায় এবং কেন। প্রথমটি বামুনি, যা অসমের ধুবড়ি

জেলার কাছে অবস্থিত। এখানে লাচিত বর্পুখন মিলিটারি স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে, যা অসমের প্রথম বড় সামরিক ঘাঁটি বাংলাদেশ সীমান্তের এত কাছে। লাচিত বর্পুখন ছিলেন আহম যোদ্ধা, যিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন-এই নামটি নির্বাচন করা স্থানীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। দ্বিতীয়টি চোপড়া, উত্তর দিনাজপুরে। এখানে ভ্রমাস্ত্র কর্পসের সৈন্যরা দ্রুতগতিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তৃতীয়টি কিষাণগঞ্জ, যা বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং শিলিগুড়ির খুব কাছে। এই তিনটি স্থানেই গ্যারিসনগুলি এখন সম্পূর্ণ অপারেশনাল, অর্থাৎ যেকোনো সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত। পূর্ব কমান্ডের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর.সি. তিওয়ারি সম্প্রতি এই স্থানগুলি পরিদর্শন করে অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি এমএলএ হামিদুল রহমানসহ সিভিল কর্মকর্তারাও ছিলেন, যা সামরিক-সিভিল সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে।এই উদ্যোগের পটভূমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আঞ্চলিক জোটের পরিবর্তন। গত আগস্ট মাসে শেখ হাসিনার সরকার উৎখাত হওয়ার পর মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এরপর থেকে ঢাকার নীতিমালা পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে সম্প্রতি ইউনুস পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন, যেখানে যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চিনের সঙ্গে বিনিযগের প্রস্তাবও এগোচ্ছে। এই পরিবর্তন ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ, বিশেষ করে লালমোনিরহাটে বাংলাদেশের বিমানঘাঁটির আপগ্রেডিংয়ের খবর শুনে। এই ঘাঁটিটি চিকেনস নেক থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে, এবং সেখানে যুদ্ধবিমানের জন্য নতুন হ্যাঙ্গার নির্মাণ হচ্ছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে, বাংলাদেশি সেনা অফিসাররা সীমান্তে ঘনঘন ঘুরছেন, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সতর্ক করেছে।

## শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে প্রাথমিকে ২৩ হাজার ১৪৫ জন শিক্ষকের বদলি!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ** প্রাথমিকে ২৩ হাজার ১৪৫ জন শিক্ষকের বদলির সিদ্ধান্ত। যে সব স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদের পাঠানো হবে অন্যত্র। নিজের জেলাতেই বদলি করা হবে শিক্ষকদের। শিক্ষক ঘাটতি মেটাতে শিক্ষা দফতরের বড় উদ্যোগ। সূত্রের খবর, বিভিন্ন স্কুলে এই মুহূর্তে ২৩ হাজার ৯৬২ জন শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। তবে শিক্ষা দফতরের তরফে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নিজের জেলায় বদলি করা হবে না, তাঁকে বাড়ির পাশের স্কুলটাতেই বদলি করা হবে, তেমনটা নয়। রাজ্যের এরকম একাধিক প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, যেখানে শিক্ষক শূন্যতায় ভুগছে পড়ুয়ারা। কোথাও এক জন শিক্ষক সর্বস্ব সামলাচ্ছেন, কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষককেই স্কুলের মিড ডে মিল থেকে ক্লাস সামলানো কিংবা ঘণ্টা বাজানো সবই সামলাতে হচ্ছে। আর যে স্কুলে একজনই শিক্ষক, তিনি ক্লাস নিচ্ছে, সমস্ত বিষয়ের। সারা রাজ্যে দু'হাজারেরও বেশি প্রাথমিক স্কুল ভুগছে শিক্ষক শূন্যতায়।

# একটি প্রাণবন্ত আহ্বান যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি আমরা উদযাপন করছি, এমন একটি গান যা প্রজন্মকে জাতির জন্য জেগে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছে। শুক্রবার একটি ভিডিয়ো যুক্ত করে এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছি।এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে অপর এক্সবার্তায় তিনি লেখেন, ৭ নভেম্বর, প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। আমরা বন্দে মাতরমের ১৫০তম গৌরবময় বছর উদযাপন করছি, একটি প্রাণবন্ত আহ্বান যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমাদের দেশজুড়ে দেশপ্রেমের এক অমর চেতনাকে প্রজ্বলিত করেছে। এই উপলক্ষে, আমি সকাল ৯ঃ৩০ টায় দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেব। একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করা হবে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হবে বন্দে মাতরমের সমবেত গীত!অন্যদিকে দেশের দীর্ঘ ও প্রেরণাদায়ী ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে যখন সঙ্গীত ও শিল্প হয়ে উঠেছে আন্দোলনের চেতনা এবং সম্মিলিত আবেগ রূপ পেয়েছে কর্মে। এরই মধ্যে উজ্জ্বলতম হলো ' ভারতের জাতীয় গীত। 'বন্দে মাতারাম-স্মরণে এই মন্তব্য করেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ।তাঁর মতে, এর সূচনা যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বরং এক যুগদর্শী চিন্তাবিদের স্থিত অথচ দৃঢ় মননে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৫-এ জগদ্ধাত্রী পুজোর পুণ্যদিনে (কার্তিক শুক্লা নবমী অথবা অক্ষয় নবমী) তিনি একটি স্তোত্র রচনা করেন, যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতার শাশ্বত সঙ্গীত। তিনি এর প্রেরণা পেয়েছিলেন অথর্ব বেদের এই ঘোষণা থেকে- যার অর্থ ' আমার মাতা এবং আমি তার পুত্র'।অমিতবাবু ' নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা লিখেছেন এক্স হ্যান্ডলে। দেশের একাধিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে এই ভাবনা।

## ইলন মাস্কের ১ ট্রিলিয়ন বেতনের প্যাকেজ অনুমোদন টেসলার শেয়ারহোল্ডারদের

ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর ঃ রোজগার বাড়ল ইলন মাস্ক-এর। টেসলার শেয়ার হোল্ডাররা পরবর্তী দশকের জন্য মাস্কের প্রায় এক ট্রিলিয়ন (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা) বেতনের প্যাকেজ অনুমোদন করেন। টেক্সাসের অস্টিনে টেসলার বার্ষিক সাধারণসভায় এই প্যাকেজ অনুমোদন হয়।এ দিন টেসলার টেক্সাসের অস্টিন কারখানায় বসেছিল গণভোটের আসর। সেখানেই ৭৫ শতাংশ শেয়ারহোল্ডার মাস্ককে বছরে ১ ট্রিলিয়ন ডলার বেতন দেওয়ার পক্ষে ভোট দেন। ফল প্রকাশের পরে উচ্ছ্বসিত ইলন মাস্ক বলেন, ' যাঁরা সমর্থন করেছেন, প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'ভবিষ্যতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং রোবোটিক্সের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে টেসলার। কোম্পানির পরিচালন বোর্ডের সদস্যরা মনে করেন, মাস্ককে ছাড়া সেই কাজ সম্ভব নয়। টেসলার চেয়ারম্যান রবিন ডেনহলম স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, ' মাস্ককে ধরে রাখা টেসলার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি।'বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই বিপুল অর্থ দেওয়ার পিছনে এক বিশেষ কারণ রয়েছে। অন্তত আরও সাড়ে সাত বছর যাতে টেসলা সংস্থাতেই থাকেন, তার জন্য এই বিপুল প্যাকেজের ঘোষণা। টেসলায় ইলন মাস্কের শেয়ারও প্রায় ২৫ শতাংশের বেশি হবে এবার থেকে। নিজের সংস্থা টেসলার বৃদ্ধি নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা থাকলেও, ইলন মাস্ক সম্প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, কোম্পানিতে তাঁর শেয়ার না বাড়ালে টেসলার দায়িত্ব তিনি ছাড়তে পারেন বা মালিকানা থেকে সরে আসতে পারেন। মাস্ক চান, তাঁর হাতে এতটা শেয়ার থাকুক, যাতে কোম্পানিতে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় থাকে। টেসলার ভবিষ্যতের জন্য তাঁর কোনও পরিকল্পনা থাকলে, তা বাস্তবায়নে যেন কোনও সমস্যা না হয়।

## দিল্লি বিমানবন্দরে যান্ত্রিক ত্রুটি, ব্যাহত বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ দিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেরিতে চলছে বিমান। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, ' ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম'-এ প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারই প্রভাব পড়ছে বিমান চলাচলে।জানা গেছে, শুক্রবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে একাধিক বিমানে দেরি হয়। সকাল থেকে অন্তত শতাধিক বিমানের সময়সূচি ঘেঁটেছে বলে জানা গেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষর তরফে। এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল-এর একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সমস্যার সমাধানে কাজ চলছে বলেও আশ্বাস দিয়েছে তারা। যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ

## রবিবারের পর আবার বাঘের দর্শন পেল পর্যটকরা সুন্দরবনে

কুলতলিঃআবার বাঘের দর্শন পেল পর্যটকরা সু ন্দরবনে। রবিবারের পর আবার বাঘের দর্শন পাওয়া গেল সু ন্দরবনের জঙ্গলে। শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেছে সুন্দরবন ভ্রমনে পর্যটকদের আনাগোনা আর গত রবিবারের পর এদিন আবার বাঘের দর্শন পেল পর্যটকরা।জয়নগর থানার ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর এলাকা থেকে কয়েকজন পর্যটক পাড়ি দিয়েছিল সুন্দরবন ভ্রমনে। সুন্দরবনের কলস দ্বীপ এলাকার জঙ্গলের কাছে বাঘের দর্শন পায় তারা এদিন।ওই পর্যটকরা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের নজরে আসে নদীর পাড় বরাবর একটি বাঘ নদীর জলে নামার চেষ্টা করছে।আর সেই দৃশ্য চাক্ষুস দেখতে পেয়ে উল্লেসিত পর্যটকরা।


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


## লরেটো কলেজে পড়ুয়াদের কাছে 'মনোজুকুরি'-র দর্শন উপস্থাপন জাপানের ডেপুটি কনসাল জেনারেলের

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ লরেটো কলেজ কলকাতার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আয়োজিত হলো এক বিশেষ আলোচনা সভা। সেখানে 'মনোজুকুরি দর্শন তুলে ধরেন জাপানের ডেপুটি কনসাল জেনারেল আশিদা কাতসুনোরি। মূলত প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় আশিদা কাতসুনোরির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জাপান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিষয়ক আধিকারিক গৌতম রায় এবং প্রোগ্রাম ও মিডিয়া আধিকারিক ইশারা হাজরা।এদিনের এই আলোচনা সভায় ডেপুটি কনসাল জেনারেল আশিদা কাতসুনোরি জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর আলোচনা করেন। তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেন 'মনোজুকুরি ধারণার উপর-যা জাপানের কারিগরি নিষ্ঠা ও ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনের মানসিকতার প্রতীক। তিনি উল্লেখ করেন, ষোড়শ শতক থেকেই জাপান বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ করে তা নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত করার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। আগ্নেয়াস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই উনিশ শতকে জাপান তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল বলেও তিনি জানান।তিনি আরও বলেন যে, জাপান বর্তমানে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দিকেও আলোকপাত করেছে। আধুনিক স্মার্টফোনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-যেমন ক্যাপাসিটার, সেমিকন্ডাক্টর ও ফটো-রেজিস্ট কেমিক্যাল-মূলত জাপানেই উৎপাদিত হয়। সূক্ষ্মতা ও মানের প্রতি তাঁদের অবিচল মনোযোগই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে তিনি মন্তব্য করেন। কিউআর কোডের উদ্ভাবনকেও তিনি জাপানের উদ্ভাবনী মনোভাবের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। জাপানের কার্বনমুক্ত ভবিষ্য গঠনের পরিকল্পনার কথাও তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। হাইড্রোজেন চালিত বাস থেকে শুরু করে রান্নায় হাইড্রোজেন ব্যবহারের উদাহরণ দিয়ে তিনি জাপানের টেকসই প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের ব্যাখ্যা দেন।শিক্ষার্থীদের আশিদা কাতসুনোরি বলেন, জাপানি ভাষা শেখা ভবিষ্যতের এক অনন্য পেশাগত সুযোগের দ্বার খুলে দিতে পারে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা, প্রযুক্তি ও গবেষণাক্ষেত্রে জাপানি ভাষাজ্ঞান এক মূল্যবান দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত। তিনি জাপানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষা কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের জাপানের নিরাপদ ও উদ্ভাবননির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, লরেটো কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে এই অধিবেশন ছিল এক অনুপ্রেরণামূলক অভিজ্ঞতা। অধ্যাপকদের মতে, এই উদ্যোগ পড়ুয়াদের জাপানের উৎকর্ষ, উদ্ভাবন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দিয়েছে এবং ভবিষ্য শিক্ষা ও পেশাগত সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

# ঘরের মেয়ে রিচা ঘোষকে সাদরে বরণ শিলিগুড়িবাসীর

শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর, ঃ শহর যেন আগেই প্রস্তুত ছিল নিজের মেয়েকে বরণ করার জন্য। শুক্রবার রিচা ঘোষ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রাখতেই শুরু হয় উসবের ঢাক-কাঁসর। বাইরে উপচে পড়া জনস্রোত। ঘরের মেয়ে বিশ্বজয় করে আসার পর একবার সামনে থেকে দেখার লোভটা কী আর ছাড়া যায়!বিশ্বজয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে ফিরেছেন শিলিগুড়ির গর্ব রিচা ঘোষ। তাঁকে নিয়ে বাড়তি উন্মাদনা থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিমানবন্দরেই তাঁকে ফুলে, মালায়, উত্তরীয়তে বরণ করে নেওয়া হয়। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মেয়র গৌতম দেব।শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে শিলিগুড়িতে ফিরেছেন রিচা ঘোষ। সদ্য বিশ্বকাপ জয়ী বঙ্গসন্তানের জন্য নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।দুপুর ১২টা নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রিচা। বিমানবন্দর থেকে বাড়ি পর্যন্ত রিচার জন্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। হুডখোলা জিপে করে ফেরেন তারকা ক্রিকেটার।রিচাকে দেখার জন্য শহরের প্রধান রাস্তা হিলকার রোড জুড়ে ছিল ক্রিকেট ভক্তদের সমাগম। ছাদখোলা গাড়িতে রিচাকে দেখতে পেয়ে উন্মাদনায় ভেসে গিয়েছে শহর। রিচাও জানান, শহরে ফিরে তাঁর ভাল লাগছে।

# জামুইয়ের জনসভা থেকে বিরোধী জোটকে কড়া আক্রমণ অমিত শাহের

জামুই, ৭ নভেম্বর ঃ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ যত বাড়ছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ততই মুখোমুখি সংঘাতমুখর বক্তব্য উঠে আসছে শাসক-বিরোধী শিবির থেকে। শুক্রবার জামুইয়ের জনসভা সেই রাজনৈতিক উত্তেজনাকে আরও তীব্র করল। কারণ এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরাসরি আক্রমণ শানালেন মহাগঠবন্ধনের দিকে। তাঁর ভাষণে উঠে এল বিহারের অতীত রাজনৈতিক অস্থিরতার স্মৃতি, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, ধর্মীয় ইস্যু এবং কেন্দ্রীয়. নেতৃত্বের কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রসঙ্গ।ন্জনসভায় উপস্থিত হাজারো সমর্থকের সামনে শাহ প্রথমেই তুলে ধরেন মহাগঠবন্ধন যদি ক্ষমতায় ফিরে আসে তবে বিহারের পুরনো ' আবার মাথাচা।। দিয়ে.উঠবে। তাঁর কথায়, ' তারা জেতে তাহলে বিহার আবারও রক্তে ভাসবে। আমরা তা হতে দেব না। যারা ইতিমধ্যেই এই ধরনের দুর্দশা ডেকে এনেছে, তাদের আমরা ফিরে আসতে দেব না।'' তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে বিজেপি আগামী দিনে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নকে অন্যতম রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে। তিনি দাবি করেন, বিহার আজ যেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা এনডিএ-র শাসনব্যবস্থার হাত ধরেই। আর পাঁচ বছর সময়.পেলে রাজ্যকে দেশের উন্নততম রাজ্যগুলির কাতারে তুলবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি।অমিত শাহ এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেন ধর্মীয়. স্থাপত্য নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানের সমালোচনায়। তিনি অভিযোগ করেন, লালু প্রসাদ যাদব এবং কংগ্রেস মা সীতার মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে। তাঁর বক্তব্যের সুর ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট-' প্রসাদ এবং কংগ্রেস যতই বিরোধিতা করুক, জামুইয়ের এই পবিত্র ভূমি থেকে আমি বলতে চাই, যে কোনও শক্তি দিয়ে চেষ্টা করুন, বিরোধিতা করুন, বিজেপি এবং এনডিএ কর্মীরা অবশ্যই মা সীতার মন্দির নির্মাণ করবে।'' তাঁর কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক বার্তা।ন্মা সীতার মন্দিরের প্রসঙ্গ ছাড়াও তিনি জানান, এনডিএ সরকার নতুন একটি জৈন মন্দির নির্মাণের কাজও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পকে সামনে রেখে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, বিহারকে কেন্দ্র করে বিজেপির রাজনীতি শুধু উন্নয়ন নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে জামুইয়ের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশেষ করে জৈন সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাস।এরপর তিনি সরাসরি আক্রমণ করেন লালু প্রসাদ যাদবকে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জীবিকা প্রকল্পের আওতায় জীবিকা দিদিদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠিয়েছেন। এ নিয়ে লালু প্রসাদ যাদব মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ক্ষমতায় এলে সেই টাকা ফেরত আনবেন। এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে শাহ বলেন, ' বলেছেন তিনি ১০ হাজার টাকা ফেরত নেবেন। কিন্তু আমি এখানে স্পষ্ট করে বলছি, শুধু লালুজি নয়, তাঁর পরিবারের তিন প্রজন্মও জীবিকা দিদির টাকা স্পর্শ করতে পারবে না।'এ বক্তব্যে জনসভায় উপস্থিত মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। বক্তৃতার এই অংশে শাহ স্পষ্টভাবে বোঝাতে চান যে কেন্দ্রীয়. সরকারের আর্থ-সামাজিক প্রকল্পগুলি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর, এবং বিরোধীদের ' মানুষের প্রতি অসম্মান। তিনি দাবি করেন, এনডিএ সরকার মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে.কাজ করছে, যেখানে মহাগঠবন্ধন ক্ষমতায় এলে

# জয়নগরের সরকার বাড়ির ২০০ বছরের রাস উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার নীলরতন সরকারের নাম

জয়নগরঃনদিয়ার শান্তিপুরের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পালন করা হয় রাস উৎসব। জয়নগরের সরকার বাড়ির রাস উৎসব সুখ্যাতি অর্জন করেছে এক পৃথক কারণে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকার সরকার বাড়ির রাস উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার নীলরতন সরকারের নাম। আজ থেকে প্রায় আনুমানিক ২০০ বছর আগে জয়নগরের সরকার বাড়িতে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হতো দুর্গা উসব। দুর্গোসবের পাশাপাশি জয়নগর উওরপাড়া এলাকার সরকার বাড়ির পরিবারের সদস্যরা উৎসবের আমেজ ধরে রাখতে পালন করতেন রাস উৎসব।জয়নগরে এই সরকার বাড়ির রাস উৎসব অতীতের জৌলুস হারিয়েছে কিন্তু প্রাচীন প্রথা মেনে এখনও পালন করা হয় জয়নগর সরকার বাড়িতে রাস উৎসব। কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে রাস উৎসবে মাতে গোটা বাংলা। জয়নগরের সরকার বাড়িতেও সাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে রাস উৎসব। কথিত রয়েছে, আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ২০০ বছর আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর উওর পাড়া এলাকায় স্বর্গীয় কালিপদ সরকারের হাত ধরে জয়নগরে সরকার বাড়িতে রাস উৎসবের শুভ সূচনা হয়। প্রাচীন প্রথা মেনেই ২০০ বছর ধরে চলে আসছে সেই রাস উৎসব।দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন ডঃ নীলরতন সরকার। তৎকালীন সময়ে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জয়নগরের উওর পাড়ার মামারবাড়িতে থেকেই চালিয়ে যেতেন ডাঃনীলরতন সরকার।বহড়ু হাইস্কুলে পড়াশোনাও করেছেন তিনি এখানে থেকেই। কর্মজীবনের বেশিরভাগ অংশই জয়নগর কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল ডাঃ নীলরতন সরকারের। প্রতিবছর রাস উৎসবে জয়নগরের এই সরকার বাড়িতে ছুটে আসতেন ডাঃনীলরতন সরকার। তৎকালীন সময়ে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হত সরকার বাড়িতে এই রাস উৎসব।পরিবার সূত্রে জানা যায়, আগের মতন জৌলুস আর নেই এই সরকার বাড়ির রাস উৎসবে। আগে এলাকার বহু মানুষ এই রাস উৎসব চালানোর জন্য এগিয়ে আসতেন কিন্তু এখন আর এলাকার মানুষ এই রাস উৎসব নিয়ে আগ্রহ দেখায় না। অতীতের সেই জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এখন। সরকার পরিবারের সদস্যদের আশা, এলাকার মানুষ এগিয়ে আসুক এই উৎসবে।এই উৎসবে এলাকা বাসীরা স্বতঃ স্ফূর্তভাবে শামিল হন। আনন্দের সঙ্গে কেটে যায় রাস উৎসবের কয়েকটা দিন। অতীতের সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার বাড়ির বর্তমান সদস্যরা বলে জানালেন বর্তমান সদস্য শৈলেন্দ্র নাথ সরকার।তিনি এও বলেন,এই রাস পুজো হয় গোপাল জিউর, রাধা ও বিষ্ণুর মূর্তিকে সামনে রেখে। আগে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসতো।পুতুল নাচ,যাত্রা,বাউল,কীর্তনের অনুষ্ঠানে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ আসতেন।এখন কোনো রকমে ৩-৪ দিন ধরে এই উৎসব চলে আসছে।এই পাড়াতেই আরও একটি প্রাচীন রাস উৎসব হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ১২০০ বঙ্গাব্দে কৃপারাম ঘোষের পুত্র রামজয় ঘোষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে নন্দমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন আজও সেই মূর্তিতে রাসযাত্রা চলে আসছে।

# বন্দেমাতরম, স্মৃতি ও সার্ধশতবর্ষ

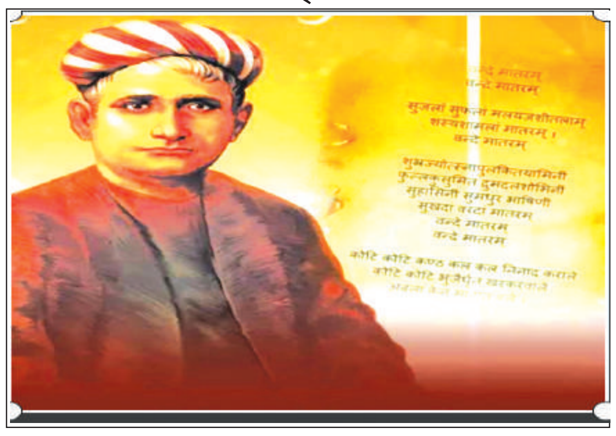

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ এখন থেকে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা। 'বন্দে মাতরম'-এর শতবর্ষ পালনের জন্য প্রাক্তন বিচারপতি ফনীভূষণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটা কমিটি হয়েছিল। আমার পিসতুতো দাদা গৌতম সেনগুপ্ত তাতে ছিলেন। তিনি কোনও বুদ্ধিজীবী নন, ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনের নেতা। আমাকেও নিয়ে নেন তাতে। কাদের, ক'জনের কমিটি- কিছুই খেয়াল নেই!সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে বিবেকানন্দ পার্কের পাশের বাড়িতে থাকতেন ফনীবাবু। মনে আছে তাঁর বাড়িতে আমাদের বৈঠক হয়েছিল। পরে অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু তখন কোনও ছবি তুলিনি। কমিটিতে কে, কে ছিলেন, কী অনুষ্ঠান হলো- কিচ্ছু লিখে রাখিনি। প্রায় পাঁচ দশক বাদে, ২০২৫-এর ২৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ' বন্দে মাতরম'-এর দেড়শ বছর বর্ষপূর্তির কথা বলেন। তখনই মনে পড়ল আগের বর্ষপূর্তির কথা।মনে পড়ল, আয়োজনের ঘোষণার বড় গোটানো ব্যানার হাতে ৮বি বাস টার্মিনাসের বিপরীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোহার গেট দিয়ে ঢুকেছি ৯ নম্বর বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন ফটক দিয়ে বার হব বলে। তখন তো বটেই, তার পরেও বহু বছর ওটাই ছিল আমজনতার শর্টকাটের রাস্তা। রক্ষী ধরে নিয়ে গেল অরবিন্দ ভবনে এক আধিকারিকের কাছে। তিনি জানতে চাইলেন কোথায় থাকি, কী নিয়ে কোথায় যাচ্ছি। খুলে দেখালাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে যাতায়াত না করার নির্দেশ দিয়ে তিনি ছেড়ে দিলেন আমাকে।সেই দাদাকে বললাম কোনও ছবি আছে বন্দে মাতরম'-এর শতবর্ষ উদযাপনের? ও বলল, না রে! তখন তোলা হয়েছিল। তারপর সব যে কোথায় চলে গিয়েছে! তখন এত ছবি তোলার ধূম ছিলনা। বিষয়টার গভীরতা বোঝার মত অনুভবও ছিল না। জীবনের পাঁচালির হাজারো ঘটনার মতো আমার স্মরণতট থেকে চিরকালের মতো মুছে গেল একটা পবিত্র ঘটনার শরিক হয়ে থাকার স্মৃতি।গত ৫ নভেম্বর নবান্নতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। তাতে ঠিক হয় ' মাতরম'-এর দেশ বছর পূর্তি পালন করবে রাজ্য সরকার। তৈরি হয় প্রস্তুতি কমিটি। নেটে এ ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্তির তারিখ দেখে আমি এক আধিকারিকের কাছে 'বন্দে মাতরম' রচনার সঠিক বছরটা জানতে চাই। তিনি জানান, As the eminent historian Sabyasachi Bhattacharya has noted in his book ' Vande Mataram: The Biography of A Song' (Penguin 2003), our National Song was composed over a few years, starting from 1872. While the song took a shape by 1875, it was later incorporated into the great novel ' Anandamath' (first published in 1881), when subsequent stanzas were added to the original song.আজ, ৭ নভেম্বর ২০২৫। শুরু হল দেশব্যাপী স্মরণ অনুষ্ঠান। সকালে যখন এটা লিখছি তখন হোয়াটসঅ্যাপে ভেসে এল ভ্রাতৃসম হেমাভ (তিলক) সেনগুপ্তর বার্তা। ও সংস্কার ভারতীর আঞ্চলিক কর্তা। বার্তায় লেখা-সার্ধশতবর্ষের শুভালোকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেশবংদনা 'বন্দেমাতরম্'১৮৭৫ - ২০২৫শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে - সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ। প্রদেশের প্রতিটি জেলায় পদযাত্রা, সার্ধ শতকন্ঠে বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশন, দেশ গান, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দেমাতরম গান লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে ভারত মাতার সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজ থেকে দেড়শত বছর আগে রচিত এই গান, দেশমাতৃকার বন্দনায় বিশ্বসেরা মন্ত্র।২০২৫ সালের ৭ই নভেম্বর এই অমূল্য সৃষ্টির দেড়শত বছর পূর্তি উপলক্ষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর আহবানে, সারা দেশে জুড়ে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ৭ই নভেম্বর ২০২৫ থেকে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।অনুগ্রহ করে কেউ ভাববেন না, কোনও দলের বা সংগঠনের স্তুতির জন্য লিখছি। হেমাভ আমার ভীষন পছন্দের মানুষ। আর, মোক্ষম এই লেখার সময় ওর বার্তা মুঠোফোনে এলো বলে যুক্ত করলাম ভূমিকায়। রাজনীতির উর্ধে উঠে 'বন্দে মাতারাম সার্ধশতবর্ষকে আমার মতো করে ধরে রাখার সময়সাপেক্ষ এক ভাবনায় মগ্ন হয়েছি।জীবনের প্রথম ভাগে ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষকে ধরে রাখতে পারিনি। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে অন্তত সেটির সার্ধশতবর্ষকে ধরে রাখব!

## পথকুকুর নিয়ে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

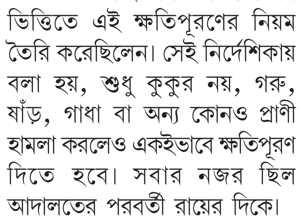

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ পথকুকুর নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এ বাপারে ফের বড়সড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, খেলার মাঠের মতো জায়গাগুলি একেবারে পথকুকুরমুক্ত করতে হবে।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, সেগুলোর নিজস্ব আশ্রয়স্থলে পাঠিয়ে দিতে হবে পথকুকুরগুলিকে। আগামী আট সপ্তাহের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যে এলাকা থেকে পথকুকুরদের আশ্রয়স্থলে পাঠানো হবে, ওই এলাকায় আর ফেরানো যাবে না।প্রসঙ্গত, দিল্লির রাস্তায় এক তরুণীকে হামলা করেছিল একদল পথকুকুর। সেই ঘটনার পর সোজা দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। অভিযোগ, কুকুরের হামলায় শুধু শরীরে নয়, তাঁর মনে ও জীবনেও গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। তাই পুরসভার কাছে তিনি ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দেশজুড়ে পথকুকুরদের নিয়ে বিতর্কের মাঝেই সামনে আসে এই ঘটনা।উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিচারপতি বিনোদ এস. ভরদ্বাজের নেতৃত্বে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ১৯৩টি একই ধরনের মামলার ভিত্তিতে এই ক্ষতিপূরণের নিয়ম তৈরি করেছিলেন। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়, শুধু কুকুর নয়, গরু, ষাঁড়, গাধা বা অন্য কোনও প্রাণী হামলা করলেও একইভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সবার নজর ছিল আদালতের পরবর্তী রায়ের দিকে।

## বিরোধী দল থেকে তৃনমূলে যোগদান জয়নগরে

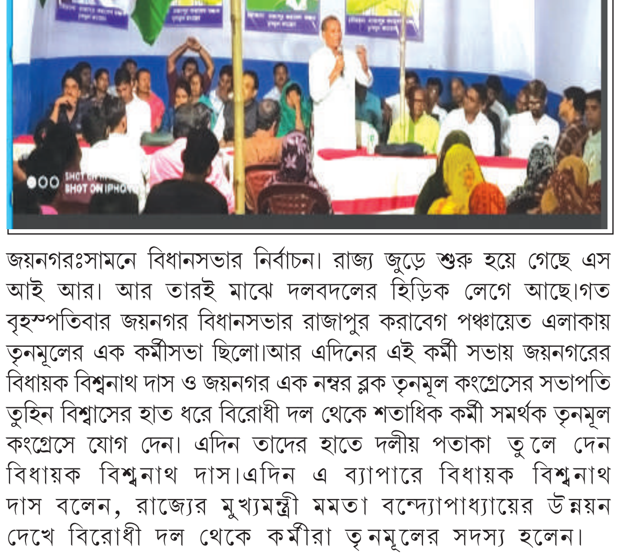

জয়নগরঃসামনে বিধানসভার নির্বাচন। রাজ্য জুড়ে শুরু হয়ে গেছে এস আই আর। আর তারই মাঝে দলবদলের হিড়িক লেগে আছে।গত বৃহস্পতিবার জয়নগর বিধানসভার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েত এলাকায় তৃনমূলের এক কর্মীসভা ছিলো।আর এদিনের এই কর্মী সভায় জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাসের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে শতাধিক কর্মী সমর্থক তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।এদিন এ ব্যাপারে বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে বিরোধী দল থেকে কর্মীরা তৃনমূলের সদস্য হলেন।

## রাশিফল

**মেষঃ**মেষ রাশির ব্যক্তিগত শক্তি হ্রাস পেতে পারে, যার কারণে বন্ধুবান্ধব এবং স্ত্রীস্বামীর সঙ্গে গভীর ভাবে যোগাযোগ করতে অসুবিধা হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে আজ।

**বৃষঃ** আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং সঞ্চয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন এবং সেগুলি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। শুভ দিন হতে পারে আজ

**মিথুনঃ** মিথুন রাশির কথা বলার ধরণ একটু খিটখিটে হতে পারে, তাই শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনও ধরনের বিবাদ এড়িয়ে চলুন এবং যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয় তাহলে খোলা মনে কথা বলুন। শুভদিন

**কর্কট রাশি** ঃদাম্পত্য জীবনে কিছুটা মানসিক অশান্তি থাকবে। ছোট অস্ত্রোপচার বা রক্তপাতের যোগ রয়েছে। আইনি কাজকর্মের ক্ষেত্রে আজ কিছুটা বাধা পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**সিংহঃ** সারাদিন আপনার মধ্যে ভরপুর শক্তি থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন। ব্যবসায়ীরা ভালো ফল পাবেন। স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে।।

**কন্যা** ঃআজ অবিবাহিতদের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হতে পারে। শারীরিক কষ্ট ভোগের সম্ভাবনা রয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। সঞ্চিত অর্থ খরচ হয়ে যেতে পারে। কর্মস্থানে অধস্তন কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়াতে পারেন। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে লোকসান হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

**তুলাঃ**বিনিযোগকারীরা ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। ব্যবসাযীদের জন্য দিনটি ভালো। চুক্তি সম্পন্ন হবে। এই রাশির কোনও কোনও জাতক ছোটখাটো স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগতে পারেন। আপনার মেজাজের পরিবর্তন পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে। যাঁরা নতুন বাড়ির সন্ধান করছেন, তাঁরা সঠিক জায়গা খুঁজে পাবেন। শুভ দিন।

**বৃশ্চিকঃ**ব্যবসায় আজ মুনাফা বাড়বে বৃশ্চিক রাশির জাতকদের। আজ নিজের রাগ নিযন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করুন, না হলে বড় বিপদে পড়তে পারেন। হাড়ে আঘাত পাওয়ার যোগ রযেছে। আইনি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কাছের বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। শুভ দিন।

**ধনুঃ** স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। এই রাশির জাতক-জাতিকার মধ্যে কেউ কেউ সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য

**মকরঃ** আজ আয় মন্দ হবে না মকর রাশির জাতকদের। প্রতিবেশীর কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। আগের আটকে থাকা টাকা ফিরে পেতে পারেন। কাউকে বিশ্বাস করে আর্থিক সাহায্য করলে ক্ষতি হতে পারে। দাম্পত্যে মতভেদ বাড়বে। কমিশন ভিত্তিক কাজে আয় বাড়বে।

**কুম্ভঃ** কুম্ভ রাশির প্রিয়জনদের সঙ্গে গভীর কথোপকথন করতে সক্ষম হবেন, যা পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত করবে। কাজের যোগ হবে।

**মীনঃ**ধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওযার মাধ্যমে আপনি হালকা মাথাব্যাথা অনুভব করেন। তবে,

## আবহাওয়া

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে মোটের ওপর এখন আবহাওয়া থাকবে শুস্ক। তবে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে।সেই মতো মঙ্গলবার সকালে পারদ সামান্য নেমেছে। মৃদু ঠান্ডাও অনুভূত হয়েছে। এদিন ভোরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি কম। যদিও উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিনে তাপমাত্রার আর খুব বেশি হেরফের হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের উপর। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ফলে ৫ তারিখ পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

# নারীর স্বাস্থ্যের জন্য সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত বীমা কোম্পানি, এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, একটি অগ্রণী উদ্যোগে, GUINNESS WORLD RECORDSএ স্থাপন করে বিশ্বব্যাপী স্তন স্বাস্থ্যকে 'প্রতিটি পরিবারের বসার ঘরে আলোচনার বিষয়'. করে তোলার বার্তাটি আরও জোরদার করেছে। রেকর্ড ১,১৯১টি 'হাগ অফ লাইফ' গরম জলের ব্যাগ ব্যবহার করে থ্যাঙ্কস-এ-ডট সহ স্তন স্ব-পরীক্ষা করুন বার্তাটি উচ্চারণ করে বৃহত্তম মোজাইক তৈরি করা হয়েছে, এই প্রচেষ্টা কেবল প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং স্ব-যত্নের গুরুত্বকেই জোরদার করে না বরং ভারতে স্বাভাবিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্ম দেয়।এই রেকর্ড-স্থাপনকারী অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করতে উল্লেখযোগ্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এমডি ও সিইও শ্রী অমিত ঝিঙরান, ভারতীয় অভিনেত্রী এবং স্তন ক্যান্সার থেকে জীবন ফিরে পাওয়া শ্রীমতি মহিমা চৌধুরী এসবিআই লাইফের কর্পোরেট কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিএসআর-এর ব্র্যান্ড প্রধান শ্রী রবীন্দ্র শর্মা GUINNESS WORLD RECORDSএ -এর অফিসিয়াল অ্যাডজুডিকেটর শ্রী স্বপ্নিল ডাঙ্গারিকার এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সার, যা প্রায় ৪ জনের মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ অনুসারে, ভারতে ৬০ এরও বেশি স্তন ক্যান্সারের ঘটনা উন্নত পর্যায়ে ধরা পড়ে, যখন চিকিৎসার বিকল্পগুলি সীমিত থাকে এবং বেঁচে থাকার হার কমে যায়। তবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ৯০ পর্যন্ত স্তন ক্যান্সারের ঘটনা নিরাময়যোগ্য। সাংস্কৃতিক দ্বিধা, কলঙ্ক এবং ব্যক্তিগত যত্নের চেয়ে পারিবারিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে প্রায়শই মহিলারা তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন না। এসবিআই লাইফের থ্যাঙ্কস-এ-ডট উদ্যোগ, যা ২০১৯ সালে চালু হয়েছিল, এর লক্ষ্য হল মহিলাদের স্তন স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোলামেলা কথা বলতে উৎসাহিত করে, আত্ম-পরীক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের একটি নিয়মিত এবং সহজলভ্য অংশ করে তোলার মাধ্যমে এই বাধাগুলি ভেঙে ফেলা। ২০২৩ সালে, এসবিআই লাইফ 'হাগ অফ লাইফ' হট ওয়াটার ব্যাগ চালু করে, যা বিশ্বের প্রথম ত্রিমাত্রিক লাম্প যুক্ত ব্যাগ।

যা মহিলাদের নিরাপদে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে স্ব-স্তন পরীক্ষা অনুশীলন করতে সাহায্য করার জন্য একটি স্পর্শকাতর শিক্ষা সহায়তা হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। রেকর্ড-ব্রেকিং মোজাইক কর্মচারী, অংশীদার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রিত করে, একটি দৈনন্দিন জিনিসকে সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী প্রতীকে রূপান্তরিত করে।

# শ্রীরামপুর রাধাবল্লব জি-এর মন্দিরে রাস উৎসব পালন

পুলক চক্রবর্তী ,শ্রীরামপুর, ৭ নভেম্বরঃ রাস উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামপুর রাধাবল্লভ জীর মন্দিরে পালিত হলো বিপুল সমারোহে রাস উৎসব । চারদিন ব্যাপী চলে এই রাস উৎসব। উক্ত দিবসে রাধাবল্লভ জি কে পালকি করে সাজিয়ে তুলসী চন্দনে চর্চিত করে বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করা হয় ড এই আরম্ভরপূর্ণ রাসযাত্রার উদ্বোধন পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সাংসদ শ্রীযুক্ত কল্যাণ ব্যানার্জি মহাশয় এছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে উপস্থিত ছিল মাননীয় বিধায়ক ডক্টর সুদীপ্ত রায় মহাশয় মাননীয়, কৃষিবপন মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না, বৈদ্যবাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান মাননীয় পিন্টু মাহাতো মহাশয় এবং চাপদানি বিধায়ক শ্রী অরিন্দম গুইন মহাশয় ড সক্রিয়ভাবে মন্দিরের রাস উৎসব পরিচালনা করেন মাননীয় প্রদোষ চক্রবর্তী মহাশয় যিনি এই রাধাবল্লব জির মন্দির এর প্রেসিডেন্ট পদে আসীন আছে , এছাড়া রাধাবল্লভ যে মনিন্দরের কমিটির সেক্রেটারি অরুণ মুখার্জি এবং পার্থসারথি ব্যানার্জি মহাশয় উক্ত দিবস গুলিতে মন্দিরে বিভিন্ন ভক্তিমূলক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে গর্ভ গৃহ পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়, আলোক মন্ডিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। জানা যায় এই মন্দিরের বহু অলৌকিক কাহিনী, এবং মূর্তির জাগ্রত রূপের ও স্বপ্নাদেশের গল্প। এই মনিন্দরের বিগ্রহ এবং ভক্ত সমাবেশের মুখ থেকে জানা যায় রাধাবল্লভ জি কে মন প্রাণ দিয়ে ডাকলে তিনি কাউকে খালি হাতে ফেরান না, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই দিনগুলিতে বিকেল পাঁচটা থেকে রাধাবল্লব জি এর চরণ স্পর্শ করতে পারেন ভক্তবৃন্দ। দলে দলে ভক্তবৃন্দ এবং দর্শনার্থীবৃন্দ তাদের মনোবাঞ্চার পূজা নিয়ে উপস্থিত হয় মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ড সামগ্রিকভাবে এই রাস উৎসব সমগ্র হুগলি জেলার তথা শ্রীরামপুর এলাকাবাসীর কাছে এক হৃদয় স্পর্শ কারী এবং মনুমাঞ্ছাপূর্ণকরণ এক উৎসব । এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল যথেষ্ট অখন্ড এবং ৬০০ বছরের পুরনো এই মন্দির এবং এই মনিন্দরের রাধাবল্লব জি বিগ্রহ যথেষ্ট জাগ্রত বলেন মাননীয় সম্পাদ ক এবং প্রেসিডেন্ট এবং অরুণ মুখার্জি এবং পার্থসারথি ব্যানার্জি মহাশয় । মন্রিরের ইতিহাস খতিযে. দেখলে জানা যায যে ভক্ত তার মনোমান্থা নিয়ে এই মন্দিরে এসেছেন এবং রাধাবল্লব জিকে তা জানিয়েছেন। রাধাবল্লব জি তাদের মনস্কামনা এবং মনষ্কমনা পূর্ণ করেছেন রাস উৎসব ড সামগ্রিক দৃষ্টিতে শ্রীরামপুর রাধাবল্লব জি মন্দিরের এই রাস উৎসব মন মাতানো ছিল এই শ্রীরামপুর তথা সমগ্র হুগলী জেলার মানুষদের কাছে । বহুদূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ এবং দর্শনার্থীরা রাধাবল্লব জির পূজার উদ্দেশ্যে এবং রাস উৎসব উপলক্ষে উপস্থিত হন মন্দির প্রাঙ্গনে সামিল হন রাস উৎসবে যা এক নজর করা দৃষ্টান্ত রেখেছে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর পৌর প্রধান মাননীয়. গিরিধারী সাহা মহাশয় যা সমগ্র এলাকাবাসীর কাছে এটি একটি আনন্দমুখর ও রঙিন রাস উসব হিসাবে পরিগণিত হযেছে। মন্দিরের প্রেসিডেন্টট, প্রদোষ চক্রবর্তী জানান আমাদের এই উসব চিরাচরিতভাবে চলে এসেছে এবং আগামীদিনেও তা অব্যাহত থাকবে জন মানুষ কল্যাণ স্বার্থে। মানুষ তাদের মনোমান্থা নিয়ে এই মন্দিরে চিরাচরিত ভাবে এসে চলেছেন এবং আগামী দিনেও তারা একইভাবে এই মন্দিরে আসবেন তাদের মনষ্কামনা পূর্ণ করার জন্য এবং ভোগ গ্রহণ করবেন যা ৩-৪ দিনব্যাপী চলে আসছে আগামী ৮ ই নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে। তাই আমার বার্তা সকলের কাছে যে এই মন্দিরে রাধা বল্লভ জি যথেষ্ট জাগ্রত তার উদ্দেশ্যে মানুষের সমাবেশ আরো ঘটুক মানুষের কল্যাণ ঘটুক এবং মানুষ এখানে সন্তান হিসেবে আনঃদর সাথে উৎসব এ উপস্থিত হয়ে ও ভোগ গ্রহণ করবেন।

# রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেপ্তার হলেন কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। ধৃত পার্থ চোঙদার, কলকাতা পুরসভার প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে কর্মরত। ধৃতের বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগ রয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

ধৃত পার্থর আয় এবং সম্পত্তির হিসাবে বিস্তর গরমিল। জানা গিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালে তাঁর আয়ের তুলনায় সম্পত্তি পাঁচ কোটি টাকারও বেশি পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, চার বছরে পার্থ বেতন পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ টাকা। অথচ নামে বেনামে তিনি ৬ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক। একাধিক ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে তাঁর। নিউটাউনের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে ২৮ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কে কোথাও ১০ লক্ষ, কোথাও ২০ লক্ষ, আবার কোথাও ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন পার্থ। ধৃতের শ্বশুরবাড়ি মালদহে। শ্বশুর-শাশুড়ি নথি ব্যবহার করেও নাকি কলকাতার একাধিক ব্যাঙ্কে প্রায় ৫-৬টি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। সেখানে কমপক্ষে কোটি টাকা রাখা রয়েছে। কলকাতা-সহ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ৬টি ফ্ল্যাট। বোলপুরে ৩৬ লক্ষ টাকার বাংলো রয়েছে পার্থর। পার্থর স্ত্রী নামে রিয়েল এস্টেট সংস্থাও রয়েছে। পার্থর ব্যাঙ্কের লকারে ৭৩৪.৮৫ গ্রাম সোনা রয়েছে। জীবনবিমাও রয়েছে পার্থর। একাধিকবার বিদেশযাত্রাও করেছেন তিনি।

ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির উৎস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে গত ২০২৩ সালে পুরসভার আধিকারিকের বাড়িতে হানা দেন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। প্রায় দু'বছর ধরে তদন্ত চলার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। কীভাবে তাঁর কাছে বিপুল টাকা এল, পার্থ কোনও অসামাজিক কাজ কিংবা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা - তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের। কোনও পুরকর্মী অন্যায় করলে রেয়াত করা হবে না, সেকথা আগেই জানিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেকথা মাথায় রেখে পার্থ চোঙদারের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

# জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করা নিয়ে বিতর্ক ডানকুনিতে

নিজস্ সংবাদদাতা, ডানকুনি ৭ নভেম্বর ঃ ডানকুনি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনী এলাকার ২২৪ নং বুথের বাসিঃদা ছায়া ঘোষ জীবত এবং বর্তমানে তাঁর বয়স ৮৪। জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করা নিয়ে বিতর্ক ডানকুনিতে। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকলেও, ২০২৫ এর ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট করা হয়েছে জীবিত ভোটারের নাম। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ' করা হয়েছে ছায়া ঘোষের নাম। কেন কীভাবে নির্বাচন কমিশন জীবিত ভোটারের নাম ডিলিট করেছে, তা নিয়ে ধন্দে বিএলও থেকে রাজনৈতিক দলের বিএলএ-রাও। বিএলএ বলেন, ২২৪ নম্বর বুথের সিরিয়াল নম্বর ৪৬। ছায়া ঘোষ জীবিত। কিন্তু ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায়, তাঁর নাম দেখাচ্ছে ডিলিটেড। কীভাবে সম্ভব? এটা তো নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত ছিল। আমরা বাড়িতে ঢুকে তাঁর ছবিও তুলেছি। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি। নিশ্চয়ই কমিশনের দৃষ্টিতে আনা হবে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, পঁচিশের ভোটার লিস্ট তৈরি করেছে রাজ্যের নির্বাচন কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এর দায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে তৃণমূল, এটা প্রমাণিত। তৃণমূল নেতা কবিরুল আলম বলেন, এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল।

# বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করলেন বিএলও

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ নভেম্বর ঃ 'মন্দিরে বসে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করা হচ্ছে', বিজেপির এমন অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করলেন বিএলও। বিজেপির আরও অভিযোগ, এই কাজে বিএলও'কে সহযোগিতা করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা। সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের থানামাকুয়াতে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও ওই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ জানান বিজেপি কর্মীরা। পঞ্চায়েত সদস্যার সাথে এই নিয়ে বচসাও শুরু হয়। বিজেপি'র অভিযোগ, মন্দির থেকে ফর্ম বিলি হচ্ছিল। বাড়ি বাড়ি ফর্ম দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। নির্বাচন কমিশনেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। এদিকে, বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে পঞ্চায়েত সদস্যা জানান, এখানে তাঁরা কোনও রাজনীতি করতে আসেননি। এই বুথে বারশো ভোটার আছে।

# ধনিয়াখালির বিধায়ক বলেন, চুঁচুড়ার ভোটারদের নাম বাদ দিতে চায়

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ নভেম্বর ঃ তৃণমূলের নেতারা বারেবারে হুমকি দিচ্ছেন, বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। আর সেই তালিকাতেই এবার নাম লেখালেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। তিনি বলেন, বিজেপির যারা চুঁচুড়ার ভোটারদের নাম বাদ দিতে চায়, তাঁদের দেখলেই গাছে বেঁধে রাখবেন। কোনও ছাড় নেই। বাংলায় এসআইআর চালু হতেই ময়দানে নেমেছে তৃণমূল-বিজেপি দুই পক্ষই। এসআইআর-এর পক্ষে যখন বিজেপি নেমে পড়েছে। চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে চুঁচুড়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদী জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ধনিয়াখালির বিধায়ক বলেন, আমি চুঁচুড়ার প্রত্যেকটা নেতৃত্বকে বলব টাউন ব্লক থেকে বিজেপিকে দেখলেই যারা এই বাংলার যারা চুঁচুড়ার ভোটারদের নাম বাদ দিতে চায়, জনগনের নাম বাদ দিতে চায়, সেই নেতাদের দেখলেই গাছে বেঁধে রাখবেন, কোনও ছাড় নেই। এ প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, ধনিয়াখালির বিধায়ক বিজেপি নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিচ্ছেন। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে কি তারা চুরি করে ফেলেছে নাকি? পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সেখানে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের যত অসুবিধে হচ্ছে। খানাকুলে দেখলাম তৃণমূলের লোকেরা দলীয় পতাকা নিয়ে বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে যাচ্ছে। অথচ বিজেপির লোকেরা বিএলএ ২ লোকেরা বিএলও এর সাথে যখন যাচ্ছে তাদের হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মানে কি পশ্চিমবঙ্গে শুধু টিএমসি একাই শাসন করবে। বাকি কাউকে কাজ করতে দেবে না? পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে এইভাবে হত্যা করবে।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের ফল বিতরণ করলেন কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু রাম পাখিরা।

gtt DATA Shaping Dual Intelligence

**GTT DATA SOLUTIONS LIMITED**
(Formerly known as Cinerad Communications Limited)

**CIN: L62099WB1986PLC218825**

নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
যোগাযোগঃ +৯১ ৭৭১৯৯ ১৩৩৫১ । ইমেলঃ compliance@gttdata.ai । ওয়েবসাইটঃ www.gttdata.ai

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

| বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৯ মাস শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৯ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১.রাজস্ব থেকে আয় | ৩,৬৭৬.৯৩ | ২,৫৪৩.৫৩ | ৩৫৩.৬২ | ৬,২২০.৪৬ | ৬৫৮.৫৫ | ১,৬১২.৮৪ |
| ২.লাভ/ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে | (৫৮.৬৩) | (৩৮৫.৭৪) | (৪৮.২১) | (৪৪৪.৩৭) | (১৫৫.১৭) | (৬৮০.২৯) |
| ৩. করের আগে লাভ / (ক্ষতি) | (৫৮.৬৩) | (৩৮৫.৭৪) | (৪৮.২১) | (৪৪৪.৩৭) | (১৫৫.১৭) | (৬৮০.২৯) |
| ৪. করের পরে লাভ / (ক্ষতি) | (১০৯.৩৪) | (৪১১.১৩) | (৬৬.৬৬) | (৫২০.৪৮) | (১৮৮.৩০) | (৭০৬.১১) |
| ৫. কোম্পানির মালিকদের করের পরে লাভ / (ক্ষতি) | (১১৬.০৪) | (৪৫১.৭০) | (৮৮.৮৬) | (৫৬৭.৭৪) | (১৯৫.৬০) | (৭৪৮.৮৬) |
| ৬. এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় | (১৪৮.৬২) | (৪১১.১৩) | (৬৬.৬৬) | (৫৫৯.৭৫) | (১৮৮.৩০) | (৭১৯.৪০) |
| ৭. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ( প্রতিটি ১০ টাকা) | ৪,১৭৭.৬৯ | ৪,১৪২.৪২ | ১,৯১৬.১৯ | ৪,১৭৭.৬৯ | ১,৯১৬.১৯ | ২,৩৯৫.২৪ |
| ৮. মোট সংরক্ষণ | | | | | | ২,৭৭৯.৫৫ |
| ৯. প্রতি ইকুইটি শেয়ার আয় ভিত্তি মূল | (০.৩৬) | (০.৯৮) | (০.৩৫) | (১.৩৪) | (০.৯৮) | (৩.৬২) |
| মিশ্র | (০.৩৬) | (০.৯৮) | (০.৩৫) | (১.৩৪) | (০.৯৮) | (৩.৯১) |

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

| বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৯ মাস শেষে ৩০.৯.২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৯ মাস শেষে ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৫ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১.রাজস্ব থেকে আয় | ৩৯০.৮৬ | ৪৭.৫৬ | ৬.৫৩ | ৪৩৮.৪৩ | ৯.২৩ | ৪৩৭.৯৮ |
| ২.লাভ/ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে | (২০৯.০৪) | (৪১১.১১) | (১২৯.০২) | (৬২০.১৬) | (২০৯.৬৪) | (৮৬৮.১৫) |
| ৩. করের আগে লাভ / (ক্ষতি) | (২০৯.০৪) | (৪১১.১১) | (১২৯.০২) | (৬২০.১৬) | (২০৯.৬৪) | (৮৬৮.১৫) |
| ৪. করের পরে লাভ / (ক্ষতি) | (২০৯.০৪) | (৪১১.১১) | (১২৯.০২) | (৬২০.১৬) | (২০৯.৭০) | (৮৬৮.২২) |
| ৫. কোম্পানির মালিকদের করের পরে লাভ / (ক্ষতি) | (২১৫.০১) | (৪১১.১১) | (১২৯.০২) | (৬২৬.১২) | (২০৯.৭০) | (৮৭৪.৬৯) |

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। বিস্তারিত ফর্ম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল, BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai-তে পাওয়া যাবে।
২. অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

তারিখঃ ০৬-১১-২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তাদের পক্ষে
সদস্য-পঙ্কজ রমেশ সামানি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN:06799990

০৭.১১.২০২৫ তারিখে জাতীয় সঙ্গীতের ১৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে বন্দে মাতরম গানের একটি গণসংগীত আয়োজন করা হয়েছে।

# জয়নগরে তৃনমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,,৭ নভেম্বর ঃ জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।তবে এই খুনের ঘটনায় বিজেপির যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছে শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। যদিও এই অভিযোগ উ।য়ে দিয়েছেন বিজেপি।ভর সন্ধ্যায় কুপিয়ে খুন করা হয়েছে এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতি বার সন্ধ্যায় এই খুনের ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের মহিষমারির গুমুবে।য়া এলাকায়। মৃতের নাম জয়ন্ত মণ্ডল (৪১)।তিনি জয়নগর থানার গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা।তবে তিনি বর্তমানে জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়নগর এলাকায় থাকতেন।স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দাবি, বিরোধী বিজেপিরা পরিকল্পনা করে এই খুন করেছে।মৃতের আত্মীয় তথা বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত মণ্ডলের অভিযোগ, এই খুনের সঙ্গে বিজেপির লোকজন জ।তি আছে।তবে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্করের দাবি, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের কারণেই জয়ন্ত মণ্ডল খুন হয়েছে।

# ১৬ লক্ষ সুবিধাভোগী কে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা,,৭ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আগামী মাস থেকে দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়াও আরও প্রায় ১৬ লক্ষ সুবিধাভোগী কে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ডিসেম্বরে প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা হাতে পাওয়ার পরে রাজ্যে প্রায় তিরিশ হাজার উপভোক্তা নিয়ে মেনে বাড়ির লিংটন পর্যন্ত কাজ না করায় তাদের দ্বিতীয় কিস্তির বাকি ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে না বলে পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে এই প্রকল্পে নথিভুক্ত আরও নতুন ষোলো লক্ষ পরিবারকে আগামী মাস থেকে প্রথম কিস্তির ষাট হাজার টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

**CORRIGENDUM**

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-74/2025-26 (SL-1 to 7) Tender Id is- 2025_MAD_926420_1, 2025_MAD_926420_2, 2025_MAD_926420_3, 2025_MAD_926420_4, 2025_MAD_926420_5, 2025_MAD_926420_6 & 2025_MAD_926420_7** Bid Submission closing date (Online)- **28/11/2025 instated of 06/11/2025** and Bid Submission opening date (Online)- **01/12/2025 instated of 10/11/2025** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

**Sd/- Chairperson**
**Dankuni Municipality**

**Hooghly-Chinsurah Municipality**
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

**Corrigendum Notice**
**E-Tender**
**E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT13/10e/25**
**Tender ID: 2025_MAD_923961_1to6**
**Extension of Bid Submission time for the work**

Regarding above mentioned tender Bid submission closing date has been extended to **24/11/2025 instead of 01/11/2025** and Bid opening date for Technical proposals (Online) has been extended to **26/11/2025 instead of 03/11/2025** due to the unavoidable circumstances and all terms & conditions are remained unaltered.

**Sd/- Chairman/Executive Officer**
**Hooghly Chinsurah Municipality**

# KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

The **Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-

**1. NIT No. : KMC/DCE_PS/XVI/124/2/25-26 (1st Call)** Name of work : **Renovation of Mitali Chakra Park on D.H. Road in Ward No.124.** Estimated Cost : **Rs.4,86,033.34.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.**

**2. NIT No. : KMC/DCE_PS/XVI/123/1/25-26 (1st Call)** Name of work : **Beautification & Ancillary Work of Gupta Sishu Uddyan at M.L. Gupta Road in Ward No.123, Br-XVI.** Estimated Cost : **Rs.4,86,782.26.** Earnest Money : **Rs.9,800.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 & 2).** Last date and time of submission of bid : **27.11.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

**3. NIT No. : KMC/DYCE(PS)/VII/57/17/25-26 (1st Call)** Name of work : **Painting to wall & grill along Canal South Road from 29, Canal South Road to Rail Bridge in Ward No.57, Br-VII.** Estimated Cost : **Rs.3,49,222.20.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **30 Days** . Last date and time of submission of bid : **27.11.2025 - 1 p.m.** Date of opening tender : **29.11.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **08.11.2025 - 10 a.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

**1. NIT No. : KMC/IX/078/068/2025-2026** Name of work : **Improvement of Asphaltum Road surface from 4/3 to 4/3/H/9 B.K. Road and I.P. Footpath with relaying of Kerb and Channel Stone in Ward No.78.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.2,99,767.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

**2. NIT No. : KMC/IX/078/078/2025-2026** Name of work : **Improvement of sewerage system with Ancillary Work at 2/4B, Shah Aman Lane; 17A/H/7, 35A, Mominpore Road and etc. in Ward No.78.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,99,884.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **24.11.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **26.11.2025 - 12 noon (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **07.11.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

**3. NIT No. : KMC/IX/075/029/2025-2026 (2nd Call)** Name of work : **Repairing of latrine at 2/10, 3, 4, Nitya Ghosh Street, 14/1E, 19H/5 Kabitirtha Sarani, 2/H/2, Shew Prosad Road etc. in Ward No.75.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,99,868.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**4. NIT No. : KMC/IX/076/061/2025-2026/APAS** Name of work : **Development of footpath by laying paver block at 21B, Ramanath paul Road and its surrounding ares in Ward No. 076. (APAS/01/158/239/0002).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,98,873.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**5. NIT No. : KMC/IX/080/045/2025-2026/APAS (2nd Call)** Name of work : **Development of drainage system at 01, Taratala Kopt Colony near Bl.No.02 in Ward No.80 (APAS/01/158/113/0011).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.1,49,930.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date and time of submission of bid : **26.11.2025 - 12 noon (for Sl.No. 3 to 5).** Tender will be opened on **28.11.2025 - 12 noon (for Sl.No.3 to 5).**

**6. NIT No. : KMC/IX/079/081/2025-2026/APAS** Name of work : **Enlargement of sewer line and other ancillary works at 37, D.H. Road Mahadevtala Uttaran and surrounding areas in Ward No.79. (APAS/01/158/153/0002).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,98,748.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

**7. NIT No. : KMC/IX/079/079/2025-2026/APAS** Name of work : **Renovation of footpath by paverblock at 37, D.H. Road near Mahadevtala and surrounding areas in Ward No.079. (APAS/01/158/152/0002).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,99,117.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **40 Days.**

**8. NIT No. : KMC/IX/080/056/2025-2026/APAS** Name of work : **Development of I.P.S. passage at 01, Taratala Kopt Colony near Bl.No.42, 45 & 61 in Ward No.80. (APAS/01/158/117/0009).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,99,653.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**9. NIT No. : KMC/IX/079/078/2025-2026/APAS** Name of work : **Renovation of passage by concrete at 37, D.H. Road near Mahadevtala and surrounding areas in Ward No.79.(APAS/01/158/152/0001).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,98,945.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

**10. NIT No. : KMC/IX/080/059/2025-2026/APAS** Name of work : **Development of drainage system at 01, Taratala Kopt Colony near Bl.No. 39 in Ward No.80. (APAS/01/158/117/0001).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,49,707.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**11. NIT No. : KMC/IX/080/050/2025-2026/APAS** Name of work : **Improvement of drainage system at 01 & 03, Brace Bridge Uttaran in Ward No.80. (APAS/01/158/112/0021).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,99,445.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**12. NIT No. : KMC/IX/076/060/2025-2026/APAS** Name of work : **Development of footpath by laying paver block at 2, Ramanath Paul Road and its surrounding areas in ward No.076. (APAS/01/158/239/0001).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,98,589.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

**13. NIT No. : KMC/IX/080/058/2025-2026/APAS** Name of work : **Development of drainage system at 01, Taratala Kopt Colony near BL.No. 37 in Ward No.80. (APAS/01/158/116/0001).** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,99,859.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **27.11.2025 - 12 noon (for Sl.No.6 to 13).** Tender will be opened on : **29.11.2025 - 12 noon (for Sl.No.6 to 13).** The bid forms and other details are available on and from **11.11.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.3 to 13).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 13).**

**Corrigendum**

(1) NIT No. KMC/ROADS/2025-2026/563 (1st Call) (2) NIT No. KMC/ROADS/2025-2026/564 (1st Call) published in this Newspaper on 04/11/2025 (Key No.1305/25-26) of Roads Department (Sl.No.1 & 2). Last date and time submission of bid extended upto **29/11/2025 at 12 noon** instead of 18/11/2025 at 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).

1338 / 25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৩৩, সংখ্যা, শনিবার ২১ কার্তিক ১৪৩২

## 'পথের পাঁচালী'র লেখক

অনেক পুরোনো দিনের কথা। বিএ পাশ করে হরিণাভির একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন এক তরুণ। একদিন ক্লাসের ফাঁকে স্টাফরুমে বসে আছেন, হঠাৎ একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে বলল, চলুন, আমরা দু'জনে মিলে একটা বই লিখি। সেই তরুণ শিক্ষক মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন বই তো দূর অস্ত, কোনও দিন কোনও গল্প, প্রবন্ধ লেখার কথাও তার মাথায় আসেনি। এই ভেবে ওই অল্পবয়সি ছেলেটিকে বারণ করে দিলেন তিনি। সেই ছেলেটিও ছাড়ার পাত্র নয়। পরের দিন স্কুলে পৌঁছে সেই শিক্ষক দেখেন, যেখানে-সেখানে সাঁটা বিজ্ঞাপন। 'শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে...শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে উপন্যাস।' সেই শিক্ষকের বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কাজ! মনে মনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। একবার হাতে পেলে হয় সেই ছেলেকে। অন্যদিকে সহকর্মীদেরও চোখে পড়ল সেই বিজ্ঞাপন। অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঃ, মশাই! আপনি তো বেশ গোপন রসিক দেখছি। তা কবে বেরোচ্ছে উপন্যাস? কিছুক্ষণ পরেই সেই শিক্ষকের সাথে হঠাৎ দেখা সেই ছেলেটির। ছেলেটাকে কার্যত কলার চেপে বলেছিলেন, তুমি এসব এইসব রসিকতার মানে কি? কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেয় সে এ সব করল! তাতে ছেলেটি একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলেছিল, ভেবেছিলাম দু'জনে মিলে লিখে ফেলব, আর উপন্যাসের নামও ঠিক করে ফেলেছি, 'চঞ্চলা'। তার এই ভাবলেশহীন উত্তরে আর কিছু বলতে পারেননি শিক্ষক মশাই। এদিকে রোজই রাস্তায়, বাজারে, স্কুলে, সকলের একই প্রশ্ন; কবে বেরোচ্ছে উপন্যাস? কাউকে বলতে পারছেন না যে উপন্যাস তো দূর অস্ত, এমনকী তিনি যে আদৌ লেখক নন, বিজ্ঞাপনটা পুরো মিথ্যে। একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল শিক্ষকের। রাতে রাগের চোটে কাগজ-কলম নিয়ে বসে একটি ছোট গল্প লিখলেন। পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকায়। পত্রিকার নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গে একটি ঠিকানা লেখা খাম স্ট্যাম্প সেঁটে পাঠালেন। তিন দিন পর থেকে অপেক্ষা। দুরু দুরু বুকে স্কুলে বসে ভাবছেন এই বুঝি খাম ভর্তি অমনোনীত গল্প ফেরত এল। প্রায় সপ্তাহ তিনেক পর সেই খাম এল। দেখামাত্র তিনি খামটা পকেটে চালান করে দিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে খুললেন সেই খাম। পেলেন একটি চিঠি। সম্পাদক মশাই লিখেছেন, আপনার রচনা মনোনীত হয়েছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ১৩২৮, মাঘ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই গল্প। সেটা তাঁর প্রথম গল্প। নাম 'উপেক্ষিতা'। এই গল্পটি সেই বছর শ্রেষ্ঠ গল্পের পুরস্কারও ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষক তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, ছেলেটি (সেই ছেলেটির আসল নাম ছিল যতীন্দ্রমোহন রায়) বোধহয় ঈশ্বরের দূত হয়ে সে দিন তার কাছে এসেছিল। ওই বিজ্ঞাপন কাণ্ডটি না ঘটলে তিনি কোনও দিন লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন না। সেই শিক্ষক পরবর্তীতে লিখেছিলেন, পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, অশনি সংকেত, চাঁদের পাহাড়, সুন্দরবনে সাতবছর, মেঘমল্লার প্রভৃতি বিভিন্ন কালজয়ী গ্রন্থ। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

## বাংলাভাষী মুসলিম লেখক

মেধা, শ্রম, ঐকান্তিকতা, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে যিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অজানা অথচ অপরিহার্য ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তিনি মনীষী মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মচেতনা বৃদ্ধি, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগসৃজন, দেশের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধিতে, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা জাগানোর ক্ষেত্রে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। 'ইসলামাবাদ' ও 'আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' তাঁর দুইখানি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। তাঁর সংগৃহীত বিপুল পুঁথি সম্পদের মুসলিম পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং হিন্দু পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করে গেছেন। ৩০ সেপ্টেম্বর মহান মনীষী মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ৬০তম মৃত্যু বার্ষিকী। ১৯৫৩-সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুদিনে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। সাহিত্য বিশারদ মুন্সি আবদুল করিম ১৮৬৯, মতান্তরে ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর পটিয়া মহকুমার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মুনশী নুরউদ্দীন। তার মাতা মিস্রীজান প্রখ্যাত পাঠান তরফদার দৌলত হামজা বংশের মেয়ে ছিলেন। জন্মের কয়েক মাস আগে পিতার মৃত্যু এবং ১৭ বছর বয়সে মাতৃহীন আবদুল করিম দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির স্নেহছায়ায় এন্ট্রান্স পাস করেন এবং সচেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বাড়ির দহলিজেই। সেখানেই তিনি আরবি-ফারসি ও বাংলায় পড়া শুরু করেন। অতঃপর তিনি সুচক্রদণ্ডী মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এক বছর পড়াশোনা করে তিনি পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য যে, এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তার দ্বিতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং সঙ্গত কারণেই উনিশ শতকে এন্ট্রান্স পাস করতে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানেও পারদর্শী হতে হতো। চট্টগ্রাম কলেজে দু'বছর এফএ পড়ার পর ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক সম্পন্ন পরিবারের মতো তাদের পরিবারেও অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অনিবার্য করে তোলে। এর সঙ্গে যোগ হয় শারীরিক অসুস্থতা। পরীক্ষার আগে তিনি টাইফয়েড এ আক্রান্ত হন। ফলে তার আর এফএ পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এখানেই তার উচ্চ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

## নিবেদিতা দর্শন

নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

# বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতকে স্বদেশি মন্ত্র বলে গ্রহণ করেন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

১৯৫০ সালে গণপরিষদ 'বন্দে মাতরম্' ভারতের জাতীয় স্তোত্র হিসেবে গ্রহণ করে। 'বন্দে মাতরম্' প্রথমে গান হিসেবে লেখা হয়েছিল, পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটিকে তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেন (১৮৮২ সালে প্রকাশিত)। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম

এই গানটি গেয়েছিলেন। রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'-কে প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯০৫ সালের ০৭ অগাস্ট। এই বছর ৭ নভেম্বর ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম্' - এর ১৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এর অর্থ 'মা তোমাকে বন্দনা করি'। কালজয়ী এই রচনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের জাতীয় পরিচয় ও সম্মিলিত চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে এই গান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এই গান ১৮৭৫ সালের ০৭ নভেম্বর সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিরকালীন উপন্যাস আনন্দমঠ, এই গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এই গানে প্রথম সুর সংযোজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথঠাকুর। এটি দেশের সভ্যতা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জাগ্রত চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 'বন্দে মাতরম্' সমস্ত ভারতীয়র মধ্যে ঐক্য, ত্যাগ ও সমর্পণের যে চিরকালীন বার্তা ছড়িয়ে দেয়, এই উদযাপন তা আবারও পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ 'বন্দে মাতরম্' - এর গুরুত্ব জানতে হলে এর ঐতিহাসিক উৎপত্তি এবং যেভাবে এই গান সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'কে সংযুক্ত করেছে, তা বোঝা দরকার। এই গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। এর ৩২ বছর আগে ১৯০৭ সালের ১৬ এপ্রিল শ্রী অরবিন্দ'বন্দে মাতরম্' নামে একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে 'বন্দে মাতরম্ধ্ব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময়ে খুব অল্প মানুষই এই শব্দটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থাকা বাংলার মানুষ সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে এক সময়ে এই শব্দটিকেই আঁকড়ে ধরেন। উপন্যাসে গানটি প্রকাশের আগে আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বন্দে মাতরম্' গানটি উপন্যাসের প্রথম কিস্তিতেই ১৮৮১ সালের মার্চ, এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে বার্লিনের স্টুটগার্টে মাদাম ভিকাজি কামা ভারতের বাইরে প্রথম ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। সেই পতাকায় 'বন্দে মাতরম্' লেখা ছিল। আনন্দমঠ এবং দেশপ্রেমের ধর্ম ঃ আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল গল্পটি একদল সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে। তাঁদের সন্তান বলা হ'ত। তাঁরা তাঁদের জীবন মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা মাতৃভূমিকে দেবী হিসেবে পুজো করতেন। আনন্দমঠে এই সন্তানদের মুখে 'বন্দে মাতরম' গানটি রয়েছে। এটি দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এবং এটিই ছিল আনন্দমঠের মূল ভাবনা।

তাঁরা মাতৃভূমির দেবীমূর্তির তিনটি ছবি রেখেছিলেন। একটি ছবি অতীতের, যাতে মা'কে রাজকীয় বিভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটি বর্তমানের, যাতে মায়ের মূর্তি ভগ্নপ্রায় ও ধূলিধূসর এবং আরেকটি ছবি ভবিষ্যতের, যাতে মা হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছেন। শ্রী অরবিন্দের ভাষায় তাঁর দৃষ্টিতে মা দ্বিসপ্তকোটি হাতে খর ইস্পাত ধরেছিলেন, ভিক্ষুকের দানপাত্র নয়। 'বন্দে মাতরম্ধ্ব- এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ , ১৮৯৪) ঊনবিংশ শতকের বাংলার অগ্রগণ্য এক ব্যক্তিত্ব। ঊনিশ শতকের বাংলার বৌদ্ধিক ও সাহিত্য ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর অবদান আধুনিক বাংলা গদ্যের উন্নয়ন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে গভীর ছাপ রেখেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আনন্দমঠ (১৮৮২), দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুন্ডলা (১৮৬৬) এবং দেবী চৌধুরানীর মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদার চেতনায় উদগ্রীব এক ঔপনিবেশিক সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয়তাবাদী চেতনার এক মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির প্রতি সমর্পণ ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর লেখার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তাই নয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছেন। 'বন্দে মাতরম' ,এর মধ্য দিয়ে তিনি মাতৃভূমিকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করার ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছেন সমগ্র দেশের অন্তরে।

'বন্দে মাতরম্' প্রতিরোধের গান ঃ ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর কলকাতায় 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায় গঠিত হয়। এদের লক্ষ্য ছিল ,একটি মিশন এবং আধ্যাত্মিক আবেগের মতো মাতৃভূমির আদর্শের প্রচার। প্রতি রবিবার এই সোসাইটির সদস্যরা 'বন্দে মাতরম্' গান গাইতে গাইতে প্রভাত ফেরি'তে বের করতেন। সাধারণ মানুষ মাতৃভূমির সমর্থনে স্বেচ্ছায় যে অর্থ দিতেন, তাঁরা তা সংগ্রহ করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কখনও কখনও এই প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের ২০ মে তারিখে বরিশালে (বর্তমানে বাংলাদেশে) এক নজিরবিহীন 'বন্দে মাতরম' শোভাযাত্রা বেরোয়। এতে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। তাঁরা 'বন্দে মাতরম' পতাকা নিয়ে শহর পরিক্রমা করেন। ১৯০৬ সালের অগাস্ট মাসে 'বন্দে মাতরম' নামে একটি ইংরাজী দৈনিক প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। পরবর্তী কালে, শ্রী অরবিন্দ যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে এতে যোগ দেন। তীক্ষ্ণ ও যুক্তিনিষ্ঠ সম্পাদকীয়র মাধ্যমে এই সংবাদপত্র ভারতের জাগরণ এবং আত্মনির্ভরতা, ঐক্য ও রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবাহক হয়ে ওঠে। নির্ভীকভাবে জাতীয়তাবাদের প্রচার করে এই সংবাদপত্র তরুণ ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক অধীনতার ঊর্ধ্বে ওঠার শক্তি যোগায়। এটি জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও জনমত সংগঠনের এক প্রধান মঞ্চ হয়ে ওঠে। গান এবং শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরম' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় সচকিত ব্রিটিশ প্রশাসন এর উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে শুরু করে। নবগঠিত পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকার স্কুল-কলেজে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদন বাতিল এবং রাজনৈতিক বিক্ষোভে যোগ দেওয়া পড়ুয়াদের সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলার রঙপুরের একটি স্কুলের ২০০ জন পড়ুয়া 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দেওয়ায় তাদের ৫ টাকা করে জরিমানা করা হয়। ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে ধুলিয়ায় (মহারাষ্ট্র) এক জনসভায় বিপুল জনতা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দেয়। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলক'কে যেদিন বার্মার মান্দালয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয়, সেদিনও 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে পুলিশ বহু মানুষের উপর অত্যাচার চালায়।

জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের রণহুঙ্কার ঃ 'বন্দে মাতরম' গান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই গান শীঘ্রই আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে সারা দেশের জাগ্রত চেতনার মন্ত্রে পরিণত হয়। বাংলার পথ থেকে বম্বের অন্দরে, পাঞ্জাবের সমতলে 'বন্দে মাতরম' - এর প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। ব্রিটিশ প্রশাসন যত বেশি করে এই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার চেষ্টা করে, ততই এর জাতীয়তাবাদী চেতনা ও তাৎপর্য বেড়ে যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি রাজনৈতিক সমাবেশে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় 'বন্দে মাতরম' হয়ে ওঠে ক্রমবর্ধমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' ,এ সুর সংযোজনা করে, তা গেয়ে শোনান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'বন্দে মাতরম্' স্বদেশীদের স্লোগান । আন্দোলনের আগুনঝরা দিনে

# রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠে মলঙ্গা লেনের বিপ্লবীরা

**তরুণ বিশ্বাস, বৈঠকখানা**

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গল্প তো আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু জানেন কি.. এই বাংলার বুকেই ঘটেছিলো সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনা, যা কাঁপিয়ে দিয়েছিলো ব্রিটিশ কম্পানি কেও..! তবে জানুন সেই গল্প। সেদিনটা ছিলো ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল ব্যস্ত কলকাতার ডালহৌসি অফিস পাড়া। গাড়ি-ঘোড়া অবিরাম আওয়াজ , অফিস যাত্রী দের ভীড়, বাতাসে ব্যস্ততার গন্ধ। ফাইলপত্র বগলদাবা করে কাস্টমস হাউসের সামনে হাজির এক বাঙালি বাবু । রডা কোম্পানির বড়বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্র , যিনি পরিচিত ছিলেন হাবু মিত্তির নামে। আর বি রডা হলো সাহেবদের কোম্পানি, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর ব্যবসা। সাহেব কোম্পানিতে চাকরি তাই আদব কায়দাও সাহেবি ছিল ভদ্রলোকের... ধোপদুরস্ত ট্রাউজার হাফসার্ট, চকচকে পাম্প শু, মোচড়ানো গোঁফ । বেশএকটা ভারিক্কি ভাব চেহারায়, দেখলেই ভক্তি হয়। জাহাজে করে মাল এসেছে বিলেত থেকে কোম্পানির নামে, সেটারই ডেলিভারি নিতে তার আগমন । সঙ্গে এসেছে সাতটি গরুর গাড়ি । ছয়টি গাড়ি এসে গেছিল , সাত নম্বর টি আসতে মিনিট পাঁচেক দেরি করে ফেলেছে । বিরক্ত হয়ে হাবু ধমক দিচ্ছেন গাড়োয়ানকে, কেয়ারে বুরবক! জলদি কিউ নেহি আয়া রেখ কাঁচুমাচু গাড়োয়ান মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ২০২ টি কাঠের পেটি গুদাম থেকে খালাস হলো মাল সমেত। ১৯২ পেটি বোঝাই হলো প্রথম ছ টি গাড়িতে আর দেরিতে আসা সপ্তম গাড়িতে বাকি ১০টি তুলিয়ে দিলেন হাবু । সবকটা পেটিতেই কোম্পানি নাম সংক্ষেপে ট্রক্সট্ট ছাপ দেওয়া। লাল বাজার থেকে বড়জোর একশ দেড়শ মিটার দূরত্বে কাস্টম হাউস, সেখান থেকে সাতটি গাড়ি সারি দিয়ে রওনা হল রডা কোম্পানির গুদামের উদ্দেশ্যে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ গাড়ির মাঝামাঝি পায়ে হেঁটে তদারকিতে হাবু। মূল সড়ক দিয়ে ডান দিকে গুদামের রাস্তা ধরল প্রথম ছটি গাড়ি। সপ্তম গাড়িটি সবার চোখ এড়িয়ে সোজা চলল পূব দিকে। ম্যাংগো লেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট , বেন্টিক স্ট্রিট পেরিয়ে চাঁদনী চক এর পাশ দিয়ে ওয়েলিংটনের কাছে মলঙ্গা লেনের দিকে। গাড়োয়ান বাবাজী গরুর লেজ মুড়িয়ে দ্রুত গাড়ি ছোটাচ্ছেন । ছোট ছোট চুল ছাঁটা,হাতের চেটোয় চুনের দাগ গলায় ধুকধুকি। সাজটা জব্বর হয়েছে। নিজের মনেই হাসলেন গাড়োয়ান । আসলে তিনি ছিলেন বিপ্লবী হরিদাস দত্ত, তাঁকে বিহারী গাড়োয়ান সাজিয়েছিলেন প্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা। ইনি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ভারতের সলিসিটর জেনারেল হয়েছিলেন।

গুদামে মাল পৌঁছে হিসাব মিলাতে গিয়ে মাথায় হাত পরল হাবুর। সাত নম্বর গাড়িটা কোথায়? ওটাতেই তো আসল জিনিস ছিল রওনা হওয়ার আগে চালান দেখে মিলিয়ে নিয়েছিলেনখ দশটা পেটি ছিল । নটি পেটিতে ছিল ৪৬০০০ কার্তুজ আর একটায় ৩০০ বোরের ৫০ টি মাউজার পিস্তল। সব লোপাট.সর্বনাশ! তৎক্ষনাৎ বেরিয়ে গেলেন এবং সেই যে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। তিনিই যে নাটের গুরু..! খবরটা প্রথম তিনিই বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে শুরুতে অফিসে খবর এল ২৬শে আগস্ট জাহাজে রডা কোম্পানির বরাত দেওয়া প্রচুর আধুনিক অস্ত্র কলকাতায় প্রবেশ করবে। আমদানির মধ্যে রয়েছে মাউজার পিস্তল ও কার্তুজ। বিপ্লবীদের কাছে সেদিন মাউজার পিস্তল ছিল একটি উৎকৃষ্টতম হাতিয়ার। এর রেঞ্জ ছিল ৫০০ গজ পর্যন্ত। পিস্তল হিসেবে একে যেমন ব্যবহার করা যেত, আবার পিস্তল রাখার জন্য কাঠের যে খোলা আছে সেটি পিস্তলের সঙ্গে জুড়ে নিলে, রাইফেলের মতো কাঁধের উপর রেখে গুলি নিক্ষেপ করা যেত। এই সুযোগ বিপ্লবীরা হাতছাড়া করতে চাইলেন না । সিদ্ধান্ত হল অস্ত্র লুণ্ঠনের । সম্মতি মিলল বিপিন বিহারী ও বাঘা যতীনের। ২৪শে আগস্ট লালবাজারের অদূরেই ছাতাওয়ালা গলিতে এক সভায় মিলিত হলেন বিপ্লবীরা। সেই সময় ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘ এর প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতায় কাজ করছিলেন শ্রীশ পাল এবং হরিদাস দত্ত। এই সেই শ্রীশ যিনি প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করা পুলিশ ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীকে বাড়ির সামনে গুলি করে মেরে ছিলেন। শ্রীশ পালের উপর ন্যস্ত হলো অভিযানের পুরো পরিকল্পনার, কিভাবে অস্ত্র লুট করা হবে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। শুনে বেঁকে বসলেন বৈঠকে উপস্থিত নরেন ভট্টাচার্য, পরবর্তী কালের এম এন রায়। বললেন, এই অভিযান অলীক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তোমরা যা ভালো বোঝো করো, আমি এর মধ্যে নেই বলে বেরিয়ে গেছিলেন। সেদিনের গুপ্ত সভায় হাবুও ছিলেন, আর ছিলেন হরিদাস দত্ত যিনি অভিযানের দিন সেজেছিলেন বিহারী গাড়োয়ান। গাড়ির অদূরে কোমরে পিস্তল নিয়ে হেঁটে ছিলেন শ্রীশ পাল ও খগেন দাসরা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন পরাধীন বাংলার বুকে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনার কথা বললাম। বিপ্লবীদের দ্বারা রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন! ঘটনার প্রকাশ্যে আসে পরে।

# ৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি**

কলকাতা তথা বাংলার লোকেরা সংস্কৃতি প্রাণা মানুষ। তারত্রা সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। তার ফলে বাংলা হয়ে উঠেছে কবি দেশ। কবিতা, গল্প উপন্যাস থেকে শুরু করে সিনেমা পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি মানুষের মনকে কেড়ে নিয়েছে।আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ চলচ্চিত্র উৎসব শহরে বিশ্বমানের সিনেমার আকর্ষণ অনুভব করতে থাকবে। আসুন সিনেমা এবং কিফ উপভোগ করি ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং বাংলার চলচ্চিত্রের আরও অনেক কিংবদন্তিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল, যারা বিশ্ব চলচ্চিত্রে অবদান রেখেছেন; তাই এই উৎসব শুরু

থেকে শুরু করে বাংলার শিল্প সংস্কৃতিকে সকলের সমানে মেলে ধরার জন্য বিভিন্ন সময়ে মেলা এবং উৎসবের আয়োজন করে থাকে। দুর্গা পুজো এবং কার্নির্ভাল দিয়ে শুরু হয় উৎসবের রেশ। তা চলে প্রায় সারা শীতকাল ধরে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, রাজ্যের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায়। ইন্টার ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশন FIAPF দ্বারা স্বীকৃত, ৩১তম KIFF সিনেমাপ্রেমীদের কাছে আরও উত্তেজনাপূর্ণ, আকর্ষণীয় এবং সন্তোষজনক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কারণ তারা জয়ের থেকেই আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে, তবে কিছুটা পরিশীলিত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১১ সালেই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষ নেতৃত্বে এই উৎসবের দরজা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং তারপর থেকে, KIFF এর দর্শনীয় স্থান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে কখনও ব্যর্থ হয়নি, হাজার হাজার সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয় স্পর্শ করে যারা প্রতি বছর বিশ্ব চলচ্চিত্রের উৎসবে ডুবে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান, KIFF কেবল কলকাতার সিনেমাপ্রেমীদের জন্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিক মানের সিনেমার প্রতি আগ্রহী দর্শকদেরও মুগ্ধ করে। প্রতি বছর, KIFF তার বৈচিত্র্য, বিস্তৃতি এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে আরও বড়, বৃহত্তর এবং আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উৎসাহী ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে, ৩১তম KIFF আরও জাঁকজমকপূর্ণ এবং তার শৈলীর প্রতি সত্য হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রতিযোগিতার বিভাগ ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চলমান চিত্রগুলিতে উদ্ভাবন ভারতীয় ভাষাগুলির উপর প্রতিযোগিতা এশিয়ান সিলেক্ট ঃ বাংলা প্যানোরামা

জাতীয় তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতা ঃ জাতীয় পর্যায়ের ছোটগল্প প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাবিহীন বিভাগধনধান্য অডিটোরিয়ামে ৩১ তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক রমেশ সিপ্পি, শত্রুঘ্ন সিনহা সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন ডোনা গঙ্গো পাধ্যায়ের। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানান এদিন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৩৯ দেশ যোগ দিয়েছে এবারের ৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ৩১৫ টি ফিল্ম দেখানো হবে। আপনারা জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সবকালেই জনপ্রিয়, কারণ সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সিংহ, মহানায়ক উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।আর অনেকে আছেন, ..সবার নাম বলতে পারছি না, যার নাম বলতে পারলাম না, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।...৬ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ অবধি প্রচুর সিনেমা, ডকুমেন্টারি দেখানো হবে, অনুষ্ঠিত হবে প্রচুর সেমিনার, সকলে উপভোগ করুন।'

শুরু হল ৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসব মঞ্চেই শত্রুঘ্ন সিনহা ও আরতি মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গবিভূষণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার থেকে সিনেমা-জ্বরে আক্রান্ত হল কলকাতা। উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। প্রদীপ জ্বালালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সিনেমা, ফুটবল, উৎসব-সব মিলিয়ে কলকাতার প্রাণ। সিনেমা গোটা পৃথিবীকে যুক্ত করে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ পারফরম্যান্স শুরু থেকেই সুর বেঁধে দিল উৎসবের। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন বলে কথা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শোলে ছবির পরিচালক রমেশ সিপ্পি, কাহানি ছবির পরিচালক সুজয় ঘোষ। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পাওলি দাম, রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক, জিৎ, দেব সহ বাংলার তারকারা ছিলেন। বহু বিদেশি অতিথিরাও এসে ছেন। তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব, বাংলা ছবিতে বিনিয়োগ করুন। যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি হোক ছবি হোক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,এখানে বিনিয়োগ করুন। ছবির সবার কথা বলে, ছবির কোনও সীমানা হয় না। ভাষা যাই হোক। উৎসবের সূচনার মঞ্চেই অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা ও শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়ের হাতে বঙ্গবিভূষণ সম্মান তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে প্রদর্শিত হয় উত্তম-সুচিত্রার সপ্তপদী। চলচ্চিত্র উৎসবের এই বছরের থিম পোল্যান্ড। মূল ভাবনা, 'চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব'। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। **ছবিঃ সৌরভ দত্ত (প্রেস ফোটোগ্রাফার)**

# মহিলাদের উপকারে এগিয়ে আসে পুরুষশাসিত সমাজ

**শঙ্করলাল কর্মকার**

পুরুষ ছুঁলেই কী খারাপ! আমরা তখন যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ক্লাস টুয়েলভ। যাদবপুর থেকে নিয়মিত সাড়ে চারটের ট্রেনটা ধরি। ছেলে মেয়ে মিলিয়ে আমরা প্রায় ১০-১২ জন ছেলে- মেয়ে। সেদিন লোকাল ক্যানসেল, একমাত্র উপায় নামখানা লোকাল। কাপ কাটা ভীড়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম। কোনরকমে ট্রেনে পা রাখতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। থার্ড বগির প্রথম দরজায় আমি আর একটি মেয়ে ঝুলছি ট্রেনের বাইরে। সখে আমরা মানে ছেলেরা ঝুলতাম, কিন্তু আজ বুঝলুম, সেই ঝোলা আর এই ঝোলার বিস্তর ফারাক। কোনওরকমে একটা লোহার রড ধরে আছি। বুক দুর দুর করছে। পাশেই মেয়েটি। প্ল্যাটফর্ম বেরিয়ে গিয়ে পায়ের তলাটা শূন্য হয়ে যেতেই আচমকাই চিৎকার করে উঠল বন্ধুটি। কাকু একটু টানুন না, পড়ে যাব। বেশ কয়েকটা বলিষ্ঠ হাত কনুই, কোমর ধরে ট্রেনের ভেতরের দিকে নিয়ে গেল ওকে। একাধিক মানুষ পিছন থেকে, হ্যাঁ পাছায় চাপ দিয়েই ঠেলে দিল। পরে জিজ্ঞাসা করলাম অস্বস্তি হয়নি তোর... তোরা তো বুঝতে পারিস। হেসে বলেছিল, বুঝতেই পারিনি! শর্মিষ্ঠাদি তখন দ্বিতীয় বার গর্ভবতী। নিয়মিত লেডিজে ওঠেন কেউ সীট ছাড়ে না। এদিকে জেনারেল যে উঠবেন সেই ভরসা হয় না। কত রকম কথা, কী বাজে ভাবে তাকিয়ে থাকে? লোকজন কত রকম আলোচনা করে, তাস খেলে, খিস্তি খাস্তা দেয়... মেয়েরা মেয়েদের বগিতেই সেফ। তবুও একদিন ভরসা করে উঠলেন, একাধিক পুরুষ সীট ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন। সাবধানে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল পাশের মানুষগুলো। ডেলিভারির পর যখন আবার আসা শুরু করলেন বলেই ফেলেছিলেন, তোমাদের সাথেই আমি বেশি কমফোর্টেবল। অচেনা মানুষকে এরকম যত্ন এই জেনারেল বগিতেই পেলাম। আরও ১৫ দিন বেশি অফিস করতে পেরেছিলাম তোমাদের জন্য। পুরাতন আম্বালা স্টেশন। মা বাথরুমে গিয়েছেন। এদিকে দিদির সমস্যা হয়ে গেছে। বাকিগুলোও ব্লক। সাতপাঁচ না ভেবে ছুটে গিয়েছিলাম। বেয়নেট উঁচিয়ে ছুটে এসেছিলেন, এক অফিসার। খপ করে ধরেছিলেন আমার হাত, কে তুমি, এই বাথরুমে একজন মহিলা ঢুকেছেন। যাচ্ছ কেন? অবস্থা বেগতিক দেখে, দিদিই এগিয়ে আসেন। ভাইয়ের বিপদ বুঝে বলেই ফেলেন ব্যাপারটা। ব্রিজ কোনও কারণে কাজ চলছিল, তাই ভদ্রলোক হাত ধরে পার করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অফিসের বাথরুমে। বাবা ব্যাগ মুনে রয়ে গেল, আমাকে পাঠাল। অগত্যা আমিও গেলাম দিদির সাথে। শুধু বাথরুম নয় ব্রেকফাস্ট দেওয়া হল। এক মহিলা কর্মচারী এসে জিজ্ঞাসা করলেন দিদিকে, সব ব্যবস্থা আছে কি-না। নাহলে, তাঁরা আনিয়ে দেবেন। পরে দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোর হাতে লাগেনি লোকটা তোকে হাত ধরে যে পার করাল। দিদি, হেসে বলেছিল ধুস! তোকে রেগে ধরেছে। আমাকে সন্তান স্নেহে। বাবা যখন মারে আর আদর করে দু'টো ছোঁয়া এক হয় নাকি রে ক্ষ্যাপা? কাহিনি শেষ করে স্যার বলতেন, এইরকম পুরুষ হবি। যাতে তোর ছোঁয়া মনে থাকে। সেইদিন দেখা হয়েছিল স্যারের সাথে, প্রণাম করলাম। কথা বাড়ল। স্যার নিজেই বললেন, আজকাল দিনকাল খুব খারাপ রে। সেদিন বাসে এক খুকিকে সীট দিলাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি। বলে সরে দাঁড়ান।

# বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি "সিনার্জি বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ" এ ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের নিজস্ব পণ্যজাত দ্রব্যের বাজারিকরণে জোর

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ৭ নভেম্বর ঃ বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সিনার্জি বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভএ ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের নিজস্ব পণ্যজাত ফেসিলিটেশন কনক্লেভ এর আয়োজন করা হয়। পারে, যা মূলত এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ) এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা

দ্রব্যের বাজারিকরণে জোর দেওয়া হলো। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের বিভাগীয় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, বোলপুর, ইলামবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি হাবে একমাত্র যারা নিজেরা পণ্য উৎপাদন করেন, তারাই বসতে পারবেন। বাকিরা পাবেন না। অর্থাৎ যারা বাইরে থেকে কিনে এনে বিক্রি করেন, তাদেরকে বসতে দেওয়া হবে না। এই ঘোষণার পর উপস্থিত স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরা করতালিতে ফেটে পড়েন। বোলপুর শিবপুরে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সিনার্জি বিজনেস সরকারি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে সরাসরি আলোচনা করতে পারে। এই ধরনের একটি কনক্লেভের উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি সমাধান করা, নতুন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং উদ্যোগপতিদের সংস্থার বিকাশ ঘটানো। এটি রাজ্য সরকারের একটি উদ্যোগ হতে পারে যার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সুবিধা দেওয়া হয়। শুক্রবারের এই কনক্লেভে উপস্থিত ছিলেন এম এস এমি ডিরেক্টর মি. স্বরূপ, ডব্লিউ এস আই ডি সি র এমডি নিখিল নির্মল এবং রাজ্যের এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি রাজেশ পাণ্ডে, জেলার এসপি, এডিএম সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তা এবং বিভাগীয় আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস আর ডি এ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহা প্রমুখ। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে যেভাবে শিল্প উদ্যোগ নেওয়ার হয়েছে তা খুবই প্রশংসার যোগ্য। পনেরো সালে মুখ্যমন্ত্রী কে আমোদপুরে শিল্পের জন্য বলেছিলাম। দিদি কোনো কিছু ভোলেন না। এবার এসেই বললেন, তোর আমোদপুরে কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। শুনে আমার মন ভরে গেলো। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বিভাগীয় দপ্তর সঠিক দিশায় কাজ করে চলেছে। ইলামবাজারে কাটা কাপড় শিল্পে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বিভাগীয় দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কাটা কাপড়ে মুরারই এবং আমোদপুরে দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ কৃষিভিত্তিক জায়গা হলেও, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কাস্ঠ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি রেশম শিল্পকে তাকে ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। আমরা মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া, কবিয়াল ও গরতসারির জি আই আদায় করতে পেরেছি। একইভাবে বীরভূমের নকশী কাঁথা কবিয়াল ইত্যাদিতে জি আই আদায় সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপে। এছাড়াও ইলামবাজারের ঠিক করবে তাই কাঁসা শিল্প এক যুগান্তকারী কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ২৪ - ২৫ এবং ২৫ -২৬ অর্থ বর্ষে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কাজ হয়েছে। চলতি ২৫ -২৬ অর্থবর্ষে ২১০ টি আবেদন জমা পড়ে তা গৃহীত হয়েছে। ২৪ ২৫ অর্থবর্ষে এম এস এম ই মোট ৮৮৭৩ কোটি দিয়েছে। তারমধ্যে বীরভূম কে দিয়েছে ৩,০৪৯ কোটি এবং মুর্শিদাবাদে পাঁচ হাজার উনত্রিশ কোটি টাকা। ২৫ ২৬ অর্থবর্ষে এপ্রিল জুন পর্যন্ত দুই জেলাকে ৩০৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে বীরভূমকে দেওয়া হয়েছে এক হাজার ১৮১ কোটি টাকা এবং মুর্শিদাবাদ কে দেওয়া হয়েছে ১৮৬৪ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে বীরভূম সহ আরও দুই জেলা থেকে ১.৮৯ লক্ষ কর্মী এমএসএম ই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে বীরভূম থেকে ৬৩ হাজার ৬৬৭ জন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে এক কোটি ২৫ লক্ষ ৩১৯ জন নথিভুক্ত হয়েছেন। ৬.৭৬ লক্ষ টাকায় কারিগরদের টুল্কিট দেওয়া হয়েছে। এযাবৎ ১৭ হাজার ৬৬৫ জন কারিগর মোট তিনটি জেলায় নথিভুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে বীরভূমে ৯৮৬৬ এবং মুর্শিদাবাদে ৭৭৯৯ জন কারিগর বিভিন্ন প্রাকল্পিক সুবিধা পাচ্ছেন।

# বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৭ নভেম্বর ঃ হুগলি জেলার সিঙ্গুরে ডিজিটাল মিটার থেকে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বিদ্যুৎ চুরি আটকাতে চালু করা হয় ডিজিটাল মিটার। সেখানেও শুরু কারসাজি। ধৃতদের নাম সমীর পাঁজা, জানকী দে ও মনোজ ঘোষাল। ঠিক কী কায়দায় বিদ্যুৎ চুরি করা হতো, সেই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কয়েকদিন আগে সিঙ্গুর থানার দেওয়ান ভেরি গ্রামের সমীর পাঁজার বাড়িতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং নিতে গিয়েছিলেন ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর কর্মীরা। তখনই কিছু অস্বাভাবিকতার লক্ষ্য করেন তিনি। তাঁর সন্দেহ হয়, ডিজিটাল মিটারে কিছু কারসাজি করা হয়েছে। যার ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে, তার থেকে অনেক কম বিদ্যুৎ মিটারে উঠছে। ছয় মাস ধরে এই জিনিস চলছিল। এর পরেই গত ১৫ অক্টোবর সিঙ্গুর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক অনুপ দে সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। হুগলির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কৃশাণু রায় জানান, ঘটনার তদন্তে নেমে সমীর পাঁজাকে প্রথমে আটক করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, এই চক্রে আরও দু'জন রয়েছেন।

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK**
**HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**
**TENDER NOTICE**

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Ninety Seven (97) nos. works** vide **E-NIT No:22/APAS/BDO/HPL/2025-2026, 23/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026 & 24/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, Dated-04/11/2025** of **Paschim Gopinathpur Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Haripal Development Block**

**Notice Inviting Quotation**

The Pradhan, Nurpur Gram Panchayat invites sealed tender for: 1. **NIQ No:- 13/APAS/NURPUR/2025-26, Date: 07.11.2025**, vide Memo No: 391/NGP/2025, Dated: 07.11.2025, Total No. of Schemes 66 (Sixty six) Nos. Last date of Application: 13.11.2025 upto 4.00 pm. Last date of submission of Bid: 14.11.2025 up to 2.00 pm. Opening date of Technical Bid: 14.11.2025 after 02.30pm. All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned.

**Sd/- Pradhan**
**Nurpur Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER**
**PANCHLA PANCHAYAT SAMITY**
**BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH**
**NIT NO.-81/D.P.S.C./EO/PANCHLA/2025-2026**

For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the work of **Different kinds of Repairing and Painting works at 3(Three)different places**. Bid Submission starting from **07/11/2025 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **17/11/2025 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **19/11/2025 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer**
**Panchla Panchayat Samity**

**Chanditala-I Panchayat Samity**
**MASHAT, HOOGHLY**

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 16-PS/Ch-I/25-26 dt: 06.11.2025, E-Tender ID: 2025_ZPHD_940042_1 to 2025_ZPHD_940042_17, NIT No: 17-PS/Ch-1/25-26 dt: 07.11.2025 E-Tender ID: 2025_ZPHD_941521_1 to 2025_ZPHD_941521_4**. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. **Visit: https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer**
**Chanditala-I Panchayat Samity**

**আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৩-২৫-২৬ তারিখঃ ০৪-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-২৩- ২৫-২৬। কাজের নামঃ** এই কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ (এসএল) - টিএসআর (পি) - ৩৭,৩০০ টিকেএম"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৫,৫২,২৭০.৯৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫১,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন

**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**অভিজ্ঞদের (জিডি, টেক, ওএএসকেটি, টিডিএন ১০ম এবং টিডিএন ৮ম) নিয়োগ সমাবেশ**
**১২ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২৫ ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে**

চারটি জেলা, অর্থাৎ উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় অনলাইন সিইই উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য অগ্নিবীর (জিডি, টেক, ওএ / এসকেটি। টিডিএন ১০ এবং টিডিএন ৮ পাস) নিয়োগ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনলাইন সিইইতে সফল প্রার্থীদের যারা মেধাবী ছিলেন তাদের ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা এবং মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়েছে। প্রবেশপত্র ইতিমধ্যেই তাদের নিবন্ধিত ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে প্রার্থীরা www.joinindianarmy.nic.in এ লগইন করতে পারেন। প্রার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের মূল নথিপত্র কাউকে হস্তান্তর না করার জন্য যাতে দালাল / এজেন্টদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের শিকার না হন। এই ধরনের যেকোনো ঘটনা স্থানীয় পুলিশ এবং সেনা নিয়োগ অফিসের কর্মীদের জানাতে হবে।

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK**
**HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**
**TENDER NOTICE**

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **One hendred Two (102) nos. works** vide **E-NIT No:18/APAS/BDO/HPL/2025-2026, 19/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026, 20/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026 & 21/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026 Dated-03/11/2025** of **Dwarhatta Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Haripal Development Block**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-এইচডবলুএইচ-কন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫-এনআইটি। টেন্ডার নং. ইএল-এইচডবলুএইচ-কন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫।** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথাযোগ্য অভিজ্ঞতা সহ বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদির থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপে ইএমইউ কোচের পিওএইচ শুরু করার জন্য পিট প্রভিশন সহ ডেডিকেটেড রোড কাম রেল ট্র্যাক, এলএলএইচ-এর সাথে সম্পর্কিত ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার ইত্যাদির ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা এবং কমিশনিং"। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২,৪৪,৮৯,৯৩০.৩০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৭২,৫০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ৩ (তিন) মাস; **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। এই টেন্ডারের জন্য উপরে উল্লিখিত টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়ে বা তার আগে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে পেমেন্ট করার পরেই টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা দেওয়া যেতে পারে। এই টেন্ডারের জন্য সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং উপরে বর্ণিত সমস্ত নথি সহ টেন্ডারটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার প্রাপ্ত হয় তবে তা গৃহীত হবেনা এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডারের নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনী(গুলি), (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিশ বোর্ডেও দেখা যাবে।

CON-51/2025-26

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

**আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway**
**Eastern Railway Headquarter**

# অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে উৎসবের আমেজ জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ নভেম্বর ঃ সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আজ এক উৎসবের আমেজ। দলের কান্ডারী, সেনাপতি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ ও যুব সমাজের আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে। গত রাত ১২টা থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মীরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরেও আজ ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে বিশেষ আয়োজনে পালিত হলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তার বিশাল কাটআউটের সামনে কেক কেটে জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী পূর্ণিমা মালিক, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল ওরফে পাঞ্জাবসহ দলের বহু নেতা-কর্মী ও সমর্থক। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আজ আমাদের দলের কান্ডারী, সেনাপতি, যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। প্রতিবছর আমরা এই দিনটি উদ্‌যাপন করি, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি আরও বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দলের হাল ধরেছেন, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়েছে। আমরা তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি। তিনি আশাবাদী সুরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আবারও তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়বে।

# উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন

মালিগাঁও, ৭ নভেম্বর ঃ ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় সঙ্গীত'বন্দে মাতরম' এর বছরব্যাপী স্মরণসভার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী ৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সমগ্র দেশ জুড়ে এক বছরব্যাপী উদ্‌যাপনের সূচনা করে এবং একটি স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রাও প্রকাশ করেন। এই উদযাপন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিতকারী এবং জাতির প্রতি গর্ব, ঐক্য এবং ভক্তি জাগিয়ে তোলা দেশাত্মবোধক গানের ১৫০ বছর পূর্তিকে সম্মান জানায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, দেশ জুড়ে এই উদযাপনের অংশ হিসেবে তার এক্তিয়ারের অধীনে অত্যন্ত উৎসাহ এবং দেশাত্মবোধক আবেগের সাথে 'বন্দে মাতরম'- এর ১৫০ বছর উদ্‌যাপন করেছে। উক্ত অনুষ্ঠানটি মালিগাঁওয়ের এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, রেলওয়ে কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি বিশাল সমাবেশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐক্য ও শ্রদ্ধার গভীর অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছিল, যেখানে রেলকর্মী, স্কুলের শিশু এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা একত্রিত হয়ে 'বন্দে মাতরম' এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি একসাথে গেয়েছিলেন। সম্মিলিত কণ্ঠস্বর সমগ্র সমাবেশকে আবেগে ভরে দেয়, যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে সংগীতটি ভারতের স্বাধীনতা, ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চেতনার প্রতি এক অসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলিতে রূপান্তরিত করে। উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) সংস্থাও মালিগাওয়ের জিএম (নির্মাণ) অফিসে উক্ত দিবসটি পালন করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার এবং কাটিহারের পাঁচটি ডিভিশনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন, স্কুল এবং অফিসগুলিতেও দিনটি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালন করা হয়েছিল। দেশভক্তিমূলক গান, সাংস্কৃতিক পরিবেশন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ রেলওয়ের কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদ এবং সম্প্রীতির এক অভিন্ন চেতনায় একত্রিত করেছিল। সকাল ৯.৫০ টায় সমগ্র দেশে, বিভিন্ন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থানে, 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের একটি গণসংগীত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে রেল কর্মী, স্কুলের শিশু এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের কণ্ঠে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতিবাচক, ঐক্য এবং গর্বের এক তরঙ্গ তৈরি করেছিল, যা সমূহ অংশগ্রহণকারীকে 'বন্দে মাতরম' মাতৃভূমির প্রতি নিষ্ঠার চিরন্তন বার্তার কথা মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা রচিত, ৭ নভেম্বর ১৮৭৫, অক্ষয় নবমীতে এবং তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠের অংশ হিসেবে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত, 'বন্দে মাতরম' ভারতের অদম্য চেতনা, ঐক্য এবং আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে এখনও বিদ্যমান। ১৫০তম বার্ষিকী একটি গর্বিত মাইলফলক, যা সম্প্রীতি, দেশপ্রেম এবং জাতীয় গর্বের আদর্শকে উন্মুক্ত রাখার জন্য জাতির সম্মিলিত সংকল্পকে পুনর্ব্যক্ত করে।

# বোল্লা পুজোয় হাজার হাজার প্রতিমার মানত, নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭ নভেম্বর ঃ বোল্লা পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নয়, রাজ্য সহ পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে মেলা চত্বরে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকে। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মানত দিতেই সকাল থেকে ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। সেই উপলক্ষ্যে নাওয়া খাওয়া ভুলে শিল্পীদের এখন একটাই কাজ, মানত কালী প্রতিমা বানানো। এই বিষয়ে মৃৎশিল্পীরা জানান, পুজোর

সময় কয়েক হাজার কালী প্রতিমা মানত হিসেবে পুজো দিয়ে থাকেন ভক্তরা। তাই পুজোর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয় প্রতিমা প্রস্তুতির কাজ। নাওয়া খাওয়া ভুলে অনেক মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। এক একটি কালীপ্রতিমা বিক্রি হচ্ছে ১০০০-১২০০ টাকায়। তাই প্রতিমা তৈরিতে মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের নতুন প্রজন্মরাও হাত লাগিয়েছে। উল্লেখ্য, এলাকার সারা বছর মৃৎশিল্পীদের তেমন কদর না থাকলেও, পুজোর আগে কদর বেড়ে যায়। পুজোর দুই মাস আগ থেকে শুরু হয় প্রতিমা তৈরির কাজ। প্রতিবছর বোল্লা রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষ্যে এখানে প্রতিমা তৈরির ধুম পড়ে। তাই এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। সেই সঙ্গে থেমে নেই মহিলা শিল্পীরাও। শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের কাছে মানত কালী দেওয়া। পুজোর দিনে সকাল থেকেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষের পাশাপাশি আসাম, বাংলাদেশ, বিহার এমনকি নেপালের মানুষরাও।

**NOTICE INVITING E-TENDER**
**DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT**

DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GRAM PANCHAYAT inviting e-Tender for **NIT No 421/DGC/NIT/2025 date: 04/11/2025** and **NIT No 423/DGC/NIT/2025 date: 07/11/2025** of APAS Fund for **8 nos** Street light and 6 no rood repairing. Off line tender **NIT No 422/DGC/NIT/2025 date: 04/11/2025** of APASFund (Offline tender) for **11 nos** Light Last Date of bid Submission on or before **26.11.2025** (online Tender) and **13.11.2025** (Offline Tende) More details visit website **www.wbtenders.gov.in** and GP office

**SD/-**
**PRODHAN**
**DAKSHIN GOURIPUR CHAKDHIR GP**
**BISHNUPUR-I BLOCK, S 24 PARGANAS.**

**E-Tender Notice**

e-Tenders are invited for different type of works under APAS fund & of **N.I.e.T. No.-24/HPS/APAS/CGP/2025-26, 26/HPS/APAS/RGP/2025-26, 27/HPS/APAS/HUMGP/2025-26 & 28/HPS/APAS/SWPGP/2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **01/12/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Hariharpara Panchayat Samiti**
**Hariharpara, Murshidabad**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
PARA::PURULIA
**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-52/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, **23(Twenty two) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **07.11.2025 up to 27.11.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **07.11.2025 up to 27.11.2025 at 16.00 PM.** And Opening on **29.11.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat**
**Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas**
**E TENDER NOTICE**

E -Tender No - **PASGP/912/2025, PASGP/913/2025, PASGP/914/2025,, PASGP/915/2025, PASGP/916/2025 Date :-07/11/2025** E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur-I for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date **07/11/2025 at 2.30** and Bid Closing Date - **28/11/2025 at 16.00pm**

**Sd/-**
**Prodhan**
**Paschim Bishnupur Gram Panchayat**

**বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया**
**Bank of India BOI**
*Relationship beyond Banking*

**ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
**হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,**
**৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩**

**পরিশিষ্ট-IV, নিয়ম ৮(১)**
**দখলের নোটিশ**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ এর ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাকে আহ্বান জানিয়ে একটি চাহিদা নোটিশ জারি করেছেন।

ঋণগ্রহীতা পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য এখানে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চার্জ প্রযোজ্য হবে।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, সুরক্ষিত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

| শাখা / অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার | বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা | সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ | দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ |
|---|---|---|---|
| শাখাঃ তারকেশ্বর<br>ঋণগ্রহীতাঃ শ্রীমতি স্মৃতি কুমার নন্দী<br>ঠিকানাঃ গ্রাম- রাজবলহাট, পোস্ট- রাজবলহাট, রাজবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- হুগলি, থানা-তারকেশ্বর, পিন-৭১২৪১০<br>জামিনদারঃ শ্রীমতি সোমা সেন এবং ধনঞ্জয় সেন | প্রায় ৩.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির প্লটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এল.আর দাগ নং ৩২৪৩(পি) এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪২০/২ আর.এস খতিয়ান নং ১০৫০ মৌজা রাজবলহাট জে.এল. নং ০৬ থানা জাঙ্গিপাড়া রাজবলহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হুগলী জেলা পিন- ৭১২৪০৮, ১৯৮৩ সালের আই-৪০১৯ এবং ১৯৯৮ সালের আই-১১৭০, পশ্চিমবঙ্গের দলিল অনুসারে, স্মৃতি কুমার নন্দীর নামে। **পুরো ভবনটি বেষ্টিত এবং বেষ্টিতঃ- উত্তরেঃ** দীনবন্ধু ভাড়ের ভবন। **দক্ষিণেঃ** গৌরমোহন নন্দীর ভবন। **পূর্বেঃ** পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমেঃ** লাল চাঁদ নন্দীর ভবন। | টাকা ২২,০০,৯০৮.৫৬/- এবং তার উপর সুদ | ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৪<br>প্রতীকী দখলের তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫ |
| শাখাঃ তারকেশ্বর<br>ঋণগ্রহীতাঃ শ্রী স্বপন মন্ডল<br>ঠিকানাঃ গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্টঃ তারকেশ্বর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৪১০<br>জামিনদারঃ শ্রীমতি সুমিতা মন্ডল | প্রায় ৪.০০ দশমিক আয়তনের একটি জমির পুরো অংশ এবং অংশটি স্বপন মণ্ডলের নামে অবস্থিত এবং এল.আর দাগ নং ৩১৯৬ এল.আর খতিয়ান নং ৭৯৭ মৌজা মির্জাপুর জে.এল নং ৩৬ আর.এস প্লট ৩২১৮ থানা তারকেশ্বরে অবস্থিত, বালিগরি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হুগলি জেলা পিন- ৭১২৪১০ দলিল নং ০৬১৮০০৭৬১ তারিখ ১৫-০৩-২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ স্বপন মণ্ডলের নামে অবস্থিত। **পুরো ভবনটি বেষ্টিত এবং বেষ্টিতঃ- উত্তরেঃ** তপন মণ্ডলের সম্পত্তি। **দক্ষিণেঃ** কংক্রিট রাস্তা। **পূর্বেঃ** ৬ ফুট প্রশস্ত পথ। **পশ্চিমেঃ** গোপীনাথ মণ্ডলের সম্পত্তি। | টাকা ৬,৪৯,৬৩৭.০৯/- এবং তার উপর সুদ | ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ০৬.১২.২০২৪<br>প্রতীকী দখলের তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫ |
| শাখাঃ তারকেশ্বর<br>ঋণগ্রহীতাঃ শ্রী শিব প্রসাদ মুখার্জী এবং শ্রীমতি মঞ্জুষা মুখার্জী<br>ঠিকানাঃ গ্রাম- তাজপুর রাগপুর, পোস্টঃ হরিণখোলা, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৪১০<br>জামিনদারঃ শ্রীমতি সুমিতা মন্ডল | হুগলী জেলার হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আরামবাগের প্লট নং ৮২৩, ৮৮৩, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৯০, ৮৯০, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১ এবং ১০১৮ মৌজা তাজপুর জেএল নং ১৪০ থানা আরামবাগে অবস্থিত প্রায় ১৯.০০ ছটাক বা ৮২৭৬ বর্গফুট আয়তনের জমির সমস্ত অংশ পিন- ৭১২৪১৫, দলিল নং ২০১৮-এর আই-৮০০২, ২০২২ এবং আই-৪৬০২, ২০২২ এবং আই-৮৭৯১, এবং আই-৪৪০৩ পশ্চিমবঙ্গ মঞ্জুষা মুখার্জির নামে অবস্থিত। **পুরো ভবনটি বেষ্টিত এবং বেষ্টিতঃ- উত্তরেঃ** পুকুর। **দক্ষিণেঃ** ৬ ফুট প্রশস্ত পঞ্চায়েত সড়ক। **পূর্বেঃ** সরোজ কুমার মুখার্জির সম্পত্তি। **পশ্চিমেঃ** ১০ ফুট প্রশস্ত পঞ্চায়েত সড়ক। | টাকা ২৪,৪২,৯৪১.৩৯/- এবং তার উপর সুদ | ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ০৬.১২.২০২৪<br>প্রতীকী দখলের তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫ |

স্থানঃ তারকেশ্বর
তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫

চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চল

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites e-Tender online percentage rate tender in two bid system for following work:

**NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/098/2025-26, DATED-06/11/2025**

Name of the work : **Demolition of Temporary shops construction at Jatin Das Park for Rehabilitation of Kalighat Refugee Hawkers Market Related with Kalighat Skywalk Project.** Estimated Cost (including G.S.T. & L.W.C.) : ₹ **2,72,312.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date and time of Submission of Bid : **20.11.2025 (11.00 a.m.)** The bid form and other details are available on and from : **11.11.2025 (11.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

**(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/466 (1st Call)**

Name of the work : **Repairing of road by laying interlocking concrete block in patch at Gariahat Road at Ballygunge Phari in Ward No. 69, under Br-VIII.** Estimated Amount (including GST & CESS) : ₹ **4,96,141.58.** (Excl. Contingency Amt.) Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/538 (1st Call)**

Name of the work : **Repairing of road by laying interlocking concrete block in patch at Nasiruddin Road at the junction of Sayed Amir Ali Avenue in Ward No. 64, under Br-VII.** Estimated Amount (including GST & CESS) : ₹ **4,91,670.91.** (Excl. Contingency Amt.) Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion : **30 days.** Last date and time of Submission of all Bids : **20.11.2025 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from at : **11.11.2025 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 & 2) The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Dy. C.E. (SWM-I), KMC** invites e-Tender percentage rate two bid systems for following works:

**(1) NIT No. : SWM-I/SK/C-D/21/25-26**

Name of work : **Supply of manpower for transportation of Construction and Demolition (C&D) material from narrow passage (inaccessible for vehicles) to nearby transportation vehicles access point under Borough-I, IV, V & VI for SWM-I department.** Estimated Amount : ₹ **1,98,132.00.** (Excluding GST, CESS & Contingency) Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion : **180 days.**

**(2) NIT No. : SWM-I/SK/C-D/22/25-26**

Name of work : **Supply of manpower for transportation of Construction and Demolition (C&D) material from narrow passage (inaccessible for vehicles) to nearby transportation vehicles access point under Borough-IX for SWM-I department.** Estimated Amount : ₹ **1,99,080.00.** (Excluding GST, CESS & Contingency) Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion : **180 days.**

**(3) NIT No. : SWM-I/SK/C-D/23/25-26**

Name of work : **Supply of manpower for transportation of Construction and Demolition (C&D) material from narrow passage (inaccessible for vehicles) to nearby transportation vehicles access point under Borough-X, XII, XIII, XIV, XV & XVI for SWM-I department.** Estimated Amount : ₹ **1,98,606.00.** (Excluding GST, CESS & Contingency) Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion : **180 days.** Price of Tender: **Nil** (for Sl. No. 1 to 3) Bid submission start (online) date : **11.11.2025 (2 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 3) Bid submission closing (online) date : **27.11.2025 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) Bid opening fo technical proposal (online) date: **29.11.2025 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) The tender documents will be available on and from **07.11.2025 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) The website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Dy. C.E. (M)/Sewer cleansing wing under S&D department, KMC** invites e-Tender online for the following work:

**NIT No. : KMC/S&D/SCD(C)/2025-26/14**

Name of the work : **Repairing & replacement of various spares parts for Jetting cum machine [WB-03-3810 & WB-03B-2500] under sewer cleansing-central.** Estimate Amount (including GST & CESS) : **NA.** Earnest Money: ₹ **3,725.00.** Period of Completion : **12 days.** Last date and time of Submission of Bid : **26.11.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from : **13.11.2025 (9 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rae two bid system for the following works:

**(1) NIT No. : KMC/GRBU/T22/25-26 (1st Call)**

Name of work : **Complete repairing, servicing and overhauling of 12 nos. strainer operating electrical panel with allied electrical works at Begore khal DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

**(2) NIT No. : KMC/GRBU/T28/25-26 (1st Call)**

Name of work : **Installation of air circulating fan with allied distribution wiring works for pump motor, Transformer, Switchgear room, electrical panel room at Monikhali, Jinjira Bazar and Padirhati DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid : **20.11.2025 – 2 p.m.** (for the Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from : **08.11.2025 (2 p.m.)** (for the Sl. No. 1 & 2)

**(3) NIT No. : KMC/GRBU/T26/25-26 (1st Call)**

Name of work : **Complete servicing and overhauling of 2 nos 6 kV 1250A incomer VCB with allied electrical works at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **7,400.00.** Period of Completion : **7 days.** Last date and time of Submission of Bid : **27.11.2025 – 10 a.m.** The bid forms and other details are available on and from : **11.11.2025 (10 a.m.)** from the website **https:// etender.wb.nic.in** (for the Sl. No. 1 to 3) For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen. (for the Sl. No. 1 to 3)

The **Chief Manager (I.T.), KMC** invites e-Tender for the following work:

**NIT No. : KMC/IT/10/2025-2026**

Name of work : **Supply of 40 Boxes CAT-6 Networking Cable for the use of KMC-Net Project under Kolkata Muncipal Corporation.** Cost of Tender: **Nil.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **1(One) Year.** Last date & time for Submitting Bids : **27.11.2025 upto 2 p.m.** Tender document will be available on and from: **07.11.2025-11.30 a.m.** from the website **https://www.kmcgov.in** and at **https://wbtenders.gov.in.** e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-Tender/quotation online in two bid system for following works:

**(1) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/E-13/2025-26**

Name of work : **Replacement of glow sign boards to comply Mpl. Commissioner's circular No. 34 of 2025-26 dtd 30.08.2025 under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount : ₹ **2,68,627.74.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid : **26.11.2025 at 10.00 a.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **28.11.2025 at 10.00 a.m.**

**(2) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/EQ-14/2025-26**

Name of work : **Installation, commissioning and programing of VVFD for bin feeder motors at plant no.-2 under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid : **26.11.2025 at 10.30 a.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **28.11.2025 at 10.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from : **17.11.2025 at 5.00 p.m. (for Sl. No. 1 & 2)**

**(3) NIT No. : KMC/ASPH/GG/AR/EQ-11/2025-26**

Name of work : **Installation and commissioning of flameproof I/M, AC drive, electrical circuitry for bitumen transfer with allied works at Plant no. - 2 under Asphaltum Department Goragacha.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid : **25.11.2025 at 11.00 a.m.** Bid opening date for Technical Proposal : **27.11.2025 at 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from : **14.11.2025 at 5.00 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (for the Sl. No. 1 to 3)

**(4) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-36/2025-26**

Name of work : **Repairing of departmental tipper trucks no- WB03C3027, WB03C3037 by replacement of spares, parts etc. and allied work at Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion : **07 days.** Last date and time of Submission of Bid : **29.11.2025 (1 p.m.)** Bid opening date for Technical Proposal : **01.12.2025 (2 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from : **18.11.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(1340/25-26)

# চাষবাস

## বাড়ছে দুশ্চিন্তা, উত্তরে উৎপাদনে ঘাটতি ৮৩ লক্ষ ২০ হাজার কেজি চা!

### চা পর্ষদ নভেম্বর মাসে চা পাতা তোলা ও উৎপাদন বন্ধ করতে পারে

উত্তরে চা উৎপাদনে উদ্বেগজনক ঘাটতি। চা পর্ষদের প্রকাশিত রিপোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপাদন কমেছে ৮৩ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। অক্টোবরের হিসেব এখনও মেলেনি। তবে চা চাষিদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অতি বৃষ্টি এবং হ।পা বানের জেরে পুজোর মাসে উত্তরে চা পাতার উৎপাদন কমে যাওয়ায় তৈরি চা উপাদনও মার খেয়েছে।

সম্প্রতি ভারতীয় চা পর্ষদের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ হাজার কেজি। গত বছর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এখানে উপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার কেজি। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায়. চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে চায়ের উপাদন কমেছে ৮৩ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। এখানেই শেষ নয়। ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রধান জানান, ডুয়ার্সে ২২টি বন্ধ বাগান। পাতার উপাদন কমে যাওয়ায় ক্ষুদ্র চা বগানেও সংকট বাড়ছে।

এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্ধ তিনটি চা বাগান। প্রায় ৩ হাজার চা শ্রমিকের দিন কাটছে আশঙ্কায়। তিনমাস আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া চা বাগান বন্ধ থাকলেও সরকারি খাতায় খোলা। শুধু শ্রমিক সংগঠন নয়। চা বণিক সভার কর্তারাও জানান, একদিকে বন্ধ বাগানের সংখ্যা বাড়ছে।

অন্যদিকে ক্ষুদ্র চা চাষিরাও দিশাহারা। সব মিলিয়ে বিপাকে পড়েছেন রাজ্যের প্রায় ছয় লক্ষেরও বেশি চা শ্রমিক। তার উপর হড়পা বানের খাড়া নেমে আসায় আরও বিপাকে পড়েছেন চা বাগান কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিক হড়পা বানে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার ৫০টিরও বেশি বড় চা বাগান বিধ্বস্ত হয়েছে। কোথাও পুরো ডুবে গিয়েছিল। এরপর কোথাও জল নেমে গেলেও পলিতে তলিয়েছে চা গাছ। পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত চা বাগানের সংখ্যা ৪০। প্রায় ৯৫০ হেক্টর জমির চা গাছ তছনছ হয়েছে। তার মধ্যে বন্যার জলে ধুয়ে ভেসেছে ৪০০ হেক্টর জমির চা বাগান। এখানেই শেষ নয়। একাধিক রাস্তা, কালভার্ট জলের তো।ে ভেসে গিয়েছে।

ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ টি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রাম অবতার শর্মা বলেন, কেবল কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের ৯২ হেক্টর চা বাগান ডলোমাইটে তলিয়ে নষ্ট হয়েছে। এখানে আর কিছু হবে না। চা বণিক সভাগুলো সূত্রে জানা গিয়েছে, সুভাষিণী ছাড়াও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চ্যাংমারি, বামনডাঙা টন্ডু, দলসিংপড়া চা বাগান। চা বাগান মালিক পুরণজিত বক্সি গুপ্ত বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত চা বাগানগুলোর বেশিরভাগ এখনও ডলোমাইটের কাদায় তলিয়ে আছে। সেগুলো কতটা টিকে থাকবে বলা মুশকিল।

হড়পা বানে উত্তরের অন্তত চারশো চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক চা বাগানে উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চা পর্ষদ নভেম্বর মাসে চা পাতা তোলা ও উৎপাদন বন্ধ করতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে প্রবল সমস্যার মধ্যে ড়তে পারেন চাষিরা। সেই আশঙ্কা ক্ষুদ্র চা চাষিদের শঙ্কা। ভয়াবহ হড়পা বান ও ভূমিধসের প্রায় তিন সপ্তাহ পেরিয়েছে। দার্জিলিং, তরাই এবং ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি এখনও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষছে। এলাকার ২৭৬টি ব। বাগানের মধ্যে প্রায় ৩০টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্তত ৪০০টি ছোট চা বাগান বিধ্বস্ত। মরার উপর খাড়ার ঘায়ের মতো আগামী সপ্তাহে চা পর্ষদের বৈঠকে কাঁচা চা পাতা তোলা বন্ধের নির্দেশিকা আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

গত বছর অনেক আগে চা পর্ষদ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে কাঁচা চা পাতা তোলার নির্দেশিকা জারি করায় চরম বিপাকে পড়েছিল উত্তরের কয়েক লক্ষ চা নির্ভর মানুষ। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, বন্যায় অন্তত ৪০০টি চা বাগানে ক্ষতি হয়েছে। উপাদন বন্ধ আছে। এই পরিস্থিতিতে নভেম্বরে চা পাতা তোলা ও উপাদন বন্ধ হলে চা বাগানে আগামী মরসুমে পাতা তোলার মতো সামর্থ অনেকের থাকবে না। তিনি জানান, মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত সেই হিসাব এখনও চূ।ান্ত হয়নি। তবে ব। এবং ছোট চা বাগান মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কয়েশো কোটি হবে।

## জেলায় জেলায় পাকা ধানে মই, মাথায় হাত চাষিদের

ধানের ভরা মরশুম চলছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। এই পরিস্থিতিতে বহু জায়গায় দমকা হাওয়ায় ফলন্ত ধান গাছ নুইয়ে পড়েছে। ফলে সেই সব ধানে ক্ষতির আশঙ্কা। আবার অনেক জায়গায় ধান কাটাও হয়েছিল। সেই ধানেরও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অনেক চাষি। তবে কৃষি দপ্তরের আশ্বাস, ধানের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে বৃষ্টির কারণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলে ক্ষতি এ।ানো সম্ভব বলে জানাচ্ছে কৃষি দপ্তর। একইসঙ্গে, আলু, সরষে, সবজি চাষের বিষয়েও কৃষি দপ্তরের পরামর্শ মেনে চলার কথা জানানো হচ্ছে চাষিদের। কৃষি দপ্তর সূত্রে বুধবার জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় গড়ে মোট ১২১.৯ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরমধ্যে সবথেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে মন্তেশ্বর, কেতুগ্রাম-১ ও আউসগ্রাম-১ ব্লকে। জেলায় আউশ ধান তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এবছর জেলায় প্রায় ৯ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জেলার যেসব এলাকায় আমন ধান রয়েছে তারমধ্যে এদিন গলসি-১ ও ২ ব্লকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি দেখা গিয়েছে। তবে, এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে আমন ধানের কোনও ক্ষতি হবে না বলে জানিয়েছে কৃষি দপ্তর। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা এ।াতে বেশ কিছু পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দমকা হওয়ার কারণে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখছেন চাষিরা। আমন চাষের ক্ষেত্রে ঝ।ারে কারণে ধান গাছ নুইয়ে প।াছে বহু ব্লকে। তা থেকে ধান পাওয়ার আশা ক্ষীণ।

এছা।াও বেশ কিছু সবজি চাষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও দমকা হওয়ার কারণে গাছের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। মান্থার কারণে মাথায় হাত চাষিদের। জেলা কৃষি অধিকারী অমর মণ্ডল জানান, ধানের জমির অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বৃষ্টির সময় ধান কাটার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। কাটা ধান দ্রুত খামারজাত করতে হবে। বীজ লাগানোর ক্ষেত্রে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। শীতকালীন সবজি চাষের ক্ষেত্রেও কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝ। ' প্রভাব কেটে যাওয়ার পর সরষে ও ডাল শস্য চাষ শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলায় সবজি চাষের ক্ষেত্রেও বেশকিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবজির

ফসলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। দমকা হাওয়ার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে সবজির মাচা, পানের বরজ শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে। প্রয়োজনের মাঠে থাকা আমন ধান আটি বেঁধে রাখতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়া কেটে গেলে ফসলে ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। জেলায় আলু চাষের ক্ষেত্রে নতুন করে বীজ লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। জেলার মধ্যে জামালপুর ব্লকের কিছু এলাকায় আলু চাষ শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আলু চাষিদের ১ নভেম্বর পর্যন্ত আলুর মধ্যে পেঁপে ও কলা চাষের ক্ষেত্রে ঝ।ারে কারণে গাছ ভেঙে প।ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই সমস্ত গাছ ভেঙে প।ার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি মরসুমে বাঁকুড়া জেলায় ধানচাষের লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে জেলায়। চলতি বছরে ব্যাপক হারে বৃষ্টি হয়েছে। পুজোতেও নিম্নচাপের বৃষ্টির প্রভাবে নদী তীরবর্তী নিচু এলাকায় ধান চাষে ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে বিষ্ণুপুর মহকুমার দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ তীরবর্তী এলাকায় ধানচাষিরা। এবার শোষক পোকার আক্রমণে ও ধসায় খাস ধান গাছের শিস নষ্ট হতে বসেছে। ফলে দেশি খাস ধানে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। বাঁকুড়া জেলা কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মরশুমে জেলার তিনটি মহকুমায় প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। এদিকে টানা ভারী বৃষ্টিতে খাতড়া ও বাঁকুড়া সদর মহকুমায় ধানচাষের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তবে বিষ্ণুপুর মহকুমায় দামোদর ও দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাস ব্লকের নিচু এলাকায় জমিতে জল দাঁড়িয়ে থাকায় ক্ষতি হয়েছে। খাতড়া মহকুমার কৃষি আধিকারিক শুভেন্দু হাজরা বলেন, পুজোর আগে ও পরে নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় বেশ কিছু মৌজায় দেশি খাস ধানে শোষক পোকার আক্রমণ ও ধসার উপদ্রব দেখা দিয়েছে। দেশি খাস ধান গাছে ব্লাইট বা ধসা জাতীয় রোগ হয়েছে। ছত্রাকনাশক ওষুধ প্রয়োগ করার জন্য চাষিদের বলা হয়েছে। ফলে কিছু এলাকায় দেশি খাস ধানে ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা কৃষিদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিম্নচাপের বৃষ্টি ও ঝ।ো হাওয়ার দাপটে কিছু জমিতে লাল স্বর্ণ, শতাব্দী, বি এন ২০, দেশি খাস-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ধানগাছ মাটিতে শুয়ে প।ছে। পাশাপাশি শোষক পোকার আক্রমণে দেশি খাসধানের শিষের নিচে ব্লাইট বা শিষ ঝলসা জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এবার ধানচাষ ব্যাপক হয়েছে। তবে শোষক পোকার উপদ্রবে ফলনের মুখে দেশি খাস ধানের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সোনামুখী ব্লকের কোচডিহি পঞ্চায়েত এলাকার চাষি শান্তনু মণ্ডল, সহদেব মণ্ডল বলেন, অনেক টাকা খরচ করে খাস ধান চাষ করেছি। কিন্তু এখন ফলনের মুখে শোকপোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। জমিতে ২-৩ বার করে ছত্রাকনাশক ও শোষক পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে। ধান শিষের নিচে ধসা জাতীয় রোগ দেখা যাচ্ছে। শিষ শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে ফলন ভালো হবে না বলে আশঙ্কা করছি।

বাঁকুড়া জেলা কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, এখন জমিতে নানারকম মেরি ও ঝলসা পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ধান গাছে মেরি ও ঝলসা দেখা দেওয়ার আগেই কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করার জন্য বলা হয়েছে। তবে যেসব জমিতে এই রোগ ও পোকার উপদ্রব মারাত্মকভাবে হচ্ছে সেইসব জমিতে দেশি খাস ধানের শিস শুকিয়ে গেলে ফলন কম হবে। তবে সর্বত্র এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়নি। ব্লক স্তরে কৃষি আধিকারিকদের বিষয়টি নজরে রাখার জন্য বলা হয়েছে।

## কাজের চাপ কমাতে ১০ রোগীকে খুন! নার্সকে আজীবন কারাদণ্ড

৭ নভেম্বরঃ রোগী যত বেশি হবে কাজের চাপ তত বা।বে। এই ভাবনা থেকেই হাসপাতালে ১০ জন রোগীকে হত্যা করেছিলেন নার্স। শুধু তাই নয়, আরও ২৭ জন রোগীকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ভয়ংকর এই ঘটনায় অপরাধীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত। জানা যাচ্ছে, গত এক বছর ধরে জার্মানির উরসেলেনের এক হাসপাতালে এই হত্যাকাণ্ড চালান ওই নার্স।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০ সাল থেকে ওই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন অভিযুক্ত নার্স। তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করা হলেও পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২৪ সালের মে মাসের মধ্যে হাসপাতালে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হচ্ছিল একের পর এক রোগীর। তদন্তে জানা যায়, ৪৪ বছর বয়সি ওই নার্স রাতের শিফটে কাজের চাপ কমাতে বয়স্ক ও গুরুতর অসুস্থ রোগীদের মরফিন ও মিডাজোলামের মতো ঘুমের ওষুধ অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করতেন। যাতে রাতে ওই

রোগীদের বিশেষ যত্ন নিতে না হয়। একের পর এক রোগীর হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ও মৃত্যুতে সন্দেহ হয় চিকিৎসক ও কর্মীদের। তদন্তে নেমে ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয় ওই নার্সকে।

এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার সময় আদালত জানায়, অপরাধী গুরুতর অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাজ করেছেন। ফলে কঠোর শাস্তি প্রাপ্য তাঁর। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালে অন্য রোগীদের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো অতীতের ঘটনাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আপাতত ১০ রোগীকে হত্যার পাশাপাশি আরও ২৭ জন রোগীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে নার্সের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, জার্মানিতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে হত্যার এমন ভয়াবহ ঘটনা প্রথমবার নয়, এর আগেও এসেছে এমন ভয়ংকর তথ্য। ২০১৯ সালে জার্মানির দুটি হাসপাতালে ৮৫ জন রোগীকে হত্যার অভিযোগে নার্স নীলস হোগেলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, অপরাধী ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে হৃদরোগের ওষুধের অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ করে রোগীদের হত্যা করেছিলেন।

## আগামী বছর ভারত সফরে ট্রাম্প!

৭ নভেম্বর ঃ সাময়িক ধাক্কা সামলে আবারও মসৃণ হচ্ছে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। বৃহস্পতিবার তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন, রুশ তেল কেনা অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে ভারত। ' নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নিয়মিত কথা হয় বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। তাই আগামী বছর ভারত সফরে আসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, মোদি তো রাশিয়া থেকে তেল কেনা অনেকটাই বন্ধ করে দিয়েছে। ও আমার বন্ধু, মাঝে মাঝেই কথা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি অসাধারণ মানুষ। উনি চান আমি যেন ভারতে যাই। আমরা কথা বলে সব ঠিক করব। তখনই এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, তাহলে কি আগামী বছর ভারত সফরে দেখা যাবে ট্রাম্পকে? মার্কিন প্রেসিডেন্টের জবাব, হ্যাঁ, হতেই পারে। উল্লেখ্য, দিনদশেক আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে আমি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রয়েছে। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক দারুণ। মোদির নেতৃত্বে ভারত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটও বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খুবই আশাবাদী। পাশাপাশি, বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে যে আগ্রহী ভারতও সেকথাও পরিষ্কার করে দেয় নয়াদিল্লি। তবে দীর্ঘদিন আলোচনা হলেও চুক্তি এখনও স্বাক্ষরিত হয়নি। অন্যদিকে, মাসখানেক আগেই ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মোদি স্বয়ং। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি সাফ উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। তবে রয়টার্সের রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের সবচেয়ে ব। রুশ তেলের ক্রেতা রিলায়্যান্স নাকি অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে রুশ তেল কেনার পরিমাণ। সেরকম হলে রুশ তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধও করে দিতে পারে তারা। সরকার নিয়ন্ত্রিত শোধনাগারাগুলিও একই পথে হাঁটতে পারে বলে রয়টার্সের দাবি। এবার সেকথা শোনা গেল ট্রাম্পের মুখে।

## রাশিয়ায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ভারতীয়ের রহস্যমৃত্যু, নদী থেকে উদ্ধার দেহ

৭ নভেম্বর ঃ রাশিয়ায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ভারতীয় পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। ১৯ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অজিত সিং চৌধুরী নামে রাজস্থানের বাসিনন্দা ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে এক নদীর পাড় থেকে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনা নাকি কেউ বা কারা ওই যুবককে হত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখছে রুশ পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, রাজস্থানের আলোয়ারের বাসিন্দা অজিত ২০২৩ সালে বাশকির স্টেট মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে রাশিয়া আসেন। গত ১৯ অক্টোবর উফা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সহপাঠিদের দাবি অনুযায়ী, ওইদিন রাত ১১টা নাগাদ দুধ কিনতে হোস্টেল থেকে বেরিয়েছিলেন অজিত। কিন্তু এরপর আর ফেরেননি। আলোয়ারের সরস ডেয়ারির চেয়ারম্যান নীতীন সাঙ্গওয়ান বলেন, অজিতের দেহ হোয়াইট নদীতে অবস্থিত একটি বাঁধের পাড়ে পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই বিষয়ে সরকারি ভাবে কিছু না জানানো হলেও, গত বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারকে মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দূতাবাসের তরফে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্র সিং আলোয়ার বলেন, ১৯ দিন আগে নদীর পাড়ে ২২ বছর বয়সি ওই পড়ুয়ার পোশাক, মোবাইল, ফোন ও জুতো পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, ওই পড়ুয়ার সঙ্গে ভয়াবহ কিছু ঘটেছিল বলে আমাদের অনুমান। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, অজিতের পরিবার নিজেদের সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে ছেলেকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিল। নদীতে তাঁর দেহ উদ্ধারের এই মর্মান্তিক খবর ওই পরিবারের জন্য কতটা শোকের তা অনুমান করতে পারি।

**Name Change**

I, Papiya Ghosh alias Papiya Ghosh(Biswas)(Old Name) W/o Goutam Ghosh residing at D.V.C. Chakdighi Road, P.O. & P.S.-Memari Dist-Purba Bardhaman, Pin-713146 WB have changed my name and shall henceforth be known as PAPIYA GHOSH BISWAS(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 16/09/2025. Papiya Ghosh, Papiya Ghosh and PAPIYA GHOSH BISWAS all are same and one identical person.

**Name Change**

I, Papiya Ghosh alias Papiya Ghosh(Biswas)(Old Name) W/o Goutam Ghosh residing at D.V.C. Chakdighi Road, P.O. & P.S.-Memari Dist-Purba Bardhaman, Pin-713146 WB have changed my name and shall henceforth be known as PAPIYA GHOSH BISWAS(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman dated 16/09/2025. Papiya Ghosh, Papiya Ghosh and PAPIYA GHOSH BISWAS all are same and one identical person.

**Name Change**

I, SUDIPTO CHAKRABORTY S/o Pranab Chakraborty residing at Vidyapith Road, Birati,, P.O. & P.S. Nimta, Kolkata-700051 do hereby solemnly affirm & declare my actual name SUDIPTO CHAKRABORTY instead of SUDIPTA CHAKRABORTY which is wrongly recorded in my driving licence No. WB23 20130178028, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 03/11/2025. SUDIPTA CHAKRABORTY and SUDIPTO CHAKRABORTY both are same and one identical person.

**Name Change**

I ,HASANUJAMAN NAODA S/O LIYAKAT NAODA MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS HASANUJAMAN MAODA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 8/8/25 HASANUJAMAN NAODA, HASANUJAMAN MAODA AND HASANUZZAMAN SK IS SAME PERSON R/O VILL - SALI GRAM PS - NAKA SHIPARA NADIA.

**Name Change**

I, ARTI SHAW (OLD NAME) W/O MUZAFFAR IMAM, RESIDING AT, 9, GORA CHAND ROAD BENIAPUKUR , KOLKATA - 14, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IQRA AFREEN (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPUR , SL. NO - 5021 , DATED 21/4/2011 , IQRA AFREEN (NEW NAME) AND ARTI SHAW (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

**Name Change**

I, SATYA DINDA (OLD NAME) S/O LATE PRAHALAD DINDA, RESIDING AT, VILL & P.O – DAKSHIN DAMODARPUR , P.S – NANDAKUMAR , PURBA MEDINIPUR , PIN - 721652, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYARANJAN DINDA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 07/11/2025 , SATYARANJAN DINDA (NEW NAME) AND SATYA DINDA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

**Name Change**

I, HUSSAIN MERHABA S/o Kaizar Ali Hussain Merhaba residing at Flora Fountain, BL 1, 11-FR, FL-11D, 45, Christopher Road, P.O. Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 do hereby solemnly affirm & declare my actual name HUSSAIN MERHABA instead of HUSSAIN KAIZAR MERHABA which is wrongly recorded in my driving licence No. WB01 20050252021, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 17/10/2025. HUSSAIN KAIZAR MERHABA and HUSSAIN MERHABA both are same and one identical person.

**Name Change**

I,MD MANNAN CHAKDAR (OLD NAME) S/O MD SOWKAT CHAKDAR, RESIDING AT, VILL –KRIPARAMPUR, P.O SUKDEBPUR , P.S – BISHNUPUR , S.24.PGS. – 743503 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANNAN CHAKDER (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 07/11/2025 , MANNAN CHAKDER (NEW NAME) AND MD MANNAN CHAKDAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

**Name Change**

I, PODDU VASWANI (OLD NAME) W/O LATE HARI VASWANI, RESIDING AT, 49/1,S.N BANERJEE ROAD, KOLKATA - 700014, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PADMA VASWANI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 06/11/2025 , PADMA VASWANI (NEW NAME) AND PODDU VASWANI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

**নাম পরিবর্তন**

আমি মফুজা বিবি (পুরোনো নাম) স্বামী মীর মাখন আলি গ্রাম- সনসত, ডাকঘর- সনসত, থানা- বোলপুর জেলা- বীরভূম, পিন ৭৩১২৪০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের বাসিন্দা, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে ডালিয়া বিবি (নতুন নাম) হিসাবে পরিচিত হব যা ২৬-০৮-২০২৫ তারিখের হলফ নামা দ্বারা বোলপুরের নোটারি পাবলিকের সামনে ঘোষিত হয়েছে। মফুজা বিবি (পুরোনো নাম) এবং ডালিয়া বিবি (নতুন নাম) উভয়েই একই আভিন্ন ব্যাক্তি।

**Name Change**

I, NURJAHAN BIBI (OLD NAME) W/O AZAD HOSSAIN MOLLA, RESIDING AT, VILL –GHOLA NOAPARA, P.O – USTHI, P.S – USTHI , S.24,PGS.- 743375, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOORJAHAN BIBI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 07/11/2025 , NOORJAHAN BIBI (NEW NAME) AND NURJAHAN BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

**নাম পরিবর্তন**

আমি Suman Mandal পিতা Bapan Mandal, ঠিকানা-নারনা, ডোমজুড়, হাওড়া, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্ট, কলকাতা এর Affidavit দ্বারা Suman Mandol নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 7847 Dated. 07.11.2025. Suman Mandal ও Suman Mandol একই ব্যক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি মীর মেহের আলি (পুরোনো নাম) পিতা মীর রহমত আলি গ্রাম সনসত, ডাকঘর-সনসত থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম পিন ৭৩১২৪০ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বাসিন্দা, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে মীর মাখন আলি (নতুন নাম) হিসাবে পরিচিত হব। যেমন টি ২৬-০৮--২০২৫ তারিখে বোলপুরের নোটারি পাবলিকের সামনে হলফনামা দ্বারা ঘোষিত হয়েছে। মীর মেহের আলি (পুরোনো নাম) এবং মীর মাখন আলি (নতুন নাম) উভয়েই একই ও অভিন্ন ব্যাক্তি।

**Name Change**

I,RAMESH GHATI S/O LT BHABESH GHATI MY AND MY FATHER NAME HASBEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AND RATION CARD AS RAMESH SANTRA S/O LT GANESH SANTRA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 21/8/25 I RAMESH GHATI S/O LT BHABESH GHATI AND RAMESH SANTRA S/O LT GANESH SANTRA IS SAME PER SON MY ACTUAL DATE OF BIRTH IS 4/11/1999 R/O VILL KUKRA DAHA PO-CHARUI TIPI P/S CHAPRA ,NADIA.

**Name Change**

I,MODINA BIBI (old name) W/O -MD NAWAB residing at VILL&PO-KALADANGA PS- DAULATABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742304. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) MODINA BIBI to (new name) MODINA KHATUN and henceforth, I shall be known as (new name) MODINA KHATUN in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 07/11/2025. (new name ) MODINA KHATUN & MODINA BIBI (old name) both name are same and one identical person.

**Name Change**

I,MORTUJA SEKH (old name) W/O - WAYEZ ALI SK residing at HOSPITALPARA PO-BETHU DAHARI PS-NAKA SHIPARA DIST-NADIA PIN-741126. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) MORTUJA SEKH to (new name) MURTUZA SK and henceforth, I shall be known as (new name) MURTUZA SK in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 07/11/2025. (new name ) MURTUZA SK & MORTUJA SEKH (old name) both name are same and one identical person.

**Name Change**

I,SALMA AKTER BANU (old name) W/O -FARUK AHMED residing at VILL-GHOSHPARA PO- MURADPUR PS-JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742305. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) SALMA AKTER BANU to (new name) SALMA AKTAR BANU and henceforth, I shall be known as (new name) SALMA AKTAR BANU in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 07/11/2025. (new name ) SALMA AKTAR BANU & SALMA AKTER BANU (old name) both name are same and one identical person.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking

**সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা**

আর. ও. কলকাতা মেট্রো, ১৪১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১
কর্মস্থল ঃ যমুনা ভবন, ১ম তলা, ৫৫৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১
মোবাইল ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০, ইমেলঃubin0554731@unionbankofindia.bank

**বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত ঋণগ্রহীতার প্রতি বিজ্ঞপ্তি (৩০ দিনের নোটিশ)**
**নিরাপত্তা স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধি ২০০২ এর বিধি ৬ (২)৮ (৬)**

বিনীত ঋণগ্রহীতা তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫

**মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড,** ৩১৩, সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, ব্লক - জে,প্লট-১২৭এ, কলকাতা-৭০০ ০৫৩

**জামিনদারঃ** মেসার্স অনিতা ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১২, হেমন্ত বসু সরণি,দ্বিতীয় তলা,কলকাতা-৭০০০৬৯

**মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড।**১২,হেমন্ত বসু সরণি,২য়তলা, কলকাতা -৭০০০৬৯।

**শ্রী উমা শঙ্কর সিংঘল,** ৫২৬, ভিআইপি রোড, ফ্ল্যাট নং ১ক, ব্লক - বি, পার্বতী বিহার, ফেজ -১, কলকাতা-৭০০ ০৫৯

**শ্রী বিবেক টেকরিওয়াল,** ২২, গোপাল চন্দ্র মুখার্জি লেন, হাওড়া-৭১১ ১০১

স্যার / ম্যাডাম,

**বিষয়ঃ ঋণগ্রহীতা মেসার্স টাইগারহিল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স অনিতা ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রী উমা শঙ্কর সিংঘল, শ্রী বিবেক টেকরিওয়ালের সম্পত্তির উপ-বিক্রয়। ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি-ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে ব্যাংকের বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য।**

**ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কিড্ডারপুর শাখা (এখন অ্যাকাউনন্টটি ARB, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৯.০২.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটসএন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, **২৮.০৫.২০২৪** তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৬ বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হযে.পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।অতএব, যদি আপনি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয় পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আপনি আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

**সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ**

১. **বাণিজ্যিক স্থান নং ৩বি,** সেন্ট্রাল প্লাজার পূর্ব দিকে, ১৬২,জি. টি. রোড (পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষা পাড়া, পি. এস. এবং পি. ও. - চন্দন নগর, জেলা -হুগলি, পিন - ৭১৩১৩৬, ১৫৩৬ বর্গফুট পরিমাপের, দলিল নং ২৭৭৬/২০১৫ অনুসারে, **মেসার্স অনিতা ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এবং- পূর্বঃজি. টি. রোড,পশ্চিমঃ এল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫ এর অংশ, উত্তরঃএল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃ এল. আর.দাগ নং ৬৭২ এবং সাধারণ পথ।

২. **বাণিজ্যিক স্থান নং ৩এ,** সেন্ট্রাল প্লাজার তৃতীয় তলায়, ১৬২, জি. টি. রোড(পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষা পাড়া, পি. এস. এবং পি. ও. চন্দ নগর, জেলা- হুগলি, পিন -৭১৩১৩৬, ১৭৫৭ বর্গফুট, ডিড নং ২৭৭৯/ ২০১৫ অনুসারে, **মেসার্সঅনিতা ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এবং- পূর্বঃ জি. টি. রোড, পশ্চিমঃএল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫ এর অংশ, উত্তরঃএল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃএল. আর. দাগ নং ৬৭২এবং সাধারণ পথ।

৩. **বাণিজ্যিক স্থান নং ৪এ,** সেন্ট্রাল প্লাজার ৪র্থ তলায়, ১৬২, জি. টি. রোড(পশ্চিম), তালডাঙ্গা সরিষা পাড়া, পি. এস. এবং পি. ও. - চন্দ নগর, জেলা - হুগলি,পিন - ৭১৩১৩৬, ১৭৫৭ বর্গফুট মাপ। দলিল নং ২৭৭৮১৫ অনুসারে**মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এবং - পূর্বঃজি. টি. রোড, পশ্চিমঃ এল. আর. দাগ নং ৫৩০ এবং ৬৭৫ এর অংশ, উত্তরঃ এল. আর. দাগ নং ৬০৬, দক্ষিণঃ এল. আর. দাগ নং ৬৭২এবং সাধারণ পথ।

৪. **৬ খান রোড চন্দ্রিমা অ্যাপার্টমেন্টে**র **১ম** তলায় বাণিজ্যিক স্থান, পি. ও.মানকুন্ডু, পি. এস. ভদ্রেশ্বর, ওয়ার্ড নং ১, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৩৯। ১৩১৯ বর্গফুট পরিমাপঃ দলিল নং ০০০১০ / ২০১৫ **মেসার্স ইন্ডিগোএজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে এবং পূর্বঃ জয়ন্ত রায়ের বাড়ি, পশ্চিমঃ বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ি, উত্তরঃ বিষ্ণু খানের জমি, দক্ষিণঃখান রোড

৫. **৬ খান রোড, চন্দ্রিমা অ্যাপার্টমেন্টে**র নিচতলায় বাণিজ্যিক স্থান পি. ও. মানকুন্ডু, পি. এস.- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২১৩৯। ১০১৫ বর্গফুট পরিমাপঃ দলিল নং ০৪৬৬০/২০১৪ **মেসার্স ইন্ডিগো এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের** নামে। লিমিটেড এবং সীমানা - পূর্বঃ জয়ন্ত রায়ের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমঃ বিশ্বনাথ ঘোষের বাড়ি দ্বারা, উত্তরঃ বিষ্ণু খানের জমি দ্বারা, দক্ষিণঃ খান রোড দ্বারা।

**তারিখঃ ৩১.১০.২০২৫**
**স্থানঃ কলকাতা**

**অনুমোদিত কর্মকর্তা**
**ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

# প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ গ্রেফতার ২ পাচারকারী, চিন্তিত বনদপ্তর

তরুণ দত্ত, আলিপুরদুয়ার, ৭ নভেম্বর ঃ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল জলদাপাড়া বন বিভাগের কর্মীরা। বন্যপ্রাণীর

দেহাংশ পাচারের বিরুদ্ধে এদিন এক উল্লেখযোগ্য অভিযান হয়। জলদাপাড়া বন বিভাগের একটি দল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থেকে একটি বন্যপ্রাণী পাচারকারী চক্রের উন্মোচন করেছে। পাচারকারীদের থেকে প্রায় ৪৭০ গ্রাম চাইনিজ প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। নিষিদ্ধ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের চেষ্টা করার সময় জলপাইগুড়ি জেলার কালীরহাট গ্রামের বিনোদ রায় এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য খুটিমারি গ্রামের পূর্ণ রায় নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত উভয়কেই হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে। আজ তাদের তোলা হবে আদালতে। জানা গেছে, এই পাচারকারীরা ফালাকাটার রাস্তা ধরে কোচবিহার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে এই আঁশ বিক্রির ছক কষেছিল। চিন, ভুটানে এই প্রাণীর আঁশ-এর চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ওষুধ প্রস্তুতির জন্য প্যাঙ্গোলিনের আঁশ এবং মাংস উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত করা হয় দেশগুলিতে বলে জানা যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতে কিছু স্থানে এখনও কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে এই প্রাণীর আঁশ ব্যবহার হয় বলে জানা যায়। এই স্থানগুলিতে প্রচুর টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয় প্যাঙ্গোলিনের দেহাংশ। প্যাঙ্গোলিন স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের শরীরের আঁশযুক্ত বর্মের জন্য পরিচিত। যা নখ বা পায়ের নখের মতো একই উপাদান অর্থাৎ কেরাটিন দিয়ে তৈরি। এরা একাকী, নিশাচর এবং মূলত পিঁপড়া ও উইপোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। উইয়ের ঢিবির সামনে এদের বাস দেখা যায়। তবে উত্তরবঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে কমছে এই প্রাণীর সংখ্যা। ভুটান ও চিনে এই প্রাণী পাচার হয়ে যাচ্ছে। যা চিন্তার কারণ বন দফতরের কাছে।

# ভুটানের জলে ক্ষতিগ্রস্ত ডুয়ার্সের জঙ্গল, জলঢাকা-তোর্সার প্রবাহে বাড়ছে আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৭ নভেম্বর ঃ ভুটানের জলের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডুয়ার্সের জঙ্গলও। আগামী দিনে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলঢাকা ও তোর্সা নদীর জল জঙ্গলে আরও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা। সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বৈঠকে এই উদ্বেগের কথা জানান বনাধিকারিকরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান ও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালও। গত ৫ অক্টোবর ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ডুয়ার্সে। জনজীবনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বন ও বন্যপ্রাণীর জীবন। একাধিক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। একাধিক সংখ্যায় প্রাণীর প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ের পথ ধরে। প্রাণীদের আবাসভূমির পাশাপাশি খাদ্যভাণ্ডার ঘাস বন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিধায়ক তথা পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল জানান, এখনও পর্যন্ত দশটি গন্ডারকে লোকালয় থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। আরও একটি গন্ডারকে জঙ্গলে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। জলদাপাড়ায় ঘাস জমি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর হানাদারি বেড়েছে। যা এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বনদপ্তরের। এদিন বন বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। বিধায়ক জানান, তুলনামূলকভাবে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও, এখানেও একরের পর একর ঘাসজমি বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে ঘাসজমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হলেও পাহাড়ি নদীগুলি এখনও আশঙ্কার কারণ। তবে গরুমারা সংলগ্ন লোকালয়গুলিতে বন্যপ্রাণীর হানাদারির ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম। এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়-বন্যার পরবর্তীতে কোন কোন জঙ্গলে কী সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বন ও বন্যপ্রাণীকে সুরক্ষিত রাখতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিধায়ক তথা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল জানান, এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি স্পিকারের কাছে পেশ করবেন।

# বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক অব্যাহত, পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৭ নভেম্বর ঃ ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে বহু বনবসতি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানকার মানুষ জঙ্গলকেই আয় ও জীবিকার উৎস হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু সেই জঙ্গলই যেন ভয়ের আরেক নাম। মাঝেমধ্যেই হাতির পাল ঢুকে পড়ছে। কখনও আবার লেপার্ড বা অন্য বন্যপ্রাণীর হানা। ফসল নষ্ট, ঘরবাড়ি ভাঙচোরা

এবং তার থেকেও ভয়ঙ্কর প্রাণহানি। পরিবারের একজন সদস্য হারালে ভেঙে পড়ে গোটা সংসার। এই পরিস্থিতিতে বন দফতর কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায়, তা জানালেন অতিরিক্ত বনকর্তা। তিনি জানান, বন্যপ্রাণীর আক্রমণে আহত বা নিহত হলে সরকার নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখেছে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে, পরিবার প্রথম পর্যায়ে পায় ২০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা। পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও পরিচয়পত্র জমা দিলেই এই সাহায্য পাওয়া যায়। এরপর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জমা দিলে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। অঙ্গহানির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পান এক লক্ষ টাকা। গুরুতর আহত হলে মেলে ৫০ হাজার টাকা এবং সামান্য আহত হলে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সহায়তা। এছাড়াও চিকিৎসার খরচ বহন করে বন দফতর। অন্যদিকে চাষের জমি, ফসল, বা ঘরবাড়ি নষ্ট হলে পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট, জমির কাগজ ও বন দফতরের আবেদনপত্র জমা দিলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ নিজে গিয়ে আবেদন করতে না পারলে, বনকর্মীদের পক্ষ থেকেই নথি সংগ্রহ করে ব্যবস্থা করা হয়। বনকর্তার বার্তা, 'আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন। আমরা পাশে আছি।'

# অবশেষে ধরা পড়ল বিরাট ময়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ তিস্তা নদীতে ভেসে এসে এলাকায় ত্রাস চলাচ্ছিল গত কয়েকদিন ধরে। কখনও কারও ছাগলের ঘরে, কখনও আবার কারও মুরগির খোপে দেখা মিলছিল এই সাপটির। তবে প্রতিবারই ধরা পড়ার আগেই পালিয়ে যাচ্ছিল সে। অবশেষে গভীর রাতে ঘটনাটি নজরে আসে। রাস্তার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে থাকা সাপটিকে প্রথম দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। গাড়ির আলো

পড়তেই বোঝা যায় এটি একটি বিশাল অজগর সাপ। এরপর স্থানীয়রা দ্রুত চারদিক ঘিরে ফেলে এবং খবর দেয় পরিবেশপ্রেমী দলকে। ঘটনাস্থলে তারা পৌঁছে তারা নিরাপদে সাপটিকে উদ্ধার করেন। জানা গেছে, তিস্তা সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় নয় ফিট লম্বা ওই অজগর সাপটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারী দলের সদস্য অঙ্কুরবাবু জানান, এর আগেও একই জায়গা থেকে সাপটি দেখা গেছে বলে ফোন এসেছিল, কিন্তু তখন ধরা যায়নি। অবশেষে আজ রাতে আমরা সফলভাবে উদ্ধার করতে পেরেছি। উদ্ধার হওয়া সাপটিকে আজই বনদফতর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিবেশপ্রেমীরা। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে জলপাইগুড়ি শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে একাধিক অজগর সাপ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, এই ধরনের পুনরাবৃত্তি স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা ভাল লক্ষণ নয়।

# আর্থিক প্রতারণা চক্রে যুক্ত ৪ বাংলাদেশি যুবক সহ গ্রেপ্তার ৭ জন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ ভারতে আর্থিক প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগে এবার নাম জড়ালো কিছু বাংলাদেশি যুবকের। মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার প্রত্যন্ত গ্রামে কয়েকজন ভারতীয় যুবকের সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল চারজন বাংলাদেশি যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ বড়ঞা থেকে গ্রেপ্তার করে চারজন বাংলাদেশি সহ তিন ভারতীয় যুবককে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং জানান, 'বৃহস্পতিবার বড়ঞা থানা এলাকা থেকে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে চার বাংলাদেশি সহ মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে দু'টি ল্যাপটপ, ১৩ টি মোবাইল এবং ১২১টি এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হলেন মিরাফ শেখ, শান শেখ, সিফাত শেখ, রবি শেখ, সোনারুল শেখ, ফিরোজ শেখ এবং মহম্মদ আরিফ খান। এদের মধ্যে চারজন বাংলাদেশি এবং তিনজন বড়ঞা থানা এলাকার বাসিন্দা।' তিনি আরও বলেন, 'ধৃত তিনজন ভারতীয় যুবক - ফিরোজ শেখ, সোনারুল শেখ এবং মহম্মদ আরিফ খান হলেন এই প্রতারণা চক্রের মাস্টারমাইন্ড। তারা একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে, বিভিন্ন এটিএম কার্ড ব্যবহার করে প্রতারণা চক্র চালাতেন। আর চারজন বাংলাদেশি যুবক এদের আশ্রয় থেকেই প্রতারণা চক্রের কাজে তাদের সাহায্য করতেন। তবে ধৃত চার বাংলাদেশি যুবকের কাছ থেকে ভারতে ঢোকার কোনও বৈধ প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কবে থেকে এবং কীভাবে তারা এই আর্থিক প্রতারণা চক্র চালাত তা তদন্ত করে দেখছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।' প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই এই আর্থিক প্রতারণা চক্র চালাতেন অভিযুক্ত সাত ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ১২১ টিএম কার্ডের মালিকদের খোঁজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু এই প্রতারণা চক্রের মাধ্যমে কত টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত জানা না গেলেও কিছু সন্দেহজনক লেনদেনের হদিস পাওয়া গেছে এবং সেই সূত্র ধরেই তদন্ত করা হচ্ছে। ধৃতদের দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার তাদের আদালতে পেশ করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

# চন্দ্রকোণা রোডে বায়ুসেনা ঘাঁটির খবর ছড়াতেই চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ নভেম্বর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের

চন্দ্রকোনা রোডে অবস্থিত বায়ুসেনার ঘাঁটি? চন্দ্রকোনা রোডে অবস্থিত বায়ুসেনার ঘাঁটি একটি ঐতিহাসিক স্থান। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি করা হয়েছিল। এই ঘাঁটি বায়ুসেনার বিমানগুলোর উড়ান ও অবতরণের জন্য ব্যবহৃত হত। সেই ঘাঁটির ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডেও রয়েছে বায়ুসেনার একটি ঘাঁটি। যেখানে বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ওঠানামা করেছে। এমনই শোনা যায়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোডের ডিগ্রী অ্যারোড্রাম এলাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রয়েছে বায়ুসেনার ঘাঁটি। এই ঘাঁটি পরিদর্শন করতে মাঝেমধ্যেই আসেন বায়ুসেনার আধিকারিকরা। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলেই প্রয়োজন হতে পারে এই সমস্ত পড়ে থাকা বায়ুসেনার ঘাঁটি। একসময় এই ঘাঁটিতেই থাকতেন বায়ু সেনার আধিকারিকরা। আজ ভগ্নপ্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছে সেটি। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তৈরি করা হয়েছিল। এখন তা ভগ্নপ্রায় অবস্থায়, নিয়মাবলির বোর্ড শুধুমাত্র রয়েছে টাঙানো। তবে এই ঘাঁটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই জায়গাটির গুরুত্ব ছিল। স্থানীয় মানুষের মনে এই পুরোনো ঘাঁটির স্মৃতি এখনও আছে। এই ঘাঁটির সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বজায় থাকে আগামী দিনেও। স্থানীয় মানুষদের স্মৃতি ও ইতিহাসকে ধরে রাখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।এই ঘাঁটির সংরক্ষণ করা হলে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। চন্দ্রকোনা রোডে অবস্থিত বায়ু.সেনার ঘাঁটি একটি ঐতিহাসিক স্থান যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি করা হয়েছিল। এই ঘাঁটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে এবং এটি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

# অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের নামে প্রতারণা করে টাকা হাতানোর ঘটনায় রাজস্থান থেকে গ্রেফতার দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৭ নভেম্বর ঃ সাইবার প্রতারণায় আবারও বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। রাজস্থানের নামি হোটেলে বসে দিঘা, মন্দারমণি সহ জেলার একাধিক জায়গার নামি হোটেলের ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে প্রতারণা চলছিল। সেই হদিশ পায় তমলুক সাইবার থানা। এরপর মরু শহরে অভিযান চালিয়ে এই প্রতারণা চক্রে জড়িত থাকা দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হল। তাঁদের তমলুক জেলা আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের এক বাসিন্দা এমন প্রতারণার শিকার হন। মন্দারমণির এক রিসর্টের নামে অনলাইনে ২৭ হাজার টাকার অগ্রিম বুকিং করেন তিনি। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে জানতে পারেন, ওয়েবসাইটটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। এরপর হোটেল কর্তৃপক্ষই প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করে। অনলাইনে হোটেল বুকিংয়ের নামে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় রাজস্থান থেকে গ্রেফতার হল দুই ভাই। ধৃতরা হলেন রাজস্থানের ডিগ জেলার বাসিন্দা আমজাদ খান (১৮) ও জাবেদ খান (৩২)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এরা ভুয়ো ওয়েবসাইট বানিয়ে নামিদামি হোটেল ও রিসর্টের ছবি, নাম ও লোগো ব্যবহার করত। সেই ভুয়ো ওয়েবসাইটে অনলাইন ঘর বুকিংয়ের নামে পর্যটকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা আদায় করা হত। অভিযোগ, মন্দারমণির একাধিক হোটেলের ওয়েবসাইটও নকল করে প্রতারণা চালাত ওই চক্র। এই প্রতারণার অভিযোগে মন্দারমণির এক হোটেল ম্যানেজার সৌভিক চক্রবর্তী জেলা সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নামে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সাইবার থানার একটি বিশেষ দল। অফিসার সৌরভ মিত্রের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের টিম রাজস্থানে গিয়ে অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে দুই ভাই আমজাদ ও জাবেদকে গ্রেফতার করে। তাঁদের ট্রানজিট রিমান্ডে তমলুকে আনা হয় এবং তমলুক আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারী অফিসার সৌরভ বলেন, রাজস্থানে বসেই এই চক্র একাধিক পর্যটনস্থলের হোটেলকে নিশানা বানিয়ে প্রতারণা চালাচ্ছিল। এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র কাজ করছে কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত চলছে। জানা গেছে, অভিযুক্তরা একাধিক হোটেলের নাম ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে রিসর্টের প্রতিনিধি পরিচয়ে পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এরপর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হত কিউআর কোড। বুকিংয়ের নামে টাকা পাঠানোর পর পর্যটকদের দেওয়া হত জাল বিল ও মিথ্যা কনফার্মেশন মেসেজ। রাজস্থানের ডিগ জেলা যেন ঝাড়খণ্ডের জামতাড়াকেও ছাপিয়ে গেছে! এমনটাই দাবি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেল বিভাগের দায়িত্বে থাকা অফিসারদের।

# এসআইআর আবহে চড়ছে পারদ, ২০২৬-কে পাখির চোখ করে বড় কর্মসূচির ঘোষণা করল সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ এসআইআর আবহে ক্রমশ চড়ছে বঙ্গ রাজনীতির পারদ। তারই মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে পাখির চোখ করে বড় কর্মসূচির ঘোষণা করল সিপিআইএম। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যুব সংগঠনকে সামনে রেখে রাজ্যে 'ইনসাফ যাত্রা' করেছিল, এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রার' ডাক দিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই কর্মসূচিকে ভোটের আগে কতটা তা বুঝে নিতে ওয়ার্মআপ হিসেবেই দেখছে সিপিআইএম। লোকসভা ভোটের আগে ইনসাফ যাত্রা কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছিল। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে কলকাতায় শেষ হয়েছিল ব্রিগেড সমাবেশ দিয়ে। 'বাংলা বাঁচাও যাত্রায়' ব্রিগেডের ঘোষণা না হলেও, এবারের যাত্রাও শুরু হতে চলেছে কোচবিহার থেকে। ২৯ নভেম্বর কোচবিহার তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে ২৯ নভেম্বর ১৭ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে শেষ হবে যাত্রা। পায়ে হেঁটে, ট্যাবলো, গাড়িতে এই যাত্রা হবে। সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রার' ঘোষণা করেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি জানান, বাংলাকে বাঁচাতে হলে বামপন্থার পুনরুত্থান প্রয়োজন। ভাষা, সংস্কৃতি, খেলা, সাহিত্য সবকিছুতে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। এছাড়া জল, জমি, জঙ্গল, স্কুল, হাসপাতাল, শিল্প সহ রাজ্যেক একাধিক বিষয় বাঁচাতেই এই বাংলা বাঁচাও যাত্রা বলে জানান মহম্মদ সেলিম। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথের কর্মসূচি নিয়ে আশাবাদী আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যর কথায়, 'জনগণের বিভিন্ন ইস্যু রক্ষা

করতেই 'বাংলা বাঁচাও' যাত্রা হবে। একটি কেন্দ্রীয় পদযাত্রার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় জনসভা হবে। নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই প্রচার শুরু করা মূল লক্ষ্য হতে চলেছে। কোন ইস্যুতে ভোট হবে , এই যাত্রা থেকে ঝালিয়ে নেবে বামেরা। এর সুফল ভোট বাক্সে কতটা পাবে সিপিআইএম, তার উত্তর দেবে সময়।

# এবার কেরলে হতে চলেছে কুম্ভমেলা

তিরুবনন্তপুরম, ৭ নভেম্বর ঃ কেরলে হতে চলেছে কুম্ভমেলা। জানা গেছে, আগামী বছরের শুরুতেই কুম্ভমেলার আয়োজন হতে চলেছে। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কেরলের মলপ্পুরমে তিরুনাভায়া নব মুকুন্দ মন্দিরে ভরতপুঝা মন্দিরের তীরে কুম্ভ মেলা আয়োজিত হবে। ভরতপুঝা মন্দিরের তীরে তিরুনাভায়া নব মুকুন্দ মন্দিরের ধারে ঐতিহ্যশালী মামানাকাম উসব হয়। কুম্ভের মতো এই মেলাও ১২ বছর অন্তর হয়। এবার সেটাকেই কুম্ভমেলার আকার দেওয়া হচ্ছে। কুম্ভের মতোই যাবতীয় রীতিনীতি পালন করা হবে। আয়োজন করা হবে পুণ্যস্নানেরও। আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জুনা আখড়ার উপর। জুনা আখড়া দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় আখড়াগুলির একটি। জুনা আখাার প্রধান মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী আনন্দবনম ভারতী জানিয়েছেন, তাদের সংগঠনের নেতৃত্বেই পুরো কুম্ভমেলা আয়োজিত হবে কেরলে।

**Hooghly-Chinsurah Municipality**
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092
**Notice for invitation e-Tender**
**e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/APAS/NIT18/11/e/25**
**Memo No-:2467/Eng/S.D Dated: 07.11.2025**
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil, electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_941707_01-12** Closing date of Bid submission is **03.12.2025 up to 14,50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/- Chairman/Executive Officer**
**Hooghly Chinsurah Municipality**

# প্রশান্ত বর্মনের ব্যাপারে রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করল নির্বাচন কমিশন। এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে কেন ওই বিডিও নিজের দফতরে আসছেন না, জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের থেকে তা জানতে চাইল নির্বাচন কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের বাসিন্দা এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে রাজগঞ্জের বিডিও-র। মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের অভিযোগ, সল্টলেকের দত্তাবাদের দোকান থেকে স্বপন কামিল্যা নামে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করে খুন করেছেন রাজগঞ্জের বিডিও। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজগঞ্জের বিডিও। এই ঘটনায় নাম জড়ানোর পর থেকেই রাজগঞ্জে নিজের দফতরে দেখা যাচ্ছে না অভিযুক্ত বিডিও-কে। এরই মধ্যে রাজ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এসআইআর-এ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ। এই পরিস্থিতিতে কেন রাজগঞ্জের বিডিও নিজের দফতরে অনুপস্থিত থাকছেন, জলপাইগুড়ির জেলাশাসকের কাছে সেই প্রশ্নেরই উত্তর চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এছাড়াও ওই বিডিও-কে নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর রিপোর্ট আকারে চাওয়া হয়েছে।

# অভিষেকের ৩৯ তম জন্মদিনে তৃণমূলের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৭ নভেম্বর ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩৯ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার বোলপুর লাগোয়া সতী পীঠ কঙ্কালীতলায় বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক (কাজল শেখ)-এর উদ্যোগে এদিন পুজোর পাশাপাশি রক্তদান শিবির, দুঃস্থদের খাবার বিতরণ এবং কেক কেটে জন্মদিনের অনুষ্ঠানটির পালন করা হয়। সকালে নির্দিষ্ট সময়ে ৩৮ টি পুজোর ডালি নিয়ে কঙ্কালীতলায় উপস্থিত হন কাজল শেখ এবং তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ পূজা হয় এবং মাকে নতুন বস্ত্র পরিধান করানো হয়। পরে মন্দির প্রাঙ্গণে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে ৩৮ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন রক্তদান শিবিরে। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ ও প্রয়োজনীয় মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রীও তুলে দেওয়া হয়। প্রতীকীভাবে ৩৮টি কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসটি-ওবিসি সেলের সভাপতি নরেশ চন্দ্র বাউড়ি, শ্রীনিকেতন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ হানিফ শেখ সহ জেলা ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের একটি অংশ। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। যা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

# কালনায় ভিড় বিদেশি পর্যটকদের

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৭ নভেম্বর ঃ ঝাকে ঝাকে বিদেশি পর্যটক কালনায়। আলতো শীতের আমেজ পড়তে না পড়তে, দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড় কালনায়। ১০৮ টা শিব মন্দির, লালজিবাড়ি মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্রমন্দির, প্রতাপেশ্বর মন্দির , রাসমঞ্চ দেখে অভিভূত বিদেশী পর্যটকেরা। এবছর ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই , অন্যবারের থেকে বেশি ভিড় পর্যটকদের জানালেন এলাকাবাসীরা। ভাগীরথীর বুকে জাহাজে করে আসেন বিদেশি পর্যটকেরা, বুলগেরিয়া, লন্ডন , ইউএসএ, সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে, কালনার অন্যতম মন্দিরগুলি তারা দেখেন, গাইডরা তাদেরকে স্থাপত্য কলার সম্বন্ধে বিবরণী দেন, ভীষণভাবে খুশি হয় পর্যটকেরা কালনা মন্দিরগুলি দেখে।

# প্রধানমন্ত্রী বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বর্ষপূর্তির স্মারক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ ৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীতের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর পূর্ব রেলের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বন্দে মাতরম-এর গণসংগীত সঙ্গীতে যোগ দিলেন। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকরের নেতৃত্বে পূর্ব রেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জাতীয় সঙ্গীতের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেল সদর দপ্তরে বন্দে মাতরম-এর চেতনা প্রতিধ্বনিত করেন। পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগ - শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদা - জুড়ে এবং তিনটি কর্মশালা - লিলুয়া, কাঁচরাপাড়া এবং জামালপুর - জুড়ে বন্দে মাতরম এর অনুরূপ গণপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে এবং জাতীয় গর্ব ও ঐক্যকে জাগিয়ে তোলে এমন এই কালজয়ী রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং মুদ্রাও প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানটি দেশব্যাপী স্মরণসভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে, যা ৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। উৎসবে সারা দেশে বন্দে

মাতরম এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের গণগানের সাক্ষী ছিল, যেখানে সমাজের সকল স্তরের নাগরিকরা উৎসাহীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, নতুন দিল্লিতে মূল অনুষ্ঠানের সাথে। ২০২৫ সাল বন্দে মাতরম এর ১৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করছে। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অক্ষয় নবমীর শুভ উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত জাতীয় সঙ্গীতটি প্রথম সাহিত্য পত্রিকা বঙ্গদর্শন- এ তাঁর উপন্যাস আনন্দমঠ -এর অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই গানটি, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং দেবত্বের মূর্ত প্রতীক হিসেবে মাতৃভূমিকে আহ্বান করে, কাব্যিকভাবে ভারতের ঐক্য ও আত্মসম্মানের জাগ্রত চেতনা প্রকাশ করে এবং জাতির প্রতি ভক্তির একটি স্থায়ী প্রতীক হয়ে ওঠে।

**ABRIDGED TENDER NOTICE**
**Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat**
**Farakka Murshidabad**
eTender is hereby invited by the undersigned of **NIeT No-5/ BEWA-I GP/2025-26 dated-07/11/ 2025 for 4 nos** work under 15th FC Fund within Bewa-I GP, the last date of submission application is **15/11/2025 up to 14:00 PM.** Details of Tender notice will be available in website & **www.wbetenders.gov.in,** Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.
**Sd/-**
**Prodhan**
**Bewa-I GP**
**Farakka, Murshidabad.**

**OFFICE OF THE**
**DAHAPARA GRAM PANCHAYAT**
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
**NOTICE INVITING Tender**
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIT) No: 05(2ND CALL)/DGP/APAS/2025-26 AND 06/DGP/APAS/2025-26, Dated: 07-11-2025**. The last date for OFFLINE submission of tender **18-11-2025 up to 12:00 Hours. Tender (NITe) No: 07/ DGP/APAS/2025-26, Dated: 07-11-2025.** The last date for ONLINE submission of tender **24-11-2025 up to 11:00 Hours** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
**Mira Roy**
**(Prodhan, Dahapara GP)**

**বিজ্ঞপ্তি**
আমার মক্কেল সুরজিৎ বাগ, পিতা- অজয় বাগ, সাং ঃ ও পোঃ- পায়রাটুঙ্গী, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, অধির পাঁজা, প্রতিমা হাতী, অসিমা বেলেল নিযুক্ত আমমোক্তার অভিষেক দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডি. সাব. রেজি. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৮৪৮ / ২০২১ ও ৫৩০৩ / ২০২১ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ২৮৩৩ নম্বর হাল দাগ ২৪৪৭ নং দাগে ০২.৪৮ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব-রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৮৮১ / ২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **eNIT- 15/ JARAGRAM/25-26** Last date of apply **18.11.2025 at 10:00 am .** For more details contact Jaragram GP
**Sd/-**
**Prodhan,**
**Jaragram GP**

**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK**
**HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405**
**TENDER NOTICE**
The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **SEVENTY (70) nos.** works vide **E-NIT No: - 21/B.D.O/HPL/2025-2026, 22/B.D.O/HPL/2025-2026, 23/B.D.O/HPL/2025-2026 & 24/ B.D.O/HPL/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Haripal Development Block**

OFFICE OF THE PURULIA-I DEVELOPMENT BLOCK
At-Chakda, Kotloi, Purulia, 723102.
Memo. No. 1952/BDO/P-1 Dated: 07/11/2025
**Notice**
Block Development Officer, Purulia-I Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet-12/25-26 dt.04.11.2025,** for 01 no. schemes **(Tender ID 2025_DM_938581_1)** under **PUAD** within the jurisdiction of Purulia-I Development Block. **Above NIet has been changed due to wrong entry of some information and critical dates.** Details may be obtained from website: **https:// wbtenders.gov.in.**
**Sd/- Block Development Officer**
**Purulia-I Development Block**

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
আজাদী কা অমৃত মহোৎসব
আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড IREL (India) Limited
পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭ ওয়েবসাইটঃ www.irel.co.in
An ISO 9001:2015, ISO 1400:2015 & ISO 45001:2018 Company
Ref: ADVT.No. 25-26/13 টেন্ডার নোটিশ তারিখঃ ০১.১১.২০২৫
আইআরইএল, ওএসসিওএম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি / কাজের বিবরণের জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছে।

| বিড নং. | কাজ / বিষয়গুলির বিবরণ |
|---|---|
| GEM/2025/B/6831411 | কস্টিক সোডা লাই সরবরাহ |
| GEM/2025/B/6796374 | ওক্সালিক অ্যাসিড সরবরাহ |
| GEM/2025/B/6815698 | ২৫ কিলোওয়াট ইন্ডাকশন মোটর সরবরাহ এবং কমিশনিং |
| GEM/2025/B/6836452 | এমএসপির যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এএমসি |

দরদাতারা http://irel.co.in, http://qem.gov.in অথবা https://eprocure.qov.in/eprocure/app থেকে দরপত্রের নথি ডাউনলোড করতে পারবেন। উপরোক্ত দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী / সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতেই হোস্ট করা হবে।
cbc48146/12/0013/2526 স্বা/- জিএম অ্যান্ড হেড, ওএসসিওএম

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
**NOTICE INVITING e-TENDER**
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-51/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 22(Twenty two) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **06.11.2025 up to 26.11.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **06.11.2025 up to 26.11.2025 at 16.00 PM.** And Opening on **28.11.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.
**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
TENDER NOTICE
TENDERS are invited from the bonafide contractors vide **Notice no- : NIT-712, Dated-29.10.25 05 NOS OF WORKS** (RASTASHREE/ PATHASHREE)
**SD/-**
**Executive officer**
**JB PUR Panchayet Samity**
**Munshirhat, Howrah**

# শামির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিস দিল শীর্ষ আদালত

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বরঃ** ভারতীয় ক্রিকেটার মহম্মদ শামির ব্যক্তিগত জীবনের আইনি অধ্যায় আবারও আলোচনায়। এবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী হাসিন জাহানের দায়ের করা ভরণপোষণ বৃদ্ধির মামলায় শামি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিস পাঠিয়ে জবাব চেয়েছে। শুক্রবার মামলার শুনানিতে আদালতের বেঞ্চ মৌখিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে জানায়য়, কলকাতা হাইকোর্ট যে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ নির্ধারণ করেছিল, তা খুবই উপযুক্ত ও যথেষ্ট। উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, শামিকে তাঁর স্ত্রী হাসিন জাহান এবং কন্যা সন্তানের জন্য প্রতি মাসে মোট ৪ লক্ষ টাকা ভরণপোষণ দিতে হবে। এর মধ্যে হাসিন জাহান পাবেন ১.৫ লক্ষ টাকা, এবং তাঁদের মেয়ে পাবেন ২.৫ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে। তবে হাসিন জাহানের দাবি, এই অর্থ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর এবং সন্তানের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন মাসিক ভরণপোষণ বৃদ্ধি করার জন্য, কারণ শামির আয় ও জীবনযাত্রার মান বর্তমানে অনেক বেশি। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ আজ জানায়, ''আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনতে চাই।'' এর আগে হাইকোর্ট যে পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করেছিল, তা আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হলেও, আবেদনকারীর যুক্তিগুলি বিবেচনায় নেওয়া হবে। আদালত এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকেও মতামত চেয়েছে, যেহেতু মামলাটি নারী সুরক্ষা ও ভরণপোষণ আইনের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৮ সালে হাসিন জাহান প্রথম মহম্মদ শামির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসা, প্রতারণা ও পরকীয়ার অভিযোগ আনেন। তারপর থেকেই তাঁদের বিবাহিত সম্পর্ক কার্যত ভেঙে যায়। দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকছেন দু'জনেই, এবং তাঁদের মেয়েয় হাসিনের হেফাজতেই রয়েছে। বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শামি অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি একাধিকবার বলেছেন, ''আমি আমার দায়িত্ব থেকে কখনও পিছিয়ে আসিনি। আদালত যা রায় দেবে, আমি তা মেনে নেব।'' শামি বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সিনিয়র পেসার। তাঁর আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন, স্পনসরশিপ এবং আইপিএল আয় সব মিলিয়ে তিনি উচ্চ আয়ের তালিকায় রয়েছেন। তাই হাসিন জাহানের দাবি, 'আমার এবং মেয়ের জীবনযাপন তার উপার্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।' বিচারক বেঞ্চ আজকের পর্যবেক্ষণে বলেন, ''ভরণপোষণের মূল উদ্দেশ্য হলো স্ত্রী ও সন্তানের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সেই অজুহাতে অযৌক্তিক পরিমাণ দাবি করা যায় না। আদালত ভারসাম্য বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নেবে।'' মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিত হতে পারে। এই মামলাটি শুধুমাত্র এক ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত বিষয় নয়য়, বরং আদালতের পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে বহু নারী-পুরুষের ভরণপোষণ সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

# ডিএলএস ক্যালকুলেটরে ভোঁকাট্টা পাকিস্তান! হংকং সিক্সেসেও জিতল ভারত

**সংবাদ সংস্থা, হংকং, ৭ নভেম্বরঃ** আকাশ কালো, মাঠ ভিজে যাচ্ছে-তবু উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে মং কক স্টেডিয়াম। কারণ ময়দানে চলছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। শেষ ফল? এককথায়, নাটকীয়, বৃষ্টিভেজা আর খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক! স্বয়ং বরুণদেবও রুখতে পারলেন না ভারতের জয়! হংকং সিক্সেসে প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানকে ডিএলএস নিয়মে হারাল দীনেশ কার্তিকের দল, ব্যবধান মাত্র দু'রান। শুক্রবার টস জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় পাক বাহিনী। কিন্তু শুরুতেই তাদের পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেন ভারতের ওপেনার রবিন উথাপ্পা আর ভর চিপলি। যেন পুরনো সময় ফিরিয়ে আনলেন দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার। উথাপ্পা ১১ বলে ২৮-দুটি চার, তিনটি বিশাল ছয়। চিপলিও কম যান না, ১৩ বলে হাঁকালেন ২৪ রান। তাঁদের ব্যাটে ঝড় উঠতেই ভারতের স্কোর দ্রুত পঞ্চাশ পেরোয়। শেষ দিকে নেমে অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভূমিকায়-ফিনিশার! ৬ বলে অপরাজিত ১৭ রানে দলকে নিয়ে গেলেন ৮৬-তে, নির্ধারিত ছয় ওভারে। পাকিস্তানের বোলাররা তখন প্রহর গুনছিলেন বৃষ্টির, অন্তত সেটাই যেন রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠে! চেজের শুরুটা আশাব্যঞ্জক ছিল। তিন ওভার শেষে পাকিস্তান ৪১ রান ১ উইকেট-খেলার গতি তখন তাদের পক্ষে। কিন্তু এরপরই নাটকীয় বিরতি। মেঘ ঘনাল, বৃষ্টি এল ঝেঁপে! খেলা থামল, মাঠ ঢেকে গেল কাভারে। অবস্থা এমন, যে আর ম্যাচ শুরুই করা গেল না। শেষমেশ হিসেব গড়াল ডিএলএসে-আর সেখানেই পাকিস্তানের দুঃস্বপ্ন। মাত্র দুই রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। স্টুয়ার্ট বিনি দ্বিতীয় ওভারে নিয়ন্ত্রিত স্পেলে তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, দেন মাত্র সাত রান। সেই স্পেলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়। যে কারণে পুল 'সি' শুরুতেই এগিয়ে গেল ভারত। পাকিস্তানকে এখন ফিরতে হলে পরের ম্যাচে জিততেই হবে। অন্যদিকে হংকং সিক্সেসের বাকি ম্যাচগুলিও জমজমাট। অস্ট্রেলিয়া তিন ওভারেই ৮৮ রান তাড়া করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে দিয়েছে ১০ উইকেটে। আফগানিস্তান ৪৯ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। বাংলাদেশের হাতে পরাস্ত শ্রীলঙ্কা, ১৪ রানে। দিনের শেষ ম্যাচ-অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড-বৃষ্টির কারণে বাতিল। দিনের মূল কথা কিন্তু একটাই-'ভারত জিতল, পাকিস্তান হারল' আর বাকিটা সামলাল আকাশ!

## ঘরে ফিরলেন রিচা!

# বিশ্বকাপজয়ীকে স্বাগত জানাল শিলিগুড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বরঃ** বিশ্বজয় করে ঘরে ফিরলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। দেশের গর্ব হয়ে ওঠা এই তরুণ ক্রিকেটারকে ঘিরে এখন শিলিগুড়ি জুড়ে উৎসবের আবহ। শহরবাসীর মনে একটাই উন্মাদনা, আমাদের রিচা ফিরছে! শুক্রবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় সংবর্ধনার পর্ব। লাল গালিচায় পা রেখে, জাতীয় পতাকায় মোড়া হুডখোলা গাড়িতে চেপে শহরে ফিরলেন বিশ্বজয়ী রিচা।

তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মেয়র গৌতম দেব। পুরসভা আগেই জানিয়েছিল রিচাকে ঘরে ফেরানোর জন্য সাজানো হবে পুরো শহর। সেই মতোই হোর্ডিং, ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছে রাস্তা। দিল্লি থেকে বাগডোগরায় নামতেই সেখান থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। মাঝে মাঝে থামতেও হয় তাঁকে। কারণ বিশ্বকাপজয়ী মেয়ের জন্য বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন নিজেদের উদ্যোগে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। এরপর তাঁকে সোজা সুভাষপল্লির বাড়িতে পৌঁছে দেবেন মেয়র গৌতম। সুভাষপল্লি থেকে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটারের রাস্তা জুড়ে লাল গালিচা পাতা হয়েছে। দুই ধারে দাঁড়িয়ে স্থানীয় মহিলা ক্রিকেটাররা ব্যাট তুলে রিচাকে গার্ড অফ অনারও দেবেন। এরপর বাঘাযতীন পার্কেই রিচাকে প্রথমে সংবর্ধনা দেবে শিলিগুড়ি পুরনিগম, পরে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। থাকবে অসংখ্য স্থানীয় ক্লাব ও সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তাও পড়া হবে সংবর্ধনা মঞ্চে। রিচার জন্য বাড়িতেও থাকছে বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন। মায়ের হাতে তৈরি ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিলি পনির আর তাঁর প্রিয় মিষ্টি। দুপুরের সংবর্ধনার পর তিনি যাবেন বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে। সেই মাঠেই তো শুরু হয়েছিল তাঁর ক্রিকেট-যাত্রা। অন্যদিকে, শনিবার কলকাতাতেও রিচার জন্য থাকছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পৃথক সংবর্ধনা। বস্তুত, বাংলা থেকে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। তাঁকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রিচাকে আগেই সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএবি। শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামীর। বিশ্বকাপে সব চেয়ে বেশি ছক্কা এসেছে রিচার ব্যাট থেকে। মোট ১২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারে কাছেও নেই কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে দ্রুত রান করে দলকে ভাল জাগায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে চায় সিএবি।

# ডাক পেয়েও জাতীয় শিবিরে যাচ্ছেন না বাগানের এই দুই ফুটবলার!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৭ নভেমম্বঃ** ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবল দল আগামী ১৫ নভেম্বর, ব্যাংককে থাইল্যান্ড অনূর্ধ্ব ২৩ দলের বিরুদ্ধে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে। ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচ উইন্ডোর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে দুপুর। অনুষ্ঠিত হবে থমাসাট স্টেডিয়ামে, পথুম থানি, থাইল্যান্ডে। এই ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য ব্লুকোল্টস ৭ নভেম্বর থেকে কলকাতায় অনুশীলন শুরু করেছে এবং এরপরই থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ দল ইতোমধ্যেই এই সিজনে ছয়টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে। জুনে তারা তাজিকিস্তানে যোগ দিয়ে হোস্ট দল ও কিরগিজ রিপাবলিকের সঙ্গে খেলেছে। আগস্টে মালয়েশিয়ায় তারা দুই ম্যাচ খেলেছে ইরাকের বিপক্ষে। এরপর এএফসি অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচগুলিতেও অংশগ্রহণ করেছে। অক্টোবরের উইন্ডোতে, তারা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলেছে, যেখানে প্রথম ম্যাচে ২-১ বিজয়ী হয় এবং দ্বিতীয় ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছে। সম্প্রতি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শিবিরের দুই প্রতিভাবান ফুটবলার প্রথমবার ডাক পেয়েছেন জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরে। আদিত্য মণ্ডলকে ভারত অনূর্ধ্ব ১৭ দলে এবং পাসাং দর্জি তামাংকে ভারত অনূর্ধ্ব ২৩ দলে ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট তাদের ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোর ছাড়পত্র দেয়নি। ফলে এই মুহূর্তে তাদের অভিষেক হচ্ছে না। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের তরুণ গোলকিপার গৌরব শাও এবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলীয় ক্যাম্পে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলার সেরা গোলকিপার হিসেবে পরিচিত গৌরব শাও এর এই সাফল্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ফুটবলপ্রেমীরা। তিনি উত্তরপাড়া নেতাজি ব্রিগেড থেকে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগ, কলকাতা লিগ এবং এবার জাতীয় দলে পা রেখেছেন।

# বছরের শেষ সফরে আর্জেন্টিনা দলে চমক, মেসিদের সঙ্গে তিন নতুন মুখ

**সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৭ নভেম্বরঃ** ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল দুয়ারে কড়া নাড়ছে। এর মধ্যে বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রস্তুতি ও দল গোছানো নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রীতি ম্যাচে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি তরুণদেরও বাজিয়ে দেখা হচ্ছে। চলতি মাসে অ্যাঙ্গোলা সফরের দলেও একই ধারবাহিকতা ধরে রেখেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। স্পেনে অনুশীলন ও ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ঘোষিত ২৪ সদস্যের দলে তিনজন নতুন মুখকে ডেকেছেন স্কালোনি। প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন হোয়াকিন পানিচেলি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি ও ম্যাক্সিমো পেরোনে। পাশাপাশি ফিরেছেন ভ্যালেন্তিন বারকো। তবে এই সফরের জন্য অনুমেয়ভাবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজকে। স্কালোনির দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই চমক দেন আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া। এক ঘোষণায় তিনি জানান, তাঁর ও স্কালোনির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের লিগে খেলা কোনো খেলোয়াড়কে এবার দলে নেওয়া হবে না, যাতে ক্লাবগুলোর ক্ষতি না হয়। এই সিদ্ধান্তও স্কালোনিকে দলে নতুনত্ব আনার ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে। আর্জেন্টিনা দলে প্রথমবারে মতো ডাক পাওয়া ত্রয়ীর অন্যতম হলেন পানিচেলি। কর্দোবার ২৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড রিভার প্লেটের যুব দলে খেলে বড় হয়েছেন। এখন তিনি জীবনের সেরা মরসুম কাটাচ্ছেন ফরাসি ক্লাব রেসিং

স্ত্রাসবুর্গের হয়ে, যেখানে গত জুলাইয়ে তিনি আলাভেস থেকে যোগ দেন। ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ফরোয়ার্ড মাত্র ১১ ম্যাচে ৯ গোল করেছেন এবং এখন লিগ আঁর সর্বোচ্চ গোলদাতা। ইউরোপা কনফারেন্স লিগে অভিষেক ম্যাচেও গোল করেছেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সী প্রেস্তিয়ানি ছিলেন আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ দলের অন্যতম তারকা। ফাইনালে আর্জেন্টিনা মরক্কোর কাছে হারলেও টুর্নামেন্টে নিজের ছাপ রেখেছেন প্রেস্তিয়ানি। এই ত্রয়ীর শেষ হচ্ছেন ২২ বছর বয়সী বাঁ পায়ের মিডফিল্ডার পেরোনে। প্রেস্তিয়ানির মতো তিনিও ভেলেজের যুব দলে বেড়ে উঠেছেন। এখন ইতালির ক্লাব কোমোর মধ্যমাঠের দায়িত্ব পালন করছেন ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। আর্জেন্টিনার এই সফর অ্যাঙ্গোলার জন্য ঐতিহাসিক। দেশটির স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এই প্রীতি ম্যাচ। এমনকি এই ম্যাচের জন্য অ্যাঙ্গোলা সরকার এএফএকে দিচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ইউরো।

**২৪ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল।** গোলরক্ষক-গেরোনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ। রক্ষণভাগ-নাহুয়েল মোলিনা, হুয়ান ফয়থ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভ্যালেনতিন বারকো। মাঝমাঠ-অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পল, জিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, ম্যাক্সিমো পেরোনে, নিকো পাজ। আক্রমণভাগ-লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেস, জুলিয়ানো সিমেওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেস, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি।

# ক্লাব ফুটবল নিয়ে 'বিরাট' ঘোষণার পর অবসর নিলেন সুনীল ছেত্রী

**সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৭ নভেম্বরঃ** ভারতীয় ফুটবলের এক যুগের অবসান ঘটল। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের পদচারণা এবার ইতিহাসে স্থান করে নিল। সুনীল ছেত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় জাতীয় দলের জার্সিতে তার কেরিয়ার শেষ করছেন। তবে বেঙ্গালুরু এফসি জার্সিতে তিনি এই মরশুমে খেলবেন এবং আঞ্চলিক ফুটবলে আরও কিছু সময় ধরে মাঠ মাতাবেন। ছেত্রী নিজেই জানিয়েছেন, 'জাতীয় দলের জার্সি আমার জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখনও চলছে। এই মরশুমে ভালো পারফর্ম করতে পারলে পেশাদার ফুটবলেরও ফুলস্টপ দিতে পারি।' ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত রাউন্ডের জন্য বছরের শুরুতে তিনি চমকপ্রদভাবে ফের জাতীয় দলে ফিরে এসেছিলেন। তবে ভারত মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটবলের কেরিয়ার শেষের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছেত্রী জানিয়েছেন, 'আমি শুধু যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করতে ফিরে এসেছিলাম। আর কিছুই ছিল না। যোগ্যতা অর্জন সম্ভব না হলে হয়তো আমি কখনও ফিরতাম না। এখন আমি সিদ্ধান্ত জানিয়েছি এবং কোচ সেটি বুঝেছেন।' খালিদ জামিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ছেত্রী তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। বেঙ্গালুরু এফসিতে আইএসএলে ১৪ গোল করা তাঁর ফর্ম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে আবারো আন্তর্জাতিক দলে ডাকানোর পেছনে। যদিও পুনরায় ফিরলেও ছয় ম্যাচে মাত্র এক গোল করতে পেরেছিলেন, তবুও ৯৫ গোল নিয়ে তিনি ভারতের হয়ে কেরিয়ার শেষ করলেন। ৪২ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি ফুটবলার বলেন, 'আমি কোনও অনুশোচনা রাখি না। আন্তর্জাতিক যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থতা একটি দুঃখ। তবে আমি সবসময় আমার সেরাটা দিয়েছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই মরশুমে ১৫ গোল করতে চাই এবং এরপর পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেব। আমি চাই আমার শেষ ফুটবল বছরগুলো মর্যাদাপূর্ণ হোক।' সুনীল ছেত্রী শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার ফুটবলের ইতিহাসেও এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর অবসরের ঘোষণা ভারতীয় ফুটবল ভক্তদের জন্য এক আবেগঘন মুহূর্ত। ফুটবল অনুরাগীরা এখন শুধু তার শেষ মরশুমের খেলা উপভোগ করতে পারবেন এবং কিংবদন্তির খেলার স্মৃতিকে মনে রাখবেন।

# এখন প্রিমিয়ার লিগে খেললে সৌদি লিগের মতোই গোল করতাম রোনাল্ডো

বয়স যত বাড়ছে, ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো গোলের রথ ততই গতিময়তায় ছুটছে। তবে বাঁকা চোখে দেখার লোকেরও তো অভাব নেই। গোল তো করছেন সৌদি লিগে! তাদের জন্যই রোনাল্ডোর জবাব, এই ৪০ বছর বয়সে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ কোনো ক্লাবে খেললেও একই পরিমাণ গোল তিনি করতেন।

**সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৭ নভেম্বরঃ** ম্যানচেস্টা ইউনাইটেডে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় কাটিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনাল্ডো। এরপর গত দুই মরসুমেই তিনি ছিলেন লিগের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। চলতি মরসুমেও সাত ম্যাচে আট গোল তিনি করে ফেলেছেন লিগে। পিয়ার্স মর্গ্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডোর দাবি, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেললেও এমন পারফরম্যান্স দেখাতেন তিনি। ''যত বছর যাচ্ছে, আমি আরও বেশি গোল করছি। এমনকি বাজে বছরেও (আল নাসরের ট্রফিবিহীন মরসুম) আমি ২৫ গোল করেছি। যদি এখন প্রিমিয়ার লিগে খেলতাম, শীর্ষ কোনো দলে, সেখানেও একই পরিমাণ গোল করতাম। এই ৪০ বছর বয়সেও একই পরিমাণ গোল করতাম।'' আগে নানা সময় রোনাল্ডো বলেছেন, সৌদি লিগের মান কতটা উঁচু এবং ইউরোপের অনেক প্রতিষ্ঠিত লিগের চেয়ে কতটা এগিয়ে এই লিগ। সেই দাবি করলেন আবারও। ''আমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কারণ তারা যা ইচ্ছা বলতে পারে, তবে

পরিসংখ্যান আছে, পরিসংখ্যান মিথ্যা বলে না। তারা সৌদি লিগ নিয়ে নানা কথা বলে, কিন্তু তারা কখনও এখানে ছিল না, কখনও এখানে খেলেনি। তারা জানে না, ৪০ ডিগ্রিতে (তাপমাত্রায়) ছুটতে কেমন লাগে। তারা জানে না। আমি আবারও বলব, পর্তুগিজ লিগের চেয়ে সৌদি লিগ অনেক অনেক ভালো। ফরাসি লিগে শুধু পিএসজিই আছে (ভালো দল)। প্রিমিয়ার লিগ তো অবশ্যই ভালো, এক নম্বর।'' পর্তুগিজ লিগ দিয়ে শুরুর পর বিশ্বের শীর্ষ তিন লিগে শীর্ষ মানের তিন ক্লাবে খেলেছেন রোনাল্ডো। সৌদি লিগকে মূল্যায়ন করছেন তিনি সেই অভিজ্ঞতা থেকেই। ''অন্য ফুটবলারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, এই লিগ ভালো কি না। আমাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমাকে জিজ্ঞেস করা সহজ, কারণ আমি সবসময় বলছি। তারা বলবে, 'ওহ্, ক্রিস্তিয়ানো এসব বলছে, কারণ সে সৌদিতে খেলে।'' কিন্তু আমি তো সব জায়গায় খেলছে, সব জায়গায়। আমার মতে, সৌদিতে গোল করার চেয়ে স্পেনে গোল করা সহজ।'' প্রতিনিয়ত শিখতে চাওয়া ও নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার তাড়নাতেই তিনি এখনও এতটা অপ্রতিরোধ্য, বললেন রোনাল্ডো। সময়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিখতে হয়। ''সবসময়ই উন্নতির সুযোগ আছে এবং সেটিই পার্থক্য গড়ে দেয়, এমনকি আমার বয়সেও। এখানেই অনেক ফুটবলার ভুল করে। তারা মনে করে, তারা সব জানে এবং আর শিখতে চায় না। একটা বয়সের পর তাদের গতি কমে যায়। কিন্তু আমি শিখতেই থাকি। এজন্যই তো ৩০ বছর বয়সের পর বেশি গোল করেছি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com